ভিড় বেশী হওয়াতে একটী সভাস্থলে উপরে ও নীচে দুইটী সভা হইয়াছিল।

১৬। ত্রিপুরার মহারাজা চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরিতে ২০০০৲ টাকার পুস্তক দিয়াছেন; এবং দিল্লী শিল্প-প্রদর্শনীতে ১০০০৲ টাকা দান করায় গবর্ণমেণ্ট হইতে ধন্যবাদ পাইয়াছেন।

১৭। ঢাকার নবাব ময়মন সিং মুসলমান বোর্ডিংয়ের পাঠ-গৃহের সাহায্যার্থে ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

১৮। লেডি কর্জ্জন সঙ্কটাপন্ন পীড়াগ্রস্ত হওয়ায় লর্ড কর্জনের ভারতে পুনরাগমনের বিলম্ব হইল। ঈশ্বর পীড়িতাকে রক্ষা করুন।

১৯। বরিসালের জলের কলের জন্য নিম্নলিখিত টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে:—

সায়েস্তাবাদের নবাব বাহাদুর ৪০০০৲, বাবু বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরী ৩০০০৲, মিঃ বেল ১০০০৲, মিঃ গোবিন্দ মোহন রায় চৌধুরী ১০০০৲, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী ১০০০, বাবু রোহিণী কুমার ও অন্নদা চরণ রায় চৌধুরী ১৫০০৲, বাবু দীনবন্ধু সেন উকীল ১০০০, উপেন্দ্র চন্দ্র রায় ১০০, উলানিয়ার জমিদারগণ ১০০০৲। সর্ব্বসমেত ১৪৫০০৲ টাকা হইয়াছে।

২০। একটি গরম পাত্রে ২০ ফোঁটা কার্বলিক এসিড নিক্ষেপ করিলে তাহার ধোঁয়াতে এবং এক ডেলা কর্পূর আলোর উপর রাখিলে তাহার গন্ধে গৃহের মশা দূর হয়।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। দেরাদুন, মসুরি, ও হরিদ্বার—শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত প্রণীত, মূল্য ১৷০। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। ভ্রমণের চিত্র সকল যেমন সুস্পষ্ট ও সুন্দর, ইহার ভাষাও সেইরূপ বিশুদ্ধ। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনুভবে গ্রন্থকারের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও রস-গ্রাহিতা এবং তৎসঙ্গে ভগবদ্ভক্তি ও ধর্ম্মানুরাগিতা অতীব প্রশংসনীয়। গ্রন্থকার সম্পূর্ণ উৎসাহলাভের যোগ্য।

২। যজ্ঞভস্ম—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। পশ্চাৎ সমালোচ্য।

ব্লু-ব্ল্যাক ও ব্ল্যাক ইঙ্ক—এস রক্ষিতের জে মার্কা কালী ব্যবহার করিয়া আমরা দেখিয়াছি ইহাতে বেশ কাজ চলে অথচ ইহার দাম অতি অল্প। ইহা সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করিতে পারি।

৩। শঙ্খাসুর বধকাব্য প্রথমখণ্ড—শ্রীফকির চাঁদ গোস্বামী কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত, মূল্য ৸০ আনা। গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বংশধর। ইহাঁর রচিত মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয় ছন্দই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। দৈত্যরাজ বলির পুত্র শঙ্খাসুরের বীরত্ব বর্ণন এই কাব্যের উদ্দেশ্য। প্রথমখণ্ডে ইহার

সূচনা মাত্র হইয়াছে]। কাব্য শেষ দেখিলে ইহার সবিশেষ সমালোচনা করিব।

৪। মনোজবা—শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী প্রণীত ও বাবু সুরেন্দ্রপ্রসাদ সান্যাল এম এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১৲ টাকা। বামাবোধিনীর; সুপরিচিতা লেখিকা নিস্তারিণী দেবীর এই কাব্যখানি সাহিত্য-ভাণ্ডারে স্থান পাইবার যোগ্য। ইহার কবিতা নানা বিষয়িণী এবং সকলগুলিই সুচিন্তা ও বিশুদ্ধভাব-ব্যঞ্জক। লেখিকার কবিত্বশক্তি, সাহিত্যানুরাগ, পারিবারিক সহানুভূতি ও সর্ব্বজনহিতৈষণা—সকলই প্রশংসনীয়। মানবপ্রকৃতি এবং স্বভাব চিত্রাঙ্কনেও তাঁহার বেশ ক্ষমতা আছে। সাধারণের নিকট গ্রন্থখানি সমুচিত আদরণীয় হইলে, আমরা সুখী হইব।

৫। খোকা—শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরীদাসগুপ্তা প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। প্রীতি ও পূজা রচনাদ্বারা গ্রন্থকর্ত্রীর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কাব্যখানি তাঁহার হৃদয়ের শোকসিন্ধুর উচ্ছ্বসিত তরঙ্গমালা। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন, "তের বৎসর ছয় মাসের পুত্র বিনয়ভূষণকে হারাইয়া, আমি সংজ্ঞাশূন্য—শক্তিশূন্য হইয়া "খোকা" পুস্তক লিখিয়াছি।" ছিন্নহৃদয়ের শোণিত দিয়া এই বিনয়ভূষণের আকৃতি, প্রকৃতি, বেশভূষা এবং রোগ ও মৃত্যু সংসৃষ্ট সকল ঘটনা চিত্রিত করিয়াছেন। ইহা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি মর্ম্মবিদারক। অনেক পুত্র-হারা মা ইহাতে আপনাদের হৃদয়-ছায়া দেখিয়া লেখিকার সহিত কাঁদিয়া প্রাণের শান্তি লাভ করিতে পারিবেন।

বামারচনা।

শোভা।

আহা! মধুর শোভাতে জোছনা প্রপাতে
পুরিল ধরণী আজি;
গগনের পরে জলে থরে থরে
মধুর তারকারাজি।
পূর্ণ শশধর মরি কি সুন্দর
গগনের পরে শোভে;
মুদিতা নলিনী বিরসবদনী
অতিশয় মনঃক্ষোভে।
টপ টপ করে শেফালিকা ঝরে
মরি কি মধুর রাতি।

নদীতে আলোয়া উঠিছে জলিয়া
বিমল নির্ম্মল ভাতি।
মধু পিয়া পিয়া অবশ হইয়া
ঐ নিদ্রিতা ভ্রমরা দল;
মধুর পবন বহে অনুক্ষণ
কাঁপে সরসীর জল।
ঝির ঝির ঝির পড়িছে শিশির,
ভিজিল ধরণী খানি;
উদ্যানে ফুটিয়া ঘোমটা খুলিয়া
হাসিছে কুসুম-রাণী।

সরসীর বক্ষে শশধর লক্ষ্যে
প্রস্ফুটিতা কুমুদিনী ;
কাহার আজ্ঞাতে মধুর শোভাতে
সাজিল বসুন্ধরাখানি ?

কারণকর যিনি দয়াময় তিনি,
ঈশ্বর তাঁহার নাম ;
ভকতির ভরে যুড়ি দুই করে
তাঁহারে করি প্রণাম।

কুমারী সুরুচিবালা।

মুক্তি।

ফুরায়ে এসেছে দিন দাও ছেড়ে দাও।
কেন আর বারে বারে মমতা বাড়াও ?
সময় হয়েছে ভাই, দেরি করে কাজ নাই,
কেন বৃথা আঁখিনীরে ধরণী ভাসাও ?
রেখনা রেখনা ধরে দাও ছেড়ে দাও।
সবারেতো যেতে হবে, কেহ তো
রবেনা ভবে,
তবে কেন মিছা মিছি সকরুণে চাও ?
চেওনা অমন করে, বলোনা অমন স্বরে,
এসোনা এসোনা কাছে যাও সরে যাও—
ফুরায়ে এসেছে দিন, দাও যেতে দাও।
সময় এসেছে অই! কেমনে হেথায় রই,
বেঁধেছ যে ডোরে, আজি নাও খুলে নাও।
এসো সবে হাসি মুখে, হরি নাম গাও
সুখে,
আমায় রেখেনা ধরে, দাও যেতে দাও।

শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী।

শোকার্ত্তের প্রার্থনা।

যদি, হে ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর, তোমার আলোকে
আত্মার তিমির হর,
দেখাও তোমার শতেক ব্রহ্মাণ্ড
দূর হতে দূরান্তর।
আছে তারা আছে, যারা ছিল কাছে,
পাছে যাব মোরা তথা ;
তবে, বিরহ-বেদন, ক্ষণিক যাতনা,
থাকে না অসহ ব্যথা।
তাও নয় শুধু, তোমার বলিয়া—
তুমি ল'য়ে যাবে চ'লে।
(আমি,) প্রণিপাত করে, আজীবন ধ'রে
ভাসিব নয়নজলে ?
এও কি সম্ভব ? ওহে মায়াময়,
দিয়াছ যখন মায়া,
তাহারে ত্যজিব, একেবারে প্রভু,
আলো ত্যজে কোথা ছায়া ?
যবে, চির অন্ধকারে, অকূল সাগরে,
মুদিয়া আসিবে আঁখি।
তবু, সে শোকের জ্বালা, প্রিয়মুখাশ্রিত,
ভুলিতে পারিব নাকি ?
সেত, এজনমে নহে, এ জীবনে নহে,
যারা জীবনের সাথী
কেমনে ভুলিব ? কেমনে মুছিব
হৃদয় হইতে স্মৃতি ?
জীবন-প্রভাতে হ'য়ে গেছে যাহা,
চ'লে গেছে বটে দূরে,

সে দিনের সেই দারুণ বেদন,
আজিও করুণ স্বরে
থাকিয়া থাকিয়া, হৃদয় মাঝারে
আকুলে বাজিয়া উঠে।
"কোথা, দেবতা আমার, স্নেহ পারাবার,
কোথা আমি যাব ছুটে ?"
পান্থ হ'য়ে মোরা, চিনি নাক পথ,
জানি না যাবার বেলা।
দিয়েছ জীবনে, ঢালিয়া তিমির,
কেন প্রভো ? এত হেলা ?
আঁখি দেছ ঢেকে শত আবরণে,
অন্ধ আর কারে বলে ?
আঁধার মুকুর নেহারিতে মুখ
দিয়াছ আশার ছলে।
এত জ্ঞান শুনি, মানব অর্জ্জন
করিছে তোমারি বলে।
প্রকৃতির বুকে, কতই রহস্য
অদ্ভুত তরঙ্গে খেলে।
শোক-সঞ্জীবনী, এ সুধা-বিজ্ঞান
একি নর-ভোগ্য নয় ?
একি তারি যোগ্য ? যে তোমাতে প্রভো,
একেবারে হয় লয়।
এ শোকের মাঝে কি আছে তোমার
শুভ ইচ্ছা ? শুভময় !
তাই নয় তুমি শিথিল হৃদয়ে
করে দাও পরিচয়।
শুধু, নিমেষে নিমেষে হে শোক-হরণ,
এ নামের কর ভুল।
ক্ষুদ্র পুষ্প হ'তে শ্রেষ্ঠ নরোত্তম
সবে কর সমতুল।

তবু, আমরা তোমাকে দয়াহিতমনে
যদিও জানি না প্রীতি।
যথা, প্রহারিত শিশু শত লাঞ্ছনায়
ভোলে না মায়ের স্মৃতি।
অসীম তোমার করুণা রাজ্যে
কেন শোক-হলাহল।
তীব্র জ্বালা তায়, নীরবেতে দহে
মরমের অন্তস্তল।
ভক্ত নহি প্রভো ! সাধিতে জানিনা
তোমার চরণতল।
যতদিন তুমি দিবে এ শাসন
ততদিন আঁখিজল
নিমেষে নিমেষে নব নব হ'য়ে
ঝরিবে উভয় পয়ে।
ডাকিয়া তোমারে, আকুল হইয়া
জানাবে বেদন স্বরে।
"দাও প্রভো ? দাও নর নারী প্রেম,
পুরাইতে দাও আশা।
অসময়ে তুমি ভেঙ্গোনা সন্তানে
ভেঙ্গোনা ভবের বাসা।
শোক-শান্তিময় ! হে সৌম্য-মূরতি
দেহ দণ্ড, যাহা সয়,
নহে, শোক-তীব্রতায় রাজত্ব তোমার
হইবে অশান্তিময়।
সাধের জীবন গড়িয়া প্রথমে
কেন এ দারুণ খেলা ?
তাই নয় দেব ! দাও বুঝাইয়া,
ফুরায়ে আসিল বেলা।

শ্রীমতী সরসী বালা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 495. November, 1904.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪২ বর্ষ। ৪৯৫ সংখ্যা।	কার্ত্তিক, ১৩১১ ; নবেম্বর, ১৯০৪।	৮ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা—ভারতবর্ষের ৫টী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত নিম্নলিখিত প্রদেশ সকল ভুক্ত হইল ঃ—

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ব্রহ্মদেশ।

(২) মান্দ্রাজ—মান্দ্রাজ প্রদেশ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কুর্গ, হাইদ্রাবাদ, সিংহল।

(৩) বোম্বাই—বোম্বাই প্রদেশ, সিন্ধু, বরদা, গুজরাট প্রদেশ।

(৪) পঞ্জাব—পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও রাজপুতানার কিয়দংশ।

(৫) এলাহাবাদ—অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মধ্য ভারত ও কাশ্মীর।

অদ্ভুত কচ্ছপ—আমেরিকার সেণ্ট-লুই প্রদেশে একটী কচ্ছপ প্রদর্শিত হয়, তাহার ওজন ১৩ মণ, বয়স ৩০০ বৎসর।

কাবুলের উন্নতি—জাপানের জয়বার্ত্তা শুনিয়া কাবুলের আমীর উৎসাহিত। তিনি ৪০ হাজার নূতন সেনা প্রস্তুত করিবার অনুমতি দিয়াছেন। শিক্ষিত লোক ভিন্ন কর্ম্মচারিগ্রহণে তাঁহার ইচ্ছা নাই।

সোমালিল্যাণ্ডের মোল্লা—বহু বৎসরের অনেক কষ্টে মোল্লাকে দমনে রাখা হইয়াছিল, আবার সে ক্ষেপিয়া ইংরাজ-বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছে।

বয়োবৃদ্ধি—দাদাভাই নৌরাজী গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৮০ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এই বয়সে বিলাতে বাস করিয়া ভারতের বহু কল্যাণ-চেষ্টা করিতেছেন।

বিংশ কন্‌গ্রেস—আগামী জাতীয় মহাসভা বোম্বাই নগরে হইবে। সভাপতি সার হেনরী কটন এবং তাঁহার সঙ্গী সার

উইলিয়ম ওয়েডারবরণ ভারতযাত্রার জন্য জাহাজ ভাড়া করিয়াছেন।

রুষের অর্থবল—বর্ত্তমান যুদ্ধে রুষ গবর্ণমেণ্ট রাজকোষ হইতে ৪৫ কোটি টাকা দিবেন। সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ হইতে সেই পরিমাণ টাকা সংগ্রহের সম্ভাবনা। তথাপি রুষিয়া ফ্রান্স ও জর্ম্মণির নিকট হইতে প্রভূত অর্থ ঋণ লইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

বল্‌টিক রণতরী—রুষিয়ার এই বৃহৎ রণতরী-দল জাপানাভিমুখে আসিতেছে। পথে ইংরাজ মৎস্যপোতের উপর ইহার অত্যাচারের কথা প্রচারিত হইয়াছে। ইংরাজরাজ অল্পে ছাড়িবার নহেন। বিবাদ মীমাংসা জন্য অন্তর্জাতিক কমিসন বসিতেছে।

রাজসংবাদ—(১) সাক্সনরাজ জর্জ ৭৩ বৎসরে পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র ফ্রেডারিক অগষ্টস সিংহাসন পাইয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট আত্মীয় বলিয়া তাঁহার সম্মানার্থ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারীরা সর্ব্বত্র ৩ সপ্তাহকাল শোকচিহ্ন ধারণে আদিষ্ট হইয়াছেন।

(২) স্পেনরাজের ভগিনীর মৃত্যু হইয়াছে।

স্মৃতিচিহ্ন—সার জন উডবরণের ছবি ফাইজাবাদে মহা সমারোহে উন্মোচিত হইয়াছে। অযোধ্যা-মহারাজ নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা, স্থানীয় কমিশনর হার্ম্লিন সাহেব সভাপতিত্ব করেন।

রুস-জাপযুদ্ধ—গত সাহোর মহাযুদ্ধে জাপানীরা জয়ী হইয়াছে। রুস পক্ষে ১৩ হাজার সৈন্য হত এবং ৫৫ হাজার আহত হইয়াছে শুনা যায়। জাপানীদের হতাহত সংখ্যা ১৫ হাজার। মুকদনে মহাযুদ্ধের আয়োজন হইতেছে। ইতিমধ্যে জলে স্থলে ১৭টী যুদ্ধে জাপানীরা জয়ী হইয়াছে। রুসীয়েরা পলায়নে বেশ পটুতা দেখাইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট ছাত্রবৃত্তি—খনিজবিদ্যা শিক্ষার্থ এচ্, রিড্, অশোক বসু, এন সি দে এবং পি কে মজুমদার প্রত্যেকে গবর্ণমেণ্ট হইতে বার্ষিক ২৫০০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন। ইঁহারা বার্ম্মিংহাম মাইনিং স্কুলে অধ্যয়ন করিবেন।

মহীশূরে স্ত্রীশিক্ষা—মহীশূর মহারাণীর কলেজে এত দিন হিন্দু বালিকাই পড়িত, এখন তাহা খ্রীষ্টান মুসলমান পারসী ইহুদী সকল শ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। এরূপ উদারতা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

তিব্বত মিসন—গত ২৩এ সেপ্টেম্বর তিব্বত-অভিযান-যাত্রিগণ লাসা পরিত্যাগ করিয়াছিল, অক্টোবরের শেষে ফিরিয়াছে। যে সন্ধিপত্র হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজ জাতির অনেক সুবিধার কথা আছে; কিন্তু চিন গবর্ণমেণ্ট এখনও সম্মতি দেন নাই। যুদ্ধের প্রধানোদ্যোগী ইয়ংহজব্যাণ্ড সস্ত্রীক বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

বিবাহ-বয়স—বরদার রাজবিধি অনুসারে বার বৎসরের ন্যূনে বালিকার এবং ষোল বৎসরের ন্যূনে বালকের

বিবাহ নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় হইয়াছে। বিশেষ ব্যতিক্রমস্থলে রাজার অনুমতি লইতে হইবে।

বোম্বাই কৃষিশিল্প প্রদর্শনী—আগামী বিংশ কনগ্রেস উপলক্ষে বোম্বাই সহরে একটি মহা-প্রদর্শনী হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার সহায়তা করিতেছেন। বরদা ও মহীশূরের মহারাজা প্রদর্শনীফণ্ডে ৫ হাজার করিয়া ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ডাক-বিভাগে নূতন নিয়ম—গবর্ণমেণ্ট কাগজের জন্য পোষ্ট আফিসে অন্যূন ১০৲ টাকা জমা দেওয়া যাইবে। ডাকবিভাগ দ্বারা কাগজ কিনিলে কমিশন, দালালি প্রভৃতি লাগিবে না। কণ্ট্রোলার পোষ্ট আফিসের জিম্মায় থাকিলে ইনকম টাক্সও লাগিবে না। ৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দামের কাগজ কেনা যাইতে পারে।

কর্জ্জন-পরিবার—ঈশ্বরেচ্ছায় লেডী কর্জন ক্রমে সুস্থ হইতেছেন। ঈশ্বর ইহাঁকে নিরাময় করুন্। লর্ড কর্জন ডিসেম্বরে ফিরিবেন। তিনি এবার সহৃদয়তার সহিত ভারত পালন করিয়া ভারতবাসীদিগের অনুরাগভাজন হউন।

মান্দ্রাজ বন্দরের উন্নতি—ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট এই উদ্দেশে ৪৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

কাশীর ইতিবৃত্ত।

উপক্রমণিকা।

পুণ্যতীর্থ কাশীধাম ভারতের পরম পবিত্র প্রাচীন নগর। কেবল ভারত নহে, সমগ্র ভূমণ্ডলে ইহার ন্যায় পবিত্র ও প্রাচীন নগর আর দ্বিতীয় নাই। "সহস্র বৎসর নগর ও সহস্র বৎসর অরণ্য" অন্যত্র এ কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু সনাতন কাশীর প্রতি ইহা প্রযুক্ত হয় না। অনার্য্য ও আধুনিক সভ্যদেশের কথা উত্থাপন করা অনাবশ্যক, সভ্যতার আদিমভূমি আর্য্যাবর্ত্ত বা সমগ্র ভারতেও ইহার সমকালীন কোনও নগর বিদ্যমান নাই। কাশী, কাঞ্চী অবন্তী, মায়াপুরী, অযোধ্যা, মথুরা ও দ্বারাবতী এই সাতটী মোক্ষদ পুণ্য নগর বলিয়া শাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিত। কিন্তু কাঞ্চী আদি ছয়টী নগর পরবর্ত্তী, ইহা কাশীর পুরাবৃত্ত অধ্যায়ে সপ্রমাণ প্রদর্শিত হইবে। উক্ত নগর-চয়েরও কয়েকটী লুপ্তনামা ও কয়েকটীর নামমাত্র অবশিষ্ট আছে। "যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর-কোশলা"—যদুপতির মথুরা ও রঘুপতির অযোধ্যা অনেককাল বিগতগৌরব হইয়াছে। কাঞ্চী, অবন্তী, মায়াপুর (হরিদ্বার) এবং দ্বারাবতীও (দ্বারকা) অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। কথিত আছে,

শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পরেই সরযূ স্ফীত হইয়া অযোধ্যা জলমগ্ন করে। কাহার কাহার মতে অযোধ্যার শেষ রাজা সৌমিত্রীর রাজত্বান্তে অযোধ্যা অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। সৌমিত্রী রামচন্দ্রের অধস্তন ত্রিসপ্ততি পর্য্যায় ছিলেন। যাহা হউক অনেক শতাব্দী পরে উজ্জয়িনী-পতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য খৃঃ পূঃ ৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পৌরাণিক নগরের নিদর্শন সকল আবিষ্কার করেন। সেই স্থানই অযোধ্যা বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কংস-ধ্বংসের পর হইতেই মথুরা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। মধ্যকালে পুনরভ্যুদয়ে কতকটা পূর্ব্ব সমৃদ্ধি উদ্ধার হইয়াছিল বটে, কিন্তু যবন উপদ্রবে তৎসমুদয়ই বিধ্বস্ত হইয়াছে। ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ গজনবী সসৈন্যে বিংশতি দিবস মথুরায় অবস্থিতি করিয়া সমস্ত নগর লুণ্ঠন ও উৎসন্ন করিয়া দেন। দ্বারাবতীও শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের অব্যবহিত পরেই সিন্ধু-কবলে কবলিত হইয়াছে। বর্ত্তমান দ্বারকা প্রাচীন দ্বারাবতীর নয় ক্রোশ দূরে সিন্ধুতটে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অবন্তীরও দুর্দ্দশার ইয়ত্তা নাই। ইহাও পরিত্যক্ত হইয়া বহুকাল পরে বৌদ্ধদিগের দ্বারা পুনর্ব্বার সৌভাগ্যশালী হয়। খৃঃ পূঃ ৩২৫ অব্দে রাজকুমার অশোক পিতা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়া অবন্তীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। খৃঃ পূঃ ১৫৭ অব্দে অবন্তী মঠ হইতে চল্লিশ সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মনীতি সিংহলে যাত্রা করেন এবং তথায় অনুরাধাপুরের বৃহৎ চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শতাব্দী পরে বিক্রমাদিত্যের অভ্যুদয়ে ইহার পূর্ব্ব শ্রী অনেক পরিমাণে উদ্ধার হইয়াছিল। মহাকালের প্রতিষ্ঠা জন্য ইহাকে মহাকালপুরী বলিয়াও থাকে। ইহাও যবনদৌরাত্ম্যে বিধ্বস্ত হইয়াছে। মায়াপুর ও কপিলস্থান হরদ্বারের নিকট অথবা হরদ্বার সংযুক্ত স্থান। ইহাও বৌদ্ধদিগের দ্বারা মধ্যকালে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। অদ্যাপি তাহার ধ্বংসাবশেষ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। কাঞ্চীপুর বা শ্রীকান্ত বর্ত্তমান কঞ্জিভিরাম। ইহার পূর্ব্ব গৌরবের সহিত নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

অনার্য্য দেশের প্রাচীন নগর বাবিলন, নিনিভা, ত্রয়, তায়ার, পার্সিপোলিস, বেকত্রা, মেশোপটেমিয়া, কালদিয়া প্রভৃতি নগর কাশীর কত সহস্রাব্দী পরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আলেকজাণ্ড্রিয়া, ক্রীট, কার্থাজিনা ও রোম আধুনিক নগর মাত্র। তত্রাপি কয়েক শতাব্দী মাত্র মস্তকোত্তলন করিয়াই ইহারা কালের দণ্ডাঘাতে অবনত হইয়াছে। কিন্তু পবিত্র কাশীধাম ঘটনা-নিরপেক্ষ হইয়া নির্ব্বাত দীপশিখার ন্যায় অদ্যাপিও অচল ও অক্ষুণ্ণভাবে অবস্থান করিতেছে। ইহার প্রতিষ্ঠার সময়* যে পুণ্য নদী গঙ্গা উত্তর-

* কাশীখণ্ডে উক্ত আছে গঙ্গা কাশীর অনেক পরে আবির্ভূত হইয়া কাশীর উপদেশে প্রবাহিত

বাহিনী হইয়া ইহার পদতল বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল, অদ্যাপিও তাহা সেই ভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। পুণ্যতোয়া বরণা স্বল্পতোয়া হইয়াও অদ্যাপি ইহার উত্তর সীমা রক্ষা করিতেছে এবং পবিত্র অসী শুষ্ক-তোয়া হইয়াও দক্ষিণ সীমায় পতিত রহিয়াছে; এখনও লুপ্তনামা হয় নাই। স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডোক্ত দেহলী-গণপতি অদ্যাপি ইহার পশ্চিম দিক্ রক্ষা করিতেছেন। তলস্থলী ও চক্রখাদ, চক্রতীর্থ বা মণিকর্ণিকা, মহাদেবের মুক্তি-মণ্ডপ, ব্রহ্মার দশাশ্বমেধ যজ্ঞ স্থান প্রভৃতি পৌরাণিক তীর্থ সকল অদ্যাপি স্ব স্ব স্থানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। কাশী পৃথিবীর মধ্যবিন্দু নাভিস্বরূপ, এই জন্য নাভিতীর্থ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। সাধুমতি, তাপস ও অবধূতগণ এখানে চিরকালই অবস্থান করিয়া থাকেন। সনাতনধর্ম্মপ্রভাবে ইহা চিরকালই পুণ্যপ্রদ পবিত্রধাম। ইহার যে কোন স্থানে গমন কর, সর্ব্বত্রই সাধুসমাগম উপলব্ধি করিবে—সর্ব্বত্রই বেদের উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ স্বর শ্রুত হইয়া থাকে। বেদমন্ত্রোচ্চারণ, শাস্ত্রপাঠ, কথকতা, সামগান ও পবিত্র স্তুতিসঙ্গীতে পুণ্যপুরী চির-নিনাদিত। সহস্রাব্দব্যাপী প্রতিকূল ঘটনাবিভ্রাটে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, বর্ব্বর ও কিরাতের উপদ্রবে, বৌদ্ধ উৎপাতে, যবন অত্যাচারে ও ম্লেচ্ছ সংস্পর্শে বা অনার্য্য সংঘর্ষে ইহার পুণ্য-প্রদ মাহাত্ম্যের অণুমাত্র হ্রাস হয় নাই। যে স্থলে পুরা-কালে দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ তপশ্চর্য্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া-ছিলেন, অদ্যাপিও তথায় স্বধর্ম্ম-নিরত কুলাচারী সাধুগণ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া বিগত-কল্মষ হইতেছেন। কাশী-মৃত্যু শিবত্ব প্রাপ্তি বা মোক্ষ লাভের অমোঘ উপায় বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকাতে পুরাকাল হইতে সাধুগণ জীবনের শেষ কাল অতিবাহিত করিতে এখানে আসিয়া থাকেন। কাশী বিশ্বেশ্বরের রাজধানী ও ভবানী বা অন্নপূর্ণার ক্রীড়াস্থলী। এখানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও সদাব্রত বা অন্নছত্র প্রদানে অনন্তকাল স্বর্গবাস ও অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়—এই বিশ্বাসানুসারে ভূরি ভূরি শিবমন্দির ও অন্নছত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে কাশী কতকটা শ্রী-ভ্রষ্ট হইয়াছিল, পরে যবনাধিকারে ইহার দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। মোগল-সম্রাট্ অরেঙ্গজীব সমস্ত প্রধান দেবালয় ভগ্ন করিয়া হিন্দু সংকীর্ত্তি সকল বিলোপের উদ্যম করিয়াছিলেন। এমন কি স্বয়ং বিশ্বেশ্বরকেও উৎপাটন করিয়া তাঁহার মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তথাপি কাশীর মাহাত্ম্যের অণুমাত্র অপ-লাপ করিতে সমর্থ হন নাই।

রাজা মানসিংহ এক দিনে এক লক্ষ শিব প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি ৩৬৫টী অন্নচ্ছত্র ও সদাব্রত বর্ত্তমান রহিয়াছে।

হইয়াছে। চক্রতীর্থ ও কিরণা প্রভৃতি নদী সকল ইহার আবির্ভাবেই বিলুপ্ত হইয়াছে। এ বিষয় পুরাবৃত্ত অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

ভারতে স্বধর্ম্মনিরত এমন রাজা বা ধনাঢ্য সাধু কিম্বা গৃহস্থ নাই যাহাদের শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা, সদাব্রত বা অন্য কোনও সৎকীর্ত্তি এখানে নাই। এখানে পথ, ঘাট, বন, উপবন, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য স্থান—সর্ব্বত্রই শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ; এই জন্য "শিবময় কাশী" উক্ত হইয়াছে। বৈদেশিক, বিশেষতঃ য়ুরোপীয় ভ্রমণকারিগণ এখানে প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিতে পান না, সুতরাং অনেকে ইহার প্রাচীনত্বের প্রতি সন্দিহান হন। তাঁহাদের প্রণীত পুস্তক ও প্রলাপ-পূর্ণ বর্ণনামাত্র অবলম্বন করিয়া যাঁহারা কাশীতত্ত্ববিদ্ বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের অববোধ জন্য আমরা প্রথমে কাশীর পুরাবৃত্ত আলোচনা করিয়া পরে ইহার ইতিবৃত্ত অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইব।

(ক্রমশঃ)

সম্রাট্ মারকাস অরিলিয়াসের উপদেশ।*

১। সুনীতি, আত্মশাসন, বিনয়, এবং সাহসিকতা অভ্যাস কর।

২। ভগবদ্‌ভক্তি এবং পরোপকারিতা শিক্ষা কর এবং কেবল পাপ কর্ম্ম হইতে নয়, কিন্তু পাপ-চিন্তা হইতেও নিবৃত্তি শিক্ষা কর। আহার ও পরিচ্ছদাদি বিষয়ে ধনীদিগের কদভ্যাস দূরে পরিহার করিয়া অকৃত্রিম সরল আচার শিক্ষা কর।

৩। এই কয়েকটী বিষয় যত্নপূর্ব্বক অভ্যস্ত করিবে :—

শ্রমশীলতা, অল্প অভাববোধ, স্বহস্তে কার্য্য করা, অন্যের কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করা, পরনিন্দা শ্রবণে উৎসুক না হওয়া। যদি ধর্ম্মার্থ কৃচ্ছ্র সাধন কর, অন্যকে তাহা জানিতে দিও না ও লোক দেখাইবার জন্য দয়ার কার্য্য করিও না। যাহারা বাক্য বা কার্য্য দ্বারা তোমার অসন্তোষ বা অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, তোমার সহিত পুনর্ম্মিলনেচ্ছা করিলে তাহাদিগের সহিত সদ্‌ভাব করিবে ও পুনর্ম্মিলিত হইবে।

৪। স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা শিক্ষা কর। এক মুহূর্ত্তের জন্যও যুক্তি ভিন্ন আর কিছুর প্রতি লক্ষ্য করিও না। সন্তানবিয়োগ এবং দীর্ঘকালস্থায়ী উৎকট পীড়ার তীব্র যন্ত্রণাতেও সর্ব্বদা সমভাবে অটল থাকিবে। দৃঢ় এবং কোমল উভয় গুণই ধারণ করিবে। শিক্ষাদানকালে বিরক্ত হইও না। বন্ধুদিগের নিকট অনুগ্রহ যদি গ্রহণ কর, তবে দেখিও যেন আত্ম-গৌরব পরিত্যাগ করিতে না হয়।

৫। সদয় প্রকৃতি শিক্ষা কর, পিতৃ-স্নেহে যে পরিবার শাসিত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর এবং স্বভাবের অনুগত হইয়া চলিবার পথ ধর। গাম্ভীর্য্যের সহিত

* প্রায় ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে রোমে কয়েকটী জ্ঞানী সম্রাট রাজত্ব করেন, তন্মধ্যে ইনি একজন।

যেন আড়ম্বরিতা না থাকে। বন্ধুদিগের স্বার্থ যত্নপূর্ব্বক দেখিবে। যাহারা অনভিজ্ঞ এবং বিবেচনাহীন হইয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহাদের প্রতি সহিষ্ণু হইবে। কাহার প্রতি কখনও রাগ প্রকাশ করিবে না এবং রাগ-বিবর্জ্জিত হইয়া সকলের প্রতি স্নেহশীল হইবে।

৬। অন্যের দোষানুসন্ধান করিও না এবং তোমার বন্ধু তোমার কোনও দোষ ধরিয়া দিলে তাহা অগ্রাহ্য করিও না। মঙ্গল কার্য্য করিতে সর্ব্বদা ব্যগ্র থাক, অন্যকে দান করিতে প্রস্তুত থাক এবং অন্তরে শুভ আশা পোষণ কর। কোনও ঘটনায় বিপথগামী হইও না, সকল অবস্থায়—এমন কি পীড়ার অবস্থাতেও মনের প্রফুল্লতা রক্ষা কর। চরিত্রে মধুরতা ও গাম্ভীর্য্য উভয় মিশ্রিত করিয়া রাখ এবং তোমার বর্ত্তমান কর্ত্তব্য অবিরক্ত-চিত্তে সাধন কর।

৭। তোমার কোনও কার্য্যে মন্দ অভিসন্ধি রাখিও না। কখনও আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করিও না এবং ব্যস্ত হইও না। কোনও কার্য্য ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিও না, কখনও বিরক্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িও না। কখনও ক্রুদ্ধ বা সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইও না। বিরক্তি গোপনের জন্য অট্টহাস্য করিও না। সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা হইতে বিরত থাক। নম্রপ্রকৃতি হও, সুবিবেচনাপূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছ, তাহাতে অটল থাক। লোকে যাহাকে গৌরব বলে, তাহাতে বৃথা গর্ব্বিত হইও না। পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে আনন্দিত হও। সকল সময়ে প্রফুল্ল ও সন্তুষ্টচিত্ত থাক। আত্মশাসন রক্ষা কর। শিশুদিগকে হৃদয়ের সহিত ভালবাস। সত্য ও ন্যায়কে প্রীতি কর।

৮। বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইও না এবং ভবিষ্যৎকেও ভয় করিও না। বর্ত্তমান প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আপনাকে "রোমান" * বলিয়া স্মরণ কর এবং উপস্থিত প্রত্যেক কার্য্য সরল ভাবে অথচ পূর্ণ গৌরব, কোমলতা, স্বাধীনতা এবং ন্যায়পরতার সহিত সম্পন্ন কর। অন্য চিন্তা মনে আসিতে দিও না। যদি জীবনের প্রত্যেক কার্য্য জীবনের শেষ কার্য্য বলিয়া মনে করিতে পার; সতর্কতা এবং সু-বুদ্ধির আদেশের প্রতি অবহেলা না কর; কপটতা, আত্মম্ভরিতা এবং নিজ ভাগ্যে অসন্তুষ্টতা পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে সচ্ছন্দচিত্ত হইতে পারিবে।

৯। অন্যের মনে কি আছে, তাহা না জানিলে অসুখী হইতে হয় না; কিন্তু যাহারা আপনার অন্তরের ভাবগতি না বুঝে, তাহারাই অসুখী হয়।

১০। এই মুহূর্ত্তে মৃত্যু হইতে পারে, এই চিন্তা করিয়া আপনার প্রত্যেক চিন্তা ও কার্য্য নিয়মিত কর।

১১। জীবন মৃত্যু, গৌরব অগৌরব, সুখ দুঃখ, এ সকল ঘটনা যেমন সাধুদের

* প্রাচীনকালে রোমানেরা সকল জাতির শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। "রোমান" বলিলে নরশ্রেষ্ঠ বুঝাইত।

তেমনি অসাধুদেরও ঘটে। এ সকল ঘটনায় মানুষকে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট করে না, এই জন্য এ সকল মঙ্গলও নয়, অমঙ্গলও নয়।

১২। যে ব্যক্তি আত্মস্থ দেবপ্রকৃতি দর্শন ও তৎপ্রতি অকপট ভক্তিপ্রদর্শন না করিয়া অন্যের মনে কি আছে, অনুসন্ধান করে, তাহার মত দুর্ভাগ্য আর কেহ নাই। দেবপ্রকৃতির প্রতি ভক্তির অর্থ তাহাকে রিপু ও মোহ হইতে নির্ম্মল রাখা এবং সকল প্রকার আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিপদের কারণ হইতে দূরে থাকা। (ক্রমশঃ)

কুমারী হেলেন কেল্‌নার।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার মূক-বধির বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন আমেরিকার মূকবধির কলেজে শিক্ষকতা কার্য্য শিক্ষা করিতে যান, তখন তথায় একটী আশ্চর্য্য প্রতিভাসম্পন্ন বালিকাকে দেখিয়াছিলেন। সে বালিকা বোবা, কালা ও অন্ধ, অথচ বি এ পরীক্ষা দিবার জন্য অভিলাষিণী। পাঠিকারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, যে বালিকার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, বাক্‌শক্তি নাই, সেই বালিকা আপনাকে "পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সুখী মানুষ" বলিয়া গৌরব করেন।

আমেরিকার আলাবামা প্রদেশ হেলেন কেল্‌নারের জন্মস্থান। অতি শৈশবে যখন তাহার বয়স দেড় বৎসর মাত্র, তখন তাহার উৎকট পীড়া হয় এবং তাহাতে তিনটী প্রধান ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হয়। সাত বৎসরের পূর্ব্বে বালিকা জগতের সকল জ্ঞান হইতে বঞ্চিত ছিল—একটী শব্দ তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইত না, চক্ষে একটি আলোক-রেখা প্রতিফলিত হইত না, কেমন করিয়া জ্ঞানোন্মেষ হইবে? তাহার ছোট হাত দুখানি অন্যের মুখে দিয়া কিছু নড়িতেছে বোধ করিত। লোকে ঠোঁট নাড়িয়া যে কথা কহিত, তখন তাহাও বুঝিতে পারিত না। তাহার নিজের কোনও অভাব অন্যে বুঝিতে না পারিলে কেবল কাঁদিত ও চীৎকার করিত। সে একটু বড় হইলে তাহাকে কোনও রূপ শিক্ষা দিবার জন্য তাহার পিতামাতার ইচ্ছা হইল।

বোষ্টন নগরে এক মূকবধির বিদ্যালয় ছিল, তথায় কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রিজম্যান-নাম্নী এক অন্ধ ও কালা মেয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। এই সন্ধান পাইয়া কেলনারের পিতা সেই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে পত্র লেখেন। এই বিদ্যালয় হইতে একটী সহৃদয়া সুদক্ষা রমণী হেলেনের অধ্যাপনার্থ প্রেরিত হন।

শিক্ষয়িত্রী অতি সদয়ভাবে ও সুকৌশলে তাহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।



হেলেন কেলনার।

বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি হেলেন কেলনার!
তব সম পৃথিবীতে সুখী নাহি আর!
শরীর পিঞ্জরদ্বার রুদ্ধ তব কাছে,
প্রাণপক্ষী অনন্তের পানে ছুটিয়াছে।
চক্ষু নাহি এ জগৎ সব অন্ধকার,
শ্রবণে একটী স্বর প্রবেশে না আর।
রুদ্ধকণ্ঠ মুক্ত এবে জ্ঞানের প্রভাবে,
তাই গাও বিভুগুণ সদা ভক্তি ভাবে।
জ্ঞানের নয়নে দেখ জগৎ সুন্দর,
প্রেমময় দেবতার মূর্ত্তি—নারী নর।
ভালবাস তাঁর সৃষ্ট জীব জন্তু যত,
প্রেমের সাগরে ডুবে থাক অবিরত।
পরের সুখেতে সুখী মহান্ ও প্রাণ,
'চিরসুখী' তোমারে রাখুন ভগবান্

সে দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না। তিনি একটী নূতন পুতুল (doll) লইয়া তাহার হাতে দিয়া পুতুলের জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। পরে আপনার হাতের উপর হাত লইয়া আঙুল দিয়া তাহার হাতে লিখিলেন 'doll' ডল। সে বুঝিল ইহা পুতুলের সঙ্কেত। এই তাহার প্রথম শিক্ষা হইল। পরে শীঘ্র শীঘ্র আরও শব্দ সকল শিখিল। শিক্ষয়িত্রী দুই সপ্তাহ শিক্ষা দিতে না দিতে তীক্ষ্নবুদ্ধি বালিকা বুঝিতে পারিল যে, সে যে সকল অঙ্গুলি সঙ্কেত অনুকরণ করিতেছে, সে গুলি জিনিষের নাম। একটী নূতন আলোক তখন তাহার প্রাণে আসিল এবং তাহার হৃদয় আশ্চর্য্য আনন্দে পূর্ণ হইল— সে তখন বাহিরের জগতের সহিত কথোপকথনের উপায় পাইল। সে বলে "এই সময় হইতে আর আমি রাগ করি নাই।" এই সময় হইতে শীঘ্র শীঘ্র যেমন তাহার উন্নতি হইতে লাগিল, সেইরূপ শিক্ষার্থ আনন্দ বাড়িতে লাগিল। কার্ডের উপর উঁচু উঁচু ছাপা অক্ষর সে অঙ্গুলি স্পর্শে পড়িতে লাগিল এবং সে-গুলি সাজাইয়া ছোট ছোট বাক্য রচনা করিতে লাগিল। এই সঙ্গে সঙ্গে হস্ত-লিপি ও অঙ্ক কসাও শিখিতে লাগিল।

দেড় বৎসরকাল শিক্ষকের সাহায্য পাইয়া হেলেন বন্ধুদিগকে বড় বড় সুন্দর সুন্দর চিঠী লিখিতে শিখিল। যখন তাহার বয়স ৯॥ বৎসর, তখন ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণি-বিদ্যা এবং অন্যান্য বিদ্যা যেমন শিখিতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী ভাষাও শিখিতে ব্যগ্র হইল। ৩ মাসের মধ্যে ফরাসী ভাষায় বিশুদ্ধ চিঠী লিখিতে শিখিল। হস্তদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বোধ হওয়াতে তাহার পিয়ানো বাজাইবার ইচ্ছা হইল। ২॥ মাস শিক্ষা লাভ করিয়া বাজনায় পরিপক্ক হইল।

কথা বার্ত্তা শিক্ষা তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচায়ক। হেলেনের বয়স যখন ১০ বৎসর, তখন লোকের কথা কহিবার সময় ঠোঁট ও কণ্ঠ কেমন স্পন্দিত হয়, তাহাই নিজ হস্ত দ্বারা অনুভব করিয়া সে কথা কহিতে শিখিল। সিকাগো প্রদর্শ-নীতে এই বালিকা কবি লংফেলোর প্রসিদ্ধ (Psalm of Life) জীবনসঙ্গীত আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিল।

কিন্তু তাহার আনন্দের প্রধান উপাদান তাহার মিষ্ট প্রকৃতি ও কোমল হৃদয়। তাহার সহিত যাহারা পরিচিত, তাহারা এক বাক্যে তাহার গুণের প্রশংসা করিয়া থাকে। সে নিঃস্বার্থ, স্নেহশীল, মধুর-প্রকৃতি, সত্যবাদী, ন্যায়-পর, সহানুভূতি ও দয়াপরায়ণ এবং প্রত্যেক জীবের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী। রূপ দর্শন ও শব্দ শ্রবণের শক্তি নাই বলিয়া সে আপনার দুর্ভাগ্যে ম্রিয়মাণ নয়। তাহার ঘ্রাণশক্তি আছে, পুষ্পের আঘ্রাণ লইয়া সুখী হয়, হস্ত দ্বারা ফুলের আকৃতি ও কোমলতা দলে দলে অনুভব করিয়া আনন্দ প্রকাশ

করে। প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি এইরূপ অঙ্গুলি-স্পর্শে নিরূপণ করে। কিন্তু উঁচু অক্ষরে লেখা পুস্তক সকল তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, কারণ তাহা দ্বারাই সে অখিল জগৎ ও জগৎস্থ সকল পদার্থের বৃত্তান্ত জানিতে পারে এবং সে যে মানুষ, পশু পক্ষী ও ঈশ্বরের জীব সকলকে এত ভালবাসে, তাহাদের বিবরণ তাহা হইতে শিক্ষা করে।

সে আপনার অবস্থায় এত সন্তুষ্ট যে, এক একবার আনন্দোন্মত্ত হইয়া বলে, "আমার জীবন সুখে পরিপূর্ণ, প্রত্যেক বস্তু আমাকে কিছু না কিছু আনন্দের সংবাদ আনিয়া দেয়, তাই আনন্দে ভরপুর হইয়া বলি, প্রেমই সার বস্তু এবং ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। আমার মত সুখী কে আছে।" এই বালিকার সদানন্দ ভাব দেখিয়া চক্ষুকর্ণবিশিষ্ট অকৃতজ্ঞ হৃদয়হীন অসন্তুষ্টচিত্ত মানব কি আপনাকে শত শত ধিক্কার দিবে না?

অনাথিনী।

(১)
কার ও করুণ গীতি
নৈশ গভীরতা ভেদি,
উঠিতেছে চারি দিকে
হাহা রবে কাঁদি কাঁদি।

(২)
কার ও নিরাশ প্রাণ
ধরি ও নিরাশা-তান
গাহিতেছে আনমনে
ভাঙা হৃদয়ের গান?

(৩)
সুবিমল চন্দ্র-কর
অঙ্গে মাখি ফুলগুলি,
লতার বিতান হ'তে
চাহে ধীরে মুখ তুলি।

(৪)
গাছে গাছে পাতাগুলি
সোহাগ-সমীর ভরে,
পড়িতেছে ঢলি ঢলি
সঙ্গিনীর অঙ্গ'পরে।

(৫)
তটিনী উন্মুক্ত প্রাণে
আনন্দ-লহর তুলি,
সুহৃদ-সাগর সনে
মিশিছে আপনা ভুলি।

(৬)
প্রকৃতির শোভারাশি
পারে কি গো শান্তি দিতে,
দুঃখের অনন্ত জ্বালা
জ্বলিছে যাহার চিতে?

(৭)
প্রশান্ত নদীর তট
উপবন নিরুপম,
পারে কি গো ভিজাইতে
হৃদি যার মরুসম?

(৮)
আহা ওই অনাথিনী
হারাইয়া প্রাণেশ্বরে,
গাহিছে নিরাশা-গীতি
মর্ম্মভেদী কণ্ঠস্বরে।

(৯)
শুধু কাঁদিবার তরে
গড়েছেন যারে বিধি,
কাঁদিতে কাঁদিতে তার
জন্ম যাবে নিরবধি।

(১০)
এখনো যৌবন ওর
অঙ্গে করে ঢলমল,
এখনো অলক্ত-রাগে
শোভে চারু পদতল।

(১১)
সধবার চিহ্নটাও
সুচারু ললাটে ভায়,
কঙ্কনের দাগগুলি
ভুজ-যুগে দেখা যায়।

(১২)
এখনো অধর কোণে
আধ ফুটে আছে হাসি,
জাগিছে বদন' পরে
অতৃপ্ত বাসনা-রাশি।

(১৩)
নাহি দয়া, নাহি মায়া
তুমি দেব! নিদারুণ,
কুসুম-হৃদয়ে সুখে
জ্বালাইলে হুতাশন।

(১৪)
হরিলে অকালে যদি
হৃদয়ের ধন তার,
বিলাসের চিহ্নগুলি
কেন গো রাখিলে আর?

(১৫)
সুখের আশ্রয় ভাবি
কচি লতা ক্ষুদ্র মনে,
বেঁধেছিল তরুবরে
প্রেমের দৃঢ় বাঁধনে।

(১৬)
কোন্ প্রাণে হান বাজ
সে চারু তরুর শিরে,
নিরাশ্রয়া করি ওই
ক্ষীণপ্রাণা লতাটীরে।

(১৭)
আবার সে অভাগিনী
মর্ম্মভেদি কণ্ঠস্বরে,
গাহিছে বিষাদ-গীতি
হারাইয়া সহচরে।

(১৮)
এক দিন কত আশা
খেলিত পরাণে ওর,
সুখের আবেশভরে
হৃদিখানি ছিল ভোর।

(১৯)
ভেঙেছে সাধের খেলা
ছিঁড়েছে প্রাণের তার,
নব নব সুরগুলি
এবে বাজেনাকো আর।

(২০)

জীবনের ধ্রুব তারা
ডুবিয়াছে অন্ধকারে,
পথহারা অনাথিনী
কাঁদিতেছে হাহাকারে।

(২১)

আবার আবার সেই
করুণ কোমল গান,
উঠিতেছে বায়ুপথে
গলা'য়ে পাষাণ প্রাণ।

ভুবনমোহন মিত্র।

পত্র।

(৪৯৩-৯৪ সংখ্যা—১৯৮ পৃষ্ঠার পর)।

বোম্বাই ভ্রমণ।

প্রিয় শ—তুমিও যেমন দ্বিতীয় পত্র পাইবার জন্ম অত্যন্ত উৎসুক হইয়া আছ, আমিও সেইরূপ পত্র লিখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র। এবার গোড়াগুড়ি লিখিতেছি, কেন না সকল কথা ঠিক্ ঠিক্ বুঝিতে পারিবে।

বোম্বাই সহরে প্রবেশ মাত্র অতি উচ্চ উচ্চ বাটী দৃষ্ট হয়। এই বাড়ীগুলি ৬।৭ তালা পর্য্যন্ত হয়। এতদ্দেশীয় বাড়ীর মত বোম্বের বাড়ী নহে। সেথানকার কাষ্ঠনির্ম্মিত ঘর দ্বার প্রাচীর, তাহার উপরে চুনের প্ল্যাষ্টার দেওয়া। বাঙ্গালার ধরণে নির্ম্মিত, উঠান ও ছাদবিহীন। এই এক-এক খানি বাড়ীতে শতাবধি লোক থাকিতে পারে। দুধারী এই নূতন দেশের বাড়ী ঘরের পাশ দিয়া ট্রেণখানি বৃহৎ বিক্টোরিয়া টার্‌মিনস কিম্বা বোরি বন্দরে উপনীত হইল। আমার সহযাত্রিণী সত্বরপদে নামিয়া গেলেন। পরে আমরাও সেই বৃহৎ প্লাট-ফরমের ধারে জিনিস পত্র লইয়া একখানি ফেটিং ভাড়া করিয়া চলিলাম। এদেশে ভাড়াটে পাল্কিগাড়ী পাওয়া যায় না, কারণ গাড়ী বন্ধ করিয়া যাওয়া এখানকার পদ্ধতি নাই। সকল স্ত্রীলোক অবাধে গাড়ি খুলিয়া যাইতেছেন। পদ-ব্রজে যাঁহারা গমন করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অবগুণ্ঠন বা আপাদমস্তক চাদরের আবরণ নাই। যাহা হউক আমরাও বিক্টোরিয়া টারমিনস্ ছাড়িলাম। এরূপ সুন্দর ও বৃহৎ ষ্টেশন ভারতবর্ষের কুত্রাপি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে কয়েকটা প্লাটফরম আছে ও এই বৃহৎ অট্টালিকা চারি পাঁচতালায় নির্ম্মিত। ইহার অভ্যন্তর দেশ শ্বেতপ্রস্তরের নানা কারুকার্য্যে খচিত। এখানকার সকল আশ্চর্য্য দৃশ্যের মধ্যে ইহাও একটী। অপর আমিত দুই ধারে কেবল নূতন দেশের নূতন মানুষ ও ঘরবাড়ী দেখিতে

দেখিতে চলিলাম। যে দিকে দেখি, সকল বাড়ীগুলিই এক ধরণের—চৌতালা পাঁচতালা ; কেবল উপরে সমান এক ধরণের সারি সারি দরজা জানালা সন্নিবিষ্ট, যেন ছবিগুলি। তাহার ভিতর যে ভাবে লোকেরা বাস করে, তাহা দেখিয়া আমার মনে হয় সেই বাইবেলের "নোয়ার আর্ক" বুঝি এই। যথাসময়ে আমাদের বাসায় উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য এটিও সেই প্রকার চৌতালা বাড়ী। আমাদের বন্ধু বা বান্ধবী আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। যদিও মাঘ মাসের মাঝামাঝি আমরা বোম্বে গিয়াছি, তবুও সেখানে শীতের প্রখরতা নাই। আমাদের সেই দ্বিপ্রহরের সময় গরম কাপড় চোপড় যাহা এদেশে ব্যবহার করিয়াও ঠাণ্ডা লাগিত, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইল। সমুদ্র-জলসিক্ত শীতল বাতাস ভাল লাগিতেছিল। সেই দূর প্রবাসে স্বজাতি বান্ধবীর আদর যত্নে পরমাপ্যায়িত হইয়াছিলাম। সেই দিন-কার তাঁহার পাক করা অন্নব্যঞ্জন যেমন পরিতৃপ্তি প্রদান করিয়াছিল, এমন বোধ হয় অন্য কাহারও কখনও নয়। অভাব হইলেই মানুষ সেই বস্তুর মর্য্যাদা ভাল-রূপে বুঝিতে পারে। এদেশে অধিবাসীর মধ্যে পারসী, গুজরাটি ও মারহাট্টাই অধিক। অন্যান্য জাতিও আছেন। গুজরাটি ও মারহাট্টারা হিন্দু বলিয়া ইহাদের অধিক মেলা ও মেশামিশি আছে। পারসিরা একেবারে স্বতন্ত্র। তাহারা স্বজাতি ভিন্ন বড় একটা ভিন্ন জাতির সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক নহে। মারহাট্টা ও গুজরাটীরা সচ্ছন্দে একটা বাড়ীর একটা ফ্লাটের মধ্যে বাস করে ও আত্মীয় বন্ধুর মত থাকে। কিন্তু পারসী গৃহস্থেরা—যাহারা ভাড়াটে বাড়ীতে থাকে, তাহারা পারসী ছাড়া অন্য কোন লোককে স্থান দেয় না ; এজন্য উহাদের একটা ভিন্ন বাড়ী। কিন্তু তাহারা গুজরাটি ও দক্ষিণী ভাষায় বলা কহা লেখা পড়া সকলি করিয়া থাকে। দক্ষিণী ভাষার অক্ষর দেবনাগরী, কিন্তু শব্দগুলি বিভিন্ন প্রকার। অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃতের অপ ভ্রংশ মাত্র, কোন কোনটি বাঙ্গলার সহিত মেলে, যেমন "আমি তুমি ইত্যাদি।" বোম্বে ইংরাজপ্রতিষ্ঠিত নগর বলিয়া ইহার অনেক কথাবার্ত্তা ইংরাজীর অপভ্রংশ। যেমন আলুকে পোটাটো না বলিয়া "বটাটি", কেরোসিন তেলের নাম ঘাসলেট (গ্যাসলাইট)। আমি এই অল্প সময়ের মধ্যে মাহারাট্টি ভাষা অনেকটা বুঝিতে পারিতাম, কারণ চাকর চাকরাণী মাহারাট্টি ও জিনিস পত্রের কেনাবেচা সমুদয় কার্য্য প্রায় মাহারাট্টি ভাষায় হয়। দোকান-দারদের মধ্যে গুজরাটি ভাষায় লিখনপঠন ও বলা কহা চলে। এই দুই ভাষাতেই দেশের কাজ কর্ম্ম চলে। অবশ্য ইংরাজী যেমন সর্ব্বত্র রাজভাষা, সেইরূপ এখানেও। অধিকন্তু এখানে আচার ব্যবহার প্রায় ইংরাজী ধরণের। ছোট বেণের দোকান হইতে বড় বড় সদাগরের ও ব্যবসায়ী-

দিগের দোকানে একপ্রকার দাম দস্তুর ঠিক করা আছে, সেই অনুসারেই কিনিতে বেচিতে হয়। এক পয়সার হলুদগুঁড়া কিনিতে যাও, সেখানেও সুন্দর পরিচ্ছন্নতার সহিত একটি কাগজের থলিতে সুতা বাঁধিয়া প্যাক করিয়া তোমার হাতে দিবে। এক পয়সার সুপারি কিনিতে হইলেও সেগুলি পাতলা কাটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণ্ডিল বাঁধা পাওয়া যাইবে। মিঠাইয়ের দোকান বা মুদীর চাউল দাউলের দোকান হউক, কোন স্থানে মাটির হাঁড়ি কলসীর পাট নাই। বড় বড় ছোট ছোট সাদা নীল প্রভৃতি বর্ণের কাচের কড়ির "জারে" পূর্ণ প্রত্যেক দোকান। সকল সামগ্রীর মধ্যে একটা পরিচ্ছন্নতা রাখা সে দেশের নিয়ম। দোকানে সামান্য চুড়িগুলি কিনিলে ভালরূপ প্যাক করিয়া দিবে। সামান্য লোকেরাও অধিক অপরিচ্ছন্ন নহে। বিশেষতঃ উত্তরপশ্চিম-বাসী ইতর লোক হইতে সে দেশের ইতর লোকের পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। প্রায় সকলেরই অর্থাৎ ভদ্র লোক হইতে কামার কুমার দোকানদার সকলেরই গায়ে সার্ট ও গলাখোলা কোট, পরণে লম্বা ধুতি ৪৮ হইতে ৫০ ইঞ্চি, আর মাথায় গোলটুপি। স্ত্রীলোকে কাছা কোঁচা দেওয়া শাড়ী পরা ও তাহাদের গায়ে অর্দ্ধাঙ্গ আবরণকারী চেলিনামক জ্যাকেট। এদেশের মেয়েরা কখনও সাঁদা কিম্বা মিহি শান্তিপুরের ন্যায় কাপড় পরিধান করে না; নানাবর্ণে রঞ্জিত ও ছিটের ১৬ হাত প্রমাণের শাড়ী পরিয়া থাকে। আমার বোধ হয় ধোবার অনাটন ইহার প্রধান কারণ। মহারাষ্ট্রী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা সঙ্গতিপন্ন, তাহারা রেশমের শাড়ী প্রায় সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে। উহাদের শাড়ী ও চেলী কখনও রজক-বাড়ীর মুখ দর্শন করে না। প্রতিমাসে একবার সাবান দিয়া বাড়ীতেই কলের জলে কাচা হয়। সেখানকার দৈনিক কাপড় কাচার ধরণ এদেশ হইতে ভিন্ন। বাঙ্গালীর সূক্ষ্ম বস্ত্র সেরূপ আছাড় খাইলে দুই দিনে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। একটা ইহাদের সুন্দর নিয়ম, দক্ষিণী স্ত্রীলোক-দিগের মাথা নোংরা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাতঃকালে উঠিয়াই তাহারা কেশ-বিন্যাস প্রথমে করিয়া পরে গৃহকর্ম্মে প্রবিষ্ট হইবেক। প্রায় সকল স্ত্রীলোকেই নারিকেল তৈল পর্য্যাপ্তরূপে ব্যবহার করেন। মাথাটী চক্ চক্ করিতেছে, ললাটে লোহিত সিন্দূরবিন্দু রক্তিম সূর্য্যের ন্যায় সধবা স্ত্রীগণের পরিচয় দিতেছে। এদেশের স্ত্রীলোকেরা বাঙ্গালা দেশের মেয়েদের মত কেশ-রচনায় পটু নহে, কেবল আঁচড়াইয়া পেটে পেড়ে পিছন দিকে এলো খিরিঙ্গী বাঁধা। ফিতা কাঁটা চিরুনী ইত্যাদি নানা সাজ সজ্জার কোন আবশ্যক হয় না। মহারাষ্ট্রী স্ত্রী-লোকেরা দেখিতে প্রায় কেহই কুৎসিতা নহে, তবে পারসী ও গুজরাটী রমণীগণের সৌন্দর্য্যে বোম্বাই আলোকিত। এতদ্দেশীয় ভাটিয়া বেণে ও পারসীদের

মত ধন-কুবের অন্যত্র বিরল। সকলেই প্রায় ব্যবসায়ী। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এ কথা এই দেশেই সফল হইয়াছে। ধনী ও দানী এই দুই এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্মী সরস্বতীর একত্র বাস সম্ভবে না। এত বড় বোম্বাই নগরে কলিকাতার সহিত তুলনা করিলে বিদ্যার প্রভাব অতি বিরল বোধ হইবে। অন্যান্য স্কুল ছাড়া প্রধান কলেজ একমাত্র এলিফিনিষ্টন কলেজ। অবশ্য চিকিৎসা বিদ্যালয় ও পূর্ত্তবিভাগ ইত্যাদির কথা ছাড়িয়া দিলে আর অল্পই প্রধান প্রধান শিক্ষালয় দেখিতে পাওয়া যাইবে। সেই হিসাবে স্ত্রী-শিক্ষার প্রভাব বাঙ্গলা দেশ হইতে অনেক কম। কলিকাতার কথা ছাড়িয়া দেও। বঙ্গ দেশের পল্লিগ্রামবাসিগণের সহিতও তুলনা হয় না। একমাত্র বোম্বাই নগরে যত নিরক্ষরা স্ত্রীলোকের সংখ্যা হইবে, তত বোধ হয় বাঙ্গলার কোনও নগরে পাওয়া যাইবে না। অবশ্য এখানে চিকিৎসা-বিদ্যায় শিক্ষিতা ও বি এ এম এ উপাধিতে ভূষিতা পারসী, গুজরাটী ও মারহাট্টা রমণী আছেন, কিন্তু সে কয় জন? তবে এক কথা বলা যাইতে পারে বঙ্গরমণীগণ অপেক্ষা ইহারা নির্ভীক ও সাহসী। বোম্বাই স্ত্রীস্বাধীনতার দেশ। এখানকার রাজপথে বা ক্ষুদ্র গলি কিম্বা দোকান পশার যেখানেই যাও, সমভাবে স্ত্রী-পুরুষের সমাগম দেখিতে পাইবে। সম্ভ্রান্ত স্ত্রীগণ অবাধে অসঙ্কোচে প্রয়োজন মতে যাতায়াত করিতেছেন। কাহারও সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। একটি বিষয় এখানকার প্রশংসার যোগ্য—এখানকার পুরুষেরা অন্য দেশ অপেক্ষা অতিশয় সভ্য বলিতে হইবে। অবশ্য ভাল মন্দ সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু প্রকাশ্যরূপে স্ত্রীলোক দেখিলে লোলুপ শৃগালের মত একদৃষ্টে চেয়ে থাকা এখানকার লোকের স্বভাব নহে। তাহাদের মনের ভিতর যাহাই থাকুক, রমণীগণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বাহিরে চলিতেই হইবে। ঠগ বদমাইসের ভয় যে অধিক আছে, তাহা বোধ হইল না। একা একাই প্রায় সকল বাইজীরা রেশম, ফিতা, চুড়ী ইত্যাদি শতাবধি টাকার জিনিষ ক্রয় করিতেছেন। বড় বড় জুয়েলার অলঙ্কার বিক্রেতার দোকানেও বাইজিরা অভিভাবকগণের সঙ্গে গিয়া ইচ্ছামত অলঙ্কার পছন্দ করিয়া কিনিতেছেন।

এই প্রকার স্বাধীনভাবে স্ত্রী-পুরুষে একক্ষেত্রে সমভাবে বিচরণ করাতে উভয় জাতির মধ্যে শিষ্টাচারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু রাজধানী কলিকাতায় এ দৃশ্য বিরল। দেবমন্দির, রাজপথ, দোকান পসার, সান্ধ্যসমীরণ-সেবনস্থল—সর্ব্বত্র সমভাবে পারসী গুজরাটী দক্ষিণী রূপবতীগণ সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে পরিশোভিতা হইয়া অসঙ্কোচে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা শিক্ষণীয়।

ইংরাজপ্রতিষ্ঠিত নগর বোম্বাই, সুতরাং রীতিনীতিও সেই অনুসরণে রক্ষিত।

এখানে কাহাকে ডাকিতে হইলে সপ্তমে গলা চড়াইয়া "হরে রাম্মা"—বলিয়া সম্বোধন করিবার নিয়ম নাই। কোন একজনকে ডাকিতে হইলে শিস দিয়া ডাকিতে হয়। দক্ষিণী ও গুজরাটী মাহিলাগণ অপেক্ষা পারসী স্ত্রীদিগের স্বাধীনতা অধিক, কিন্তু লেখা পড়ার চর্চ্চায় যে বিশেষ উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। অনেকেই অল্প স্বল্প ইংরাজী জানেন ও শিখিতেও অগ্রসর। কিন্তু গুজরাটী ভাষা প্রায় সকলেই জানেন। বালকবালিকারা সমভাবে স্কুলে গিয়া বিদ্যাশিক্ষায় নিযুক্ত। অন্য জাতীয়গণের মধ্যে সে প্রথা বহুলভাবে লক্ষিত হয় না। পারসীদিগের আদি ভাষা জেন্দ ভাষায় কেবল তাহাদের ধর্ম্মপুস্তক লিখিত, অন্যান্য সকল কার্য্য গুজরাটীতে সম্পন্ন হয়। ইহারা পঞ্চভূতের উপাসক। মৃতের সমাধি বা দাহ করা নিয়ম নহে। "Tower of silence" স্তব্ধতার মন্দির নামক স্থানে একটি কূপের উপরে মৃতদেহ রক্ষিত হয় ও তাহা সেইখান হইতে ক্রমে ক্রমে জল বায়ু সূর্য্যাগ্নি পক্ষিগণের চঞ্চুর আঘাতে বিক্ষোভিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সেই কূপে পড়িয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই। যুবক যুবতীর সম্মিলনে পরস্পরের আলাপ পরিচয়েই তাহারা নিজেই বিবাহ স্থির করে। বিবাহে অঙ্গীকৃত হইয়া দুচারি বৎসর অবাধে অসংকোচে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। আমি একটি সম্ভ্রান্ত পারসী রমণীর সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম। শুনিলাম তিনি নব পরিণীতা, কিন্তু আমার ভ্রম ঘটিয়াছিল যে, আমি তাহার অবস্থা দেখিয়া কয়েকটি সন্তানের মাতা ঠাওরাইয়াছিলাম। পরে শুনিলাম তিনি মোটে এই ত্রিংশ বর্ষে উপনীত ও তাঁহার স্বামী একত্রিংশ বর্ষবয়স্ক যুবক; প্রায় ছয় মাস হইল তাঁহারা গ্রন্থিবন্ধন করিয়াছেন। বিধবা-বিবাহও প্রচলিত আছে। পারসীদের সাজ সজ্জা আহার বিহার অর্দ্ধেক হিন্দু ও অর্দ্ধেক যাবনিক। ভিতরে ইজার বা পাজামা লম্বা কোর্ত্তা পরে, তদুপরি রেশমী সাটী ও জাকেট পরা নিয়ম, নগ্নপদ কখনই নহে। মাথায় একখণ্ড সাদা কাপড় বা রুমাল সকলেরই বাঁধা থাকিতেই হইবে, কেবল বালিকাগণের নহে। ইহা ছাড়া এক প্রকার সূতার বা ফিতার ঘুনসী থাকে, তাহার নাম "কস্তি", উহা সকল পারসী রমণী ও পুরুষ ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের পুরোহিতগণ ইহার নির্ম্মাতা। স্ত্রীলোকগণের সাটী পরার নিয়ম, ও পুরুষদের কোট প্যাণ্ট ও লম্বা কাল চোঙ্গা ধরণের টুপি। এ সমুদয় গুজরাটীগণের অনুকরণে। বিবাহে বরসজ্জায় বা অন্য সামাজিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানে সকল পারসী এক প্রকার লম্বা ধরণের সংকুর্থের অঙ্গরক্ষা ও কোমরে চাদর জড়াইয়া থাকেন, ইহাই উহাদের জাতীয় পরিচ্ছদ।

(ক্রমশঃ)

মিলন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

লাবণ্য ও চপলা

অন্তরালে মহারাণী।

লাবণ্য—

"চপলারে কি করিব বল না আমায়,
এ মোর মনের ব্যথা—
এ নীরব আকুলতা,
উঠিছে মরম ফুটে, লুকান না যায়।
তবে কি খুলিয়া সবি নিবেদিব মায়?
তিনি কি পিতার মত, হবেন নিদয়া?
তাঁর ত কোমল প্রাণ,
একটু স্নেহের স্থান
হবে না আমার তরে, একটুও মায়া,
জলধিতে বিসর্জ্জিতে আপন তনয়া?
বিবাহের দিন সখি! কালসম হায়!
নিকটে আসিছে মোর,
কি যে অন্ধকার ঘোর
করিছে আঁধার হৃদি বিষাদ-ছায়ায়।
আত্মঘাত ভিন্ন মোর নাহিক উপায়।
নারীর হৃদয় সখি! সহজে দুর্ব্বল,
কাঁদাইয়া বাপ মায়,
কি করে যাইবে হায়!
স্ব-ইচ্ছায় গেলে হবে বিষময় ফল।
কলঙ্কিত হবে এই কুল নিরমল।"

চপলা—

"নহে কভু শৈল সিংহ অপাত্র তোমার,
পূর্ব্বে ছিল প্রথা ধরা
হত নারী স্বয়ম্বরা,
কেন তুমি কর নাক সে বিধি প্রচার,
কোন বাধা বিঘ্ন পথে থাকিবে না আর?"

লাবণ্য—

"যা হয় হইবে সখি! কি ফল জীবনে?
অসহন জ্বালা কেন,
কিছুতে নিভে না কেন?
কিবা ফল বল সখি! আশার স্বপনে,
ফুরাইবে দুঃখ ব্যথা সকলি মরণে।"

সহসা কক্ষমধ্যে মহারাণীর প্রবেশ।

মহারাণী—

"কেন মা মলিন আজি ও মুখ-কমল,
বাছা রে বল কি দুখে
রয়েছিস অধোমুখে,
কম্পিত বিবর্ণ কেন অধর বিমল?
কেন ছল ছল ওই নয়ন যুগল?
শুনেছি মা হৃদয়ের বেদনা তোমার,
মায়েরে লুকায়ে বল,
কিবা তোর হ'ল বল?
এত দিন সঁপিতাম করেতে তাহার,
উন্মাদিনী তুমি মাগো প্রেমেতে যাহার।
জননী তোমায় আমি, সতী পতিব্রতা
হবে তুমি এই জানি,
কেন এ কপট বাণী,
লুকায়ে সহিলে শুধু মরমের ব্যথা।
আজ মোরে সত্য করি বল সব কথা।

চপ—"বল সখি! হৃদয়ের সে রুদ্ধ কাহিনী,
বদ্ধ হৃদয়ের কথা
এ নীরব আকুলতা

বলে দাও, দাঁড়াইয়া সম্মুখে জননী,
কোন্ স্রোতে ছুটিতেছ তোমার বাহিনী।
বলি তবে—মহারাণী! বলেছে আমায়
প্রত্যহ নিশার শেষে,
সখী উদাসীনী-বেশে
নগরপ্রান্তরে গিয়া মহেশে ধেয়ায়,
বুঝিতে পারি না সখী কেন সেথা যায়।
এক দিন শুধাইনু মিনতি করিয়া,
তখন বলিল মোরে
বিবাহ হ'লে মন্দোরে,
যাবে চলে অকাতরে জীবন ত্যজিয়া।
শৈল পানে তৃষিত সে রয়েছে চাহিয়া।
আহত অতিথি হয়ে প্রাসাদে যখন,
আনীত হলেন হেথা,
কুমারী হৃদয়-লতা
সে প্রণয় তরু সাথে পড়েছে বন্ধন,
দিয়াছে সে দেবতায় হৃদয়ে আসন।
বলেছিনু বহুদিন বলিতে তোমায়,
আপনে আপনা-হারা,
লাজেতে হইল সারা
বলেছিল যায় প্রাণ বলিব না মায়।
এদিকে বিবাহ-নিশি সমাগত প্রায়।
কি বলিব দুহিতার জননি! তোমার।
যদিও মন্দোর-বংশ
মহা-কুল-অবতংস,
মহত্বেতে হীন নহে পুগল-কুমার,
অতুল তাহার বীর্য্য বিদিত সংসার।
মহারাণী—
"হোক্ সে মন্দোরকুল গৌরবে মহৎ,
লাবণ্য যাহারে চায়,
আমি ত স'পিব তায়;
রবি শশী নিশি দিন রবে গো যাবত,
আমার এ দৃঢ় পণ অটুট তাবত।"
চপলা—
"বলি তবে মহারাণী—আজি নিশি-শেষে,
আছে গো এমন কথা,
পুগল-কুমার হেথা
সখীর সাথেতে দেখা করিবেন এসে?
লইয়া বিদায় চির ফিরিবেন দেশে।"
মহারাণী—
"চপলা! যখন শৈল আসিবে হেথায়,
ডাকিয়া আনিস্ মোরে,
আজিকে শৈলের করে
স'পিয়া লাবণ্যলতা জুড়াব হিয়ায়,
মানিব না কোন বিঘ্ন অথবা বাধায়।"
লাবণ্যের প্রতি—
মোছ মা আঁখির জল অভিমানী মোর,
যারে চাস, তার করে
স'পি তোরে সমাদরে,
পাব বিনিময়ে পুত্র—নব স্নেহ-ডোর।
মায়ে এত লাজ বাছা! সাজে কি মা তোর?
যাই আমি চপলারে, বলিও না কারে।
এই পরমাদ গণি
মন্দোর-কুমার শুনি
আহ্বানিবে শৈল সিংহে বিষম সমরে,
রাখিও গোপন, শত্রু কত আছে ঘরে।
রাণারে ডাকিয়া এবে রাখি সব বলে,
তিনি শুনি এই কথা,
পাইবেন মনোব্যথা,
ধরিব চরণে তাঁর ভাসি অশ্রুজলে,
যেন পূর্ণ হয় সাধ হে সর্ব্বমঙ্গলে!"
(মহারাণীর প্রস্থান)

লাবণ্য—

"একি শুধু ছায়াবাজী হেরি গো নয়নে?
সত্য কি এমন হবে,
সে আমার হ'ল তবে?
চপলা সরে যা তুই, একেলা বিজনে
দুদণ্ড মগন থাকি আশার স্বপনে।
কোথায় ভ্রূকুটি-ভরা সক্রোধ বয়ান।
মূর্ত্তিমতী করুণার
প্রতিমূর্ত্তি আজি মার,
চাহিয়া কাতর দুঃখে সজল নয়ান,
সহসা এলেন আজি জুড়াতে পরাণ।
পিতার কি মত হবে মায়ের মতন,
আপন অভীষ্ট বরে
সখি! সঁপিবেন মোরে?
কুল-গৌরবের কথা হয়ে বিস্মরণ,
তনয়ার সুখ-সাধ করিতে পূরণ?
কি সুখে প্রাণেশ মোর হবেন মগন,
নয়নে নয়ন রাখি,
মুখপানে চেয়ে থাকি
কাটাব কি চিরদিন আমরা দুজন,
পূরিল কি এত দিনে আশার স্বপন?"

চপলা—

"কেন সখি! হইতেছ উথলা গো এত,
নবীন যৌবনে হায়,
ছিলে উদাসীনীপ্রায়,
ধ্যান উপাসনা ব্রত করিয়াছ কত,
হর পূজি মিলিল গো বর মনোমত।
যাই আমি একবার অন্তঃপুরমাঝে,
তুমি কি একেলা রবে?
থাক সখি! থাক তবে,
(শুন) হৃদয়-বীণায় আজি কোন্ রাগ
বাজে?
(পূজ) হৃদয়-মন্দিরে যেই দেবতা
বিরাজে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

ব্রহ্মচারিণীর গোয়েন্দা গিরি।*

প্রথম প্রস্তাব।

ইংরাজী ১৮৮৬ অব্দের হেমন্ত ঋতুতে আমি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত "খেড়া" জেলায় ভ্রমণ করিতেছিলাম। এই স্থানের ইংরাজী নাম কয়রা (Koira), গুজরাটী ভাষায় ইহা খেড়া ও খয়রা এই উভয় নামে সুপরিচিত। বরোদানামক সুপ্রসিদ্ধ গুইকোয়াড় রাজ্যের এবং আমেদাবাদ জেলার মধ্যবর্ত্তী স্থানে খেড়া নগরী প্রতিষ্ঠিত। ইহা গুজরাট দেশের অন্তর্গত এবং বহুসংখ্যক গুর্জ্জরী ব্রাহ্মণের প্রধান বাসস্থান। এতদঞ্চলের ব্রাহ্মণবৃন্দ "খেড়া বামুন" বলিয়া প্রখ্যাত। আমি যে সময়ে খেড়া নগরীতে অবস্থান

* এই প্রবন্ধের উল্লিখিত বিষয়টি কল্পনাপ্রসূত নহে, ইহা উপন্যাস বা অলীক গল্পও নহে, ইহা বাস্তব ঘটনা।—লেখক।

করিতেছিলাম, সে সময়ে সহরের অধিবাসীরা ডাকাইতদিগের ভয়ে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ছিল। চতুঃপার্শ্বে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দেশীয় রাজ্য (Native States) অবস্থিত থাকায়, ডাকাইতদিগের গতিবিধির বিশেষ সুবিধা ছিল এবং দস্যুতার অব্যবহিত পরে পলাইয়া গিয়া দেশীয় রাজ্যে প্রবেশ করিলে সত্বর বা সহজে তাহাদের সন্ধান করিয়া লওয়া কঠিন হইতে কঠিনতর বলিয়া বোধ হইত। অনেক সময়ে ডাকাইতির আদৌ "কিনারা" হইয়া উঠিত না। সময়ে সময়ে দুর্দ্দান্ত দস্যুগণ, প্রধান প্রধান লোকের বাটীতে, ডাকযোগে বে-নামী চিঠি পাঠাইয়া দিত। এবম্প্রকার চিঠিসমূহে যাহা লেখা থাকিত, তাহা পাঠ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। ডাকাইতদিগের দলপতিরা লিখিত "যদি তুমি অমুক সময়ের মধ্যে অমুক স্থানে অত টাকা পাঠাইয়া না দাও, তাহা হইলে তোমার বাটীতে নিশ্চয়ই ডাকাইতী করিয়া তোমার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিব এবং তাহার পরে বালকবালিকাদিগকে হত্যা করিয়া, স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব নাশ করিয়া এবং গৃহে আগুন লাগাইয়া তোমাদের পাড়ার চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখিব না।" পুলীশের লোকেরা ঐ সকল পত্র লইয়া নানাস্থানে গোয়েন্দা পাঠাইত, অনেক প্রকারে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান করিত, কিন্তু কিছুতেই ডাকাইতদিগকে ধরিতে পারিত না। এইরূপে অনেক দস্যুতা হইয়া গিয়াছে, পুলীশ প্রভুরা তাহার একটীরও কিনারা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহাহউক, দেখিতে দেখিতে, এক রাত্রে, এক ধনবান্ কায়স্থের বাটীতে ডাকাইতি হইয়া গেল। রাত্রি প্রায় ১টার সময় ডাকাইতি আরম্ভ হইয়া প্রত্যূষে প্রায় সার্দ্ধ চতুর্থ ঘটিকা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে দস্যুতা চলিয়াছিল। নগরীর একটা লোকও সাহস করিয়া দস্যুদিগের সম্মুখে আসিতে পারে নাই; থানার লোকেরা নাসিকায় তৈল দিয়া সুন্দররূপে নিদ্রিত ছিল। প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা লুণ্ঠিত করিয়া এবং দুই জন পুরুষকে হত্যা করিয়া, ডাকাইতেরা ভোরের সময় নগরী পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া গেল। বেলা অষ্টম ঘটিকার সময় পুলীশের দারোগা, ইনস্পেক্টর, বড় সাহেব এবং মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর, দল বলে দ্রুত আগমন করিয়া "মা ভৈ" "মা ভৈ" রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু ডাকাইতেরা তখন প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া বনে বা পর্ব্বতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, ডাকাইতীর কিছুই কিনারা হইল না।

অবশেষে, প্রজাদিগের অবিশ্রান্ত আর্ত্তনাদে এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ঘোষণা করিলেন যে, "যে ব্যক্তি এই ডাকাইতীর কিনারা করিয়া দিবে, তাহাকে এক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে।" ঘোষণা-

পত্র মুদ্রিত হইয়া সর্ব্বত্র বিতরিত ও প্রচারিত হইল বটে, কিন্তু এক বৎসরকাল মধ্যেও কেহ কৃতকার্য্য হইয়া উঠিল না। পুলীশ ও প্রজারা স্থির করিল, এই দস্যুতার আর কিনারা হইয়া উঠিবে না। সকলেই হতাশ্বাস হইলেন।

যাহাহউক, এই ঘটনার প্রায় ১৪ মাস পরে, নগরীমধ্যে এক ভিখারিণী ব্রহ্মচারিণী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মাথায় জটা, বদনোপরি ভস্ম, হস্তে ত্রিশূল এবং সর্ব্বদেহ গৈরিক বসনে আবৃত। ইহার বয়ঃক্রম তখন চল্লিশ বৎসরের অধিক হয় নাই। এক দিবস ডাকযোগে, এই স্ত্রীলোক, জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের নিকটে যে দরখাস্ত পাঠাইয়াছিল, নিম্নে তাহার অবিকল বাঙ্গালানুবাদ দিলাম।

দরখাস্ত।

মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডিষ্ট্রিক্ট কালেক্টর হুজুর সাহেব বাহাদুর সমীপেষু—

ভিখারিণী বেওয়া বাই পার্ব্বতী ব্রহ্মচারিণীর সবিনয় নিবেদন এই যে, পুনঃ পুনঃ এবম্প্রকার দস্যুতা হওয়া এবং তাহার যথোচিত শাস্তি না হওয়া, নিতান্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই। যাহা হউক, যদি আপনি আমাকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে আমি ভরসা করি কতকগুলি ডাকাইতীর কিনারা করিয়া দিতে পারিব। যদি মহাশয়ের প্রবৃত্তি ও বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে আমাকে তলব করিয়া পাঠাইবেন, নিম্নে ঠিকানা লিখিলাম। আপনার সহিত কথোপকথন করিতে আমার আপত্তি নাই।

নিবেদিকা
পার্ব্বতী ব্রহ্মচারিণী।

দরখাস্ত পাঠ করিয়া অতি কৌতূহলাক্রান্ত অন্তঃকরণে মাজিষ্ট্রেট সাহেব পুলীশের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে কহিলেন "অতি শীঘ্র এই বিধবা স্ত্রীলোককে ডাকাইয়া পাঠাও।" পুলীশের লোকেরা পার্ব্বতীকে উপস্থিত করিলে, সাহেব বাহাদুর তাহাকে লইয়া নিজের কুঠীতে গেলেন। মাজিষ্ট্রেটের কুঠীতে ব্রহ্মচারিণীর সহিত সাহেবের কিরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কেহই জানিতে পারিল না; কিন্তু সাহেব বাহাদুর পার্ব্বতী বাইকে পনরটি টাকা দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন, ইহা নগরীর সমুদয় লোকের মুখে শুনা গিয়াছিল। পার্ব্বতী কোথায় চলিয়া গেল, তাহা কেহই জানিল না। তাহার সঙ্গে অপর কেহ যায় নাই, ইহা নিশ্চয়।

খেড়া জেলার মধ্যে স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড বন আছে, এই সকল বনে ডাকাইতেরা দলে দলে বাস করে। এক সময়ে ইহা ভারত-বিখ্যাত তান্তিয়া ভিলের আড্ডা ছিল। এই সকল বনে দস্যুরা থাকে বটে, কিন্তু পুলীশকর্ত্তৃক তাহারা প্রায়ই ধৃত হয় না। যাহা হউক, পার্ব্বতী ব্রহ্মচারিণী এক বনে প্রবেশ

করিল। স্ত্রীলোক জানিত যে, সেই বনে অতীব নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ও দুর্দ্দান্ত দস্যুদল বিচরণ করিত, কিন্তু তথাপি কেবল ভগবানের উপর ভরসা করিয়া প্রভূত সাহসের সহিত সেই গহন বনমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার সঙ্গে কোনও পুরুষ বা স্ত্রীলোক ছিল না। প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কেবল একটা ঘণ্টা, একটা শঙ্খ এবং একটা ক্ষুদ্র প্রস্তরময়ী কালীমূর্ত্তির বিগ্রহ সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে বোধ হয় সকলের জানা আছে যে, ডাকাইতেরা "দেবী"র (অর্থাৎ কালীর) অত্যন্ত ভক্ত, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ইহা দেখা যায়। দস্যুরা ডাকাইতি করিতে যাইবার পূর্ব্বে কালীমূর্ত্তির পূজা ও অভিবাদন না করিয়া অস্ত্র গ্রহণ করে না। মুসলমান ডাকাইতগণও কালীকে খুব মান্য করে এবং ইহাঁর পূজায় যোগ দেয়। হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় ধর্ম্মাবলম্বীর ডাকাইতগণ কালীকে ভয় করে। যাহা হউক, ঐ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মচারিণী পার্ব্বতী বাই নির্ভয়ে একাকিনী অবস্থান করিতে লাগিল। একসপ্তাহ কাল পরে দস্যুগণ শুনিতে পাইল যে, সায়াহ্নে, রাত্রিশেষে, প্রচণ্ড মধ্যাহ্নকালে এবং কখনও কখনও গভীর নিশীথসময়ে সেই নিবিড় অরণ্য হইতে "জয় মা" "জয় মা" বলিয়া অতীব বিকট চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কখনও কখনও "মা ভৈ" "মা ভৈ" রবে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে শঙ্খধ্বনি এবং ঘণ্টাধ্বনিও হইতে লাগিল। দস্যুদল ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া চারিদিকে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া দিল, কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তাহারা মনে মনে স্থির করিল "মাতা জগদম্বা (কালী) স্বয়ং এই কাননাভ্যন্তরে শুভাগমন করিয়াছেন অথবা তাঁহার কোনও দূতী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।" ক্রমে ক্রমে সমুদয় দস্যুদল মধ্যে একটা ভয়ানক চিন্তা ও আশঙ্কার উদয় হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

জাপান সাম্রাজ্ঞী।*

২য় প্রস্তাব।

মুকুট ধারণ অতি মস্তকশোভন,
বলিয়া বিশ্বাস করে সর্ব্বসাধারণ।
দায়িত্ব গুরুত্ব যেই ধরে সেই জানে,
অপরে পরম সুখী বলি তাঁরে মানে।
রাজোচিত দিব্য গুণ ধরেন যে জন,
তিনি রাণী ধরামাঝে চিরধন্যা হন।

অতি প্রাচীনকালে জাপানে এক সাম্রাজ্ঞী ছিলেন। জন-সাধারণে তাঁহাকে সাতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত এবং ভাল

* ১৯০০ সালের ৪৩২ সংখ্যা বা, বো দেখ।

বাসিত। জাপানীদিগের বিশ্বাস তিনিই এখন হরু-কা নামে তাহাদিগের সাম্রাজ্ঞী ও মিকাডোর (সম্রাটের) পত্নী। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যে মহিলা বিরাজমানা ছিলেন, তিনি প্রাচীনা; তাঁহার তুলনায় হরু-কা নব্যা রমণী। প্যারী বা লণ্ডনে প্রস্তুত তাঁহার পরিচ্ছদসমূহ তিনি এরূপে পরিধান করিতে পারেন যে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যেন তিনি তথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য আদর্শানুসারে তিনি পরমা সুন্দরী না হইলেও তাঁহার মুখশ্রী সদয় ভাব, বুদ্ধিমত্তা ও অন্যান্য সদ্ভাবের পরিচায়ক। প্যারী রুচি অনুমোদিত পরিচ্ছদ ও ইংরাজী রীতি নীতির অনুসরণ করিলেও ইনি সম্পূর্ণ প্রাচ্যা। যাহা বরাবর চলিয়া আসিতেছে, তাহার অনাদর ও পরিবর্ত্তনের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ আছে। তিনি স্বদেশের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগিণী। ধরাতলে এমন কোনও পদার্থ নাই, যাহা তিনি প্রজাবর্গের হিতের জন্য অকাতরে বিসর্জ্জন করিতে না পারেন। প্রজার সুখে দুঃখে, আশায়, আশঙ্কায় ও উচ্চাভিলাষে তাহাদিগের সহিত এক-প্রাণ হওয়া তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে হরু-কার জন্ম হয়। সুতরাং ইহাঁর বর্ত্তমান বয়ঃক্রম চতুঃপঞ্চাশৎ। ইনি উচ্চবংশোদ্ভব রাজকুমার তদাকরের কন্যা। মিকাডোগণ যে সকল উচ্চবংশ হইতে দারপরিগ্রহ করেন, ইহাঁর পিতৃকুল তাহাদিগের অন্যতম। বাল্যে ইনি ইহাঁর বর্ত্তমান পদোচিত শিক্ষালাভ করেন। ঋষিকন্যাগণ ঋষি-আশ্রমে যে ভাবে অবস্থিতি করিয়া বহির্জ্জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিতেন, তিনি পুরাতন রাজধানী কীয়টোতে সেই ভাবে থাকিতেন। প্রায় উনবিংশ বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হয়। পরে ইনি পরিণীতা হন। সম্রাট্ ইহাঁ অপেক্ষা প্রায় দুই বৎসরের ছোট। বঙ্গদেশের অনেকে বোধ হয় এ কথা শুনিলে হাস্য করিবেন। কিন্তু হাসির বিষয় কিছুই নাই; যেহেতু য়ুরোপ আমেরিকা পাশ্চাত্য দেশ সকলের কথা দূরে থাকুক, এই ভারতবর্ষের কোনও কোনও দেশে —এমন কি ভাল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও স্বামীর বয়ঃকনিষ্ঠতা দৃষ্ট হয়। তরুণ ও অনভিজ্ঞ হইলেও তৎকালে সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞী রাজপদোপযোগী মর্য্যাদা সংরক্ষণ পূর্ব্বক এপ্রকারে চলিতে লাগিলেন, যে উভয়ে অচিরে সকলের প্রিয় হইলেন। এই সময় জাপানে রাষ্ট্রবিপ্লবে সকলের মন উত্তপ্ত। যাহা কিছু পুরাতন, তৎসমুদয় সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে। তরুণ সম্রাটের নেতৃত্বে কি হইবে, তদ্বিষয়ে সকলের মনে বিষম সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। জাপানের পরম সৌভাগ্য যে, সম্রাট্কে শাসনকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য শুধু ক্ষমতাবান্ মন্ত্রিবর্গ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার সাম্রাজ্য-ভারের অংশ গ্রহণার্থ তিনি এক জ্ঞানবতী ও কার্য্যদক্ষা সহধর্ম্মিণী পাইয়াছিলেন।

স্ত্রীর প্রতি সম্রাটের প্রগাঢ় ভালবাসা

সত্ত্বেও হরু-কা কখন কখন বিপদে পড়িতেন ; কারণ, যদিও তিনি সাম্রাজ্ঞী, সম্রাটের অন্যান্য স্ত্রীও ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগের সকলের প্রধানা হইলে কি হইবে? যে রাজকুমার সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী, তিনি তাঁহার গর্ভজাত নন। নিঃসন্তানাবস্থা ইহাঁর দুঃখের কারণ। যাহা হউক তিনি সপত্নী-পুত্রকে দত্তকস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে এত ভালবাসিতেন যে, সন্তানের অনুরোধে তাঁহার জননীকে সপত্নীর দৃষ্টিতে না দেখিয়া ভগিনী-নির্ব্বিশেষে স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

ইহাঁর আতিথ্য-সৎকারে সকলে বিমোহিত হন। চেরি-বৃক্ষগুলি যখন মুকুলিত হয়, তখন সকলে উদ্যানে প্রীতি-ভোজনের জন্য আহূত হন। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক রাজদূত প্রভৃতি সাম্রাজ্যের যত বড় লোক স্ব স্ব স্ত্রী কন্যা সমভিব্যাহারে নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজোদ্যানে সমবেত হইয়া সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞীর নিমিত্ত অপেক্ষা করেন। তাঁহারা আসিলে সকলে সারিবদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের উভয়ের পশ্চাতে দণ্ডায়মান ও দণ্ডায়মানা হন ; এবং চেরি-বৃক্ষের শোভা দেখিতে দেখিতে উদ্যানের চারিদিকে ভ্রমণ করেন। শিবিরে খাদ্য দ্রব্য সাজান থাকে। এখানে দরবার হয়। এখানে তাঁহারা অতিথি-বর্গকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ সম্মানার্হ, তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করেন। রাজ-পরিচ্ছদে বিভূষিতা সাম্রাজ্ঞী অসীম দয়া ও সৌজন্য সহকারে অতিথিসৎকার করেন। আজ কালের যুদ্ধের দিনে উদ্যানে প্রীতি-ভোজ আর নাই। সাম্রাজ্ঞীর সমস্ত সময় আহত সৈনিকগণের যন্ত্রণাপনোদনে ব্যয়িত হয়। ইনি স্বহস্তে যাহা করেন, তাহার ভাব অন্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। যাঁহারা মেডিকল কলেজের সহৃদয়া ধাত্রীদিগকে অথবা রোমান্ ক্যাথলিক পরহিতে জীবনোৎসর্গকারিণী "Little Sisters of Charity" ভগিনীদিগকে রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। যত দিন যুদ্ধ থাকিবে, ততদিন ইনি বা রাজবংশের লোকে আমোদ প্রমোদে ও ভোগবিলাসে যে অর্থ পূর্ব্বে ব্যয় করিতেন, তাহা সৈনিকদিগের আরামে ব্যয় করিবেন, এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। প্রজাবর্গের প্রতি ইহাঁর সহানুভূতি অদ্ভুত। প্রজাবর্গের কোনও বিপদ ঘটিলে ইনি ভগ্নহৃদয় হন। জাপান-সাম্রাজ্ঞী ও রুসিয়ার জার-জননী সম্পূর্ণ অপরিচিতা নহেন। কিয়ৎ বৎসর পুর্ব্বে যখন বর্ত্তমান জার জাপানভ্রমণকালে হত্যাকারীর হস্তে হত হইতে হইতে রক্ষা পান, তখন জাপানের আদর্শ সাম্রাজ্ঞী কাহাকেও না বলিয়া জার-জননীর নিকট সহানুভূতি-পূর্ণ একখানি পত্র প্রেরণ করেন।

শ্রীনকুড় চন্দ্র বিশ্বাস।

নবীন ভারতী।

(১৪)

আগুন জ্বালিতে হইলে চক্‌মকির পাথর, লোহা এবং একখণ্ড শোলা লইতে হয়। এই শোলা আবার ভিজে হইলে হয় না—শুকান চাই। কেবল তাহাই নহে—শোলার একমুখ পোড়ান চাই। চক্‌মকির পাথর লোহার দ্বারা যখন ঠোকা যায়, তখন ছোট ছোট অগ্নিকণা বাহির হয়। ভিজা বা আপোড়া শোলার উপরে এই আগুনের ফিন্‌কি পড়িলে ধরে না। পোড়া শোলার উপরে পড়িবামাত্র তৎক্ষণাৎ ধরিয়া উঠে। এই আগুনে ফুঁ দিয়া প্রথমে ছোট ছোট কয়লা বা টীকা ধরান যায়,—কয়লা ও টীকাও শুকান হওয়া চাই, নচেৎ ধরে না। কয়লা বা টীকার আগুন পরে বাতাস দিয়া আরো উজ্জ্বল করিয়া কাঠি ধরান যায়, তার পর কাঠের চেলি, কাঠ এবং ক্রমে মোটা মোটা কুঁদা পর্য্যন্ত ধরান যায়। এই আগুনে ঘর দ্বার পোড়াইয়া ক্রমে একটী গ্রাম বা নগর অগ্নিময় করা যাইতে পারে। চক্‌মকির পাথরে যে আগুন চাপা ছিল, তাহারি এক ফিন্‌কি জমিবার স্থান পাইয়া এরূপ মহা অগ্নিকাণ্ড উৎপন্ন করিল।

ঈশ্বরের নামের মধ্যে অগ্নি লুকান আছে। এই অগ্নি সাধনাদ্বারা কণিকারূপে নির্গত হয় এবং সাধকের হৃদয়ে সঞ্চিত হয়। যে হৃদয় ভিজা অর্থাৎ ভোগ-বাসনাতে পরিপূর্ণ, তাহাতে এ অগ্নি ধরে না, যে হৃদয় বৈরাগ্যপূর্ণ ও অতি দীনভাবাপন্ন, ব্রহ্মাগ্নি তাহাতেই সঞ্চিত হয়। এই অগ্নি অনুরাগ ও উৎসাহের বাতাস দিয়া বর্দ্ধিত ও উদ্দীপ্ত করা আবশ্যক। বিবেক, বৈরাগ্য, অনুরাগ ও উৎসাহের সহিত সাধনাদ্বারা সাধকের হৃদয় ক্রমে ক্রমে পুণ্যময় হয়। ক্রমে তাঁহার জীবন পুণ্যের আধার হয় এবং তাঁহার পাপ মলিনতা সকলই ভস্মসাৎ হইয়া যায়। এই অগ্নি-দীক্ষিত জীবনের সংস্পর্শে বৈরাগ্যযুক্ত অন্য জীবনেও আগুন লাগে। এইরূপ দুইটী পাঁচটী ভক্ত-হৃদয় একত্র হইয়া উৎসাহ অনুরাগের সহিত যত ভজন সাধন করিতে থাকেন, সেই ধর্ম্মাগ্নি গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ক্রমে তত বিস্তারিত হইয়া সকলকেই ধর্ম্মাগ্নিময় করিয়া তুলে। একটী বৈরাগ্যপূর্ণ সাধু-হৃদয়ে ভগবানের নামাগ্নি সংলগ্ন হইয়া ধর্ম্মরাজ্যে শত শত হৃদয় প্রদীপ্ত করিয়া অলৌকিক মহাকাণ্ড ঘটাইয়া থাকে। নানক, চৈতন্য, ঈশা, মুশা, মহম্মদ এইরূপ এক একটী জীবনের অগ্নিস্ফুরণ দ্বারা জগতে এক একটি ধর্ম্ম প্রচারিত ও জনসমাজ ধর্ম্মময় হইয়াছে।

নামাষ্টক।

জয় সত্য সনাতন জগত-কারণ,
জয় জ্ঞানময় গুরু নিত্য নিরঞ্জন।
জয় সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত অব্যয়,
জয় সদানন্দ বিভু অমৃত-নিলয়।

জয় শান্ত প্রাণারাম পরম সুন্দর;
জয় শিব সিদ্ধিদাতা করুণাসাগর।
জয় এক-অদ্বিতীয় প্রভু বিশ্বধাম,
জয় শুদ্ধ মুক্তিদাতা! ও পদে প্রণাম।

বরদার মহারাজ-দম্পতী।

বরদার বর্ত্তমান মহারাজা সায়াজী রাও বাহাদুর একজন আদর্শ মিত্ররাজ। তিনি যেমন সুশিক্ষিত, ধর্ম্মশীল, সেইরূপ রাজ-ধর্ম্ম-নিপুণ হইয়া প্রজাদিগের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত। তিনি উপযুক্ত মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত করিয়া রাজ্যের সকল বিভাগের সংস্কার ও উন্নতিসাধন করিয়াছেন। বঙ্গের সুযোগ্য সন্তান বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত সি আই ইকে প্রধান সদস্যরূপে বরণ করিয়া আপনার গুণ-গ্রাহিতা ও বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। বরদারাজ ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াও আসিয়াছেন, কিন্তু সাহেব হন নাই। ইউরোপীয়দিগের সদ্‌গুণ সকল তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আহার পরিচ্ছদ ব্যবহার-প্রণালী প্রভৃতি সকলই সম্পূর্ণ দেশীয়। তিনি আপনার সহধর্ম্মিণীকেও আপনার সহচারিণী ও সহধর্ম্মিণী হইবার জন্য উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করিয়াছেন। গত পূজার সময় সস্ত্রীক দার্জ্জিলিং-বাসকালে কৃতবিদ্য পদস্থ বাঙ্গালী পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদের সমুচিত অভ্যর্থনা করেন। পূজার পর তাঁহারা কলিকাতায় যে কয়দিন অবস্থিতি করিয়াছেন, বাঙ্গালীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিশিয়াছেন। এখানকার কলেজ, স্কুল, বালিকাবিদ্যালয়, হাঁসপাতাল, অনাথাশ্রম, মূকবধির বিদ্যালয় প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া এবং বাঙ্গালীদিগের সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয় করিয়া আপনাদের সরল সহৃদয় ব্যবহারে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন। বরদার সহিত বঙ্গ-দেশের এই শুভ সম্মিলনে অনেক মঙ্গলের আশা করা যায়। বরদারাজ ও রাণী দীর্ঘায়ু হইয়া তাঁহাদের জীবনের সাধুদৃষ্টান্ত দ্বারা সাধারণ জনদিগকে সুপথে আকর্ষণ করুন এবং তাঁহাদের অর্থ সামর্থ্য সমস্ত প্রজাদিগের কল্যাণসাধনে নিয়োজিত করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করুন—আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি।

এই রাজবংশের ভবিষ্যৎও যে আশা-

জনক, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা দুই এক কথা বলিব। কিছু দিন পূর্ব্বে বরদার যুবরাজ বিবাহিত হন। বিবাহের পর পুত্রবধূ গৃহে আসিলে মহারাজ গুইকুমার তাঁহাকে এই মর্ম্মে উপদেশ দেন :—

"আমি আশা করি, ভবিষ্যতে পুরুষ ও স্ত্রীজাতির অধিকতর সমতা হইবে; এদেশে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান আছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ক্রমশঃ তাহা দূর করিতেছে। গোণ্ডালের ঠাকুর সাহেব সম্প্রতি অবরোধ-প্রথা রহিত করিয়াছেন; এজন্য ঠাকুর সাহেব প্রশংসার পাত্র। আমরা স্ত্রীজাতির উপযুক্ত মর্য্যাদা করিতে জানি না; তাঁহারা আমাদের দুঃখ বিপদের মধ্যে আমাদিগকে বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিতে পারেন, অতএব তাঁহাদের অন্তর্নিহিত শক্তিনিচয়ের বিকাশ সাধন করা আমাদের কর্ত্তব্য। যদি আমরা তাহা করি, তাহা হইলে আমাদের সুখশান্তি সমধিক বৃদ্ধি পাইবে। আমি আশা করি, পশ্চাত্য শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে পুরুষ ও স্ত্রীজাতির মধ্যে বৈষম্য বিলোপ পাইবে, এবং উভয়ের মধ্যে সাম্যভাব স্থাপিত হইবে।" পুত্রবধূকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য পুত্রকে বিশেষ উপদেশ দিয়াছেন। যুবরাজ পিতৃ-উপদেশে পত্নীকে স্বামীর সর্ব্বকার্য্যের উপযুক্ত সহায় ও মন্ত্রী করিবার উপায় অবলম্বন করিতেছেন। বরদা রাজবংশ সর্ব্বতোভাবে ভারতের রাজকুলের আদর্শ হউক।

কলিকাতার গঙ্গাস্নান।

কলিকাতা ভারতভূমির রাজধানী, এবং সভ্যতার উচ্চ সোপান। কলিকাতায় আসিয়া পাড়াগেঁয়ে লোক সকল জামা পিরাণ গায় দিতে শিক্ষা করে; গাড়ী ঘোড়া চড়িতে এবং নানা রকম আদব কায়দা সভ্যতা ভব্যতা শিখিতে পরিপক্ক হয়। যথার্থ পক্ষেই কলিকাতা সভ্যতার আলয়। কলিকাতার চারি দিকে আটঘাট বাঁধা। কাহারও ঘরে একটি অন্ন নষ্ট হয় না; কেহ কোন রকম বাজে খরচ করে না; কোনও বাসার পরিবারের সহিত কোনও বাসার পরিবারের প্রকাশ্য ভাবে ঝগড়া বিবাদ নাই। কলিকাতার এ সব সুন্দর বিধি ব্যবস্থার মধ্যেও এমন দু একটি জিনিস আছে যে, তাহা অতি কুৎসিত, অতিশয় ঘৃণাকর। তাহাদের মধ্যে একটি কলিকাতার ঝি ও আর একটী কলিকাতার গঙ্গাস্নান। আজি গঙ্গাস্নানের কথা বলিব।

কলিকাতায় অনেকগুলি ঘাটের সৃষ্টি হইয়াছে। সে সমুদয় ঘাটের মধ্যে কাশী মিত্রের ঘাটে অসভ্যতা যেমন জীবন্তরূপে

বিরাজ করিতেছে, অন্য কোন ঘাটে তদ্রূপ দেখি নাই। স্ত্রী পুরুষের স্নানের জন্য স্বতন্ত্র ঘাট আছে বটে, কিন্তু তাহা না থাকিবারই মধ্যে। কাশী মিত্রের ঘাটে ঐ দুইটী ঘাটের মধ্যে চারি আঙ্গুল মাত্র ব্যবধান। অন্যান্য ঘাটের কোনটীতে দশ আঙ্গুল, কোনটীতে আট আঙ্গুল ভূমি ছাড়াছাড়ি। এইটুকু ছাড়াছাড়ির জন্য, পৃথক্ ঘাট করিবারই বা দরকার কি? ভদ্র ঘরের যে সব মেয়ে 'বাথ্ রুমে' স্নান করে, অবরোধে বদ্ধ থাকে, অপরিচিত পুরুষ মানুষ দেখিলেই অবগুণ্ঠনবতী হইয়া গৃহ-কোণে লুক্কায়িতা হয়, সেই সব মেয়ে গঙ্গা-স্নানে গিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়াই যেন কি এক রকম হইয়া যায়। এই ব্যাপার দেখিলে হৃদয়ে একরূপ দারুণ আক্ষেপের উদয় হয়। তাহাদের লাজ লজ্জা সরম ভরম সবই যেন গঙ্গার স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যায়। স্ত্রীলোকের এরূপ ক্রটি সত্বেও স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেরাই বেশী নিন্দার্হ; কারণ স্ত্রীলোকেরা গঙ্গা-স্নানে প্রচুর পরিমাণে নির্লজ্জতা দেখাইলেও তাহারা যে যথার্থ গঙ্গাস্নানে আসে, তাহাতে ভুল নাই। অনেক সময় ভক্তিতেও অনেক স্ত্রীলোককে অন্যমনস্ক করে; তখন তাহাদের বসনাদি যে প্রকাশ্য স্থানের উপযুক্ত নয় ইহা তাহারা ভুলিয়া যায় ও সেই সময়েই নির্লজ্জা নামে অভি-হিতা হয়। কিন্তু পুরুষজাতি অধম। পবিত্র গঙ্গাস্নান উপলক্ষে তাহারা আপন আপন কু-অভিসন্ধি পূর্ণ করিয়া থাকে। এই গঙ্গাস্নানের ঘাটে অনেক স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হয়। অনেক পুরুষ ধর্ম্মে পতিত হয়। কাশী মিত্রের ঘাটটী অতিশয় ক্ষুদ্র। স্নানের সময় হইলেই বদমায়েসেরা আসিয়া ঘাটটীকে অতি অপূর্ব্ব ভাবে বেষ্টন করে এবং প্রকাশ্যভাবে প্রত্যেক রমণীর উপরে বিশাল চক্ষুর বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে থাকে। স্ত্রীলোকেরা গঙ্গার ভাবেই বিভোর, সে দিকে দৃক্‌পাত করে না। সে কুৎসিত দৃশ্য অবলোকন করিলে লাজে ক্ষোভে হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে থাকে, মনোদুঃখে চির-প্রিয় সনাতন ধর্ম্মের উপর কঠিন অভিশাপ করিতে ইচ্ছা হয়। হায়! হায়! এই বিষম কুৎসিত—এই অতিশয় জঘন্য নিয়মের পরিবর্ত্তন করা কি উচিত নয় এবং করিবার কি কোনও উপায় নাই?

স্নানের সময় এই সব ঘাটের জলরাশির যে রকম দুরবস্থা হয়, তাহা দর্শনমাত্রেই যেন দারুণ প্লেগ কলেরা আসিয়া আক্রমণ করে। থুথু, গয়ের, তেল এবং শরীরের ময়লাতে জলের এতদূর শোচনীয় অবস্থা হয় যে, তাহাতে অবগাহন করিলে লোক সদ্যোব্যাধিগ্রস্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। কে বলিতে পারে যে, এই সব দুর্নিমিত্তের জন্যই কলিকাতায় এত প্লেগ, কলেরা, বসন্তের প্রাদুর্ভাব নয়!! বড়ই দুঃখের বিষয় মিউনিসীপ্যালিটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত পঁহুছিবার অবসর পায় না।

শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাশী।

নূতন সংবাদ।

১। গত ১৭ই নবেম্বর লর্ড কর্জন ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছেন। লেডী কর্জন ক্রমে সুস্থ হইতেছেন। পুনর্ম্মনোনীত রাজ-প্রতিনিধি এই ডিসেম্বরেই পুনরায় শাসনদণ্ড গ্রহণ করিবেন।

২। কুমারী মেরিয়ন ষ্টপ্‌স B. Sc, Ph. মাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সহকারী (ডিমনষ্ট্রেটর) শিক্ষক হইয়াছেন।

৩। পুনানগরে ফেরোজ বাই নাম্নী এক পারসী রমণী লক্ষ টাকা রাখিয়া মারা গিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে দাতব্য কার্য্যে এই টাকা ব্যয়িত হইবে।

৪। ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট হেগ ও সিবেনিঞ্জেন নগরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে "শান্তি-মন্দির" নির্ম্মাণ স্থির হইয়াছেন। দাতা কর্ণাজী এতদর্থে ৪৫ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। এই মন্দির রক্ষার্থ দেড় লক্ষ টাকার ফণ্ড আবশ্যক, শান্তিপক্ষ গবর্ণমেণ্ট সকল ইহার সংস্থান করুন্।

৫। পর্টুগেলের রাজা ও রাজ্ঞী ইংলণ্ড দর্শনে আসিয়াছেন। রাজপরিবারেরা তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মাননা করিতেছেন। পর্টুগেলের সহিত ইংলণ্ডের পুরাতন বন্ধুত্ব পুনরায় দৃঢ়ীকৃত হইতেছে।

৬। কাবুলের আমীর বালহিসার নামক দুর্গ মেরামত করিতে গিয়া দুই লক্ষ টাকার পোতা ধন পাইয়াছেন।

৭। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর-জেনারল লর্ড নর্থব্রুক ৭৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি একজন সুশাসনকর্ত্তা ছিলেন।

৮। ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মৌলবী মহম্মদ আজীজউদ্দীন নাম লইয়া মুসলমান হইয়াছেন। তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অপেক্ষা মুসলমান ধর্ম্মকে অনেক শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।

৯। প্রতিনিধি লর্ড আম্পহিল ৫ই ডিসেম্বর কলিকাতায় আগমন করিয়া লর্ড কর্জ্জনের হস্তে সাম্রাজ্য-ভার প্রত্যর্পণ-পূর্ব্বক ১৩ই ডিসেম্বর স্বপ্রদেশ মান্দ্রাজের ভার পুনর্গ্রহণ করিবেন। লর্ড কর্জন ৯ই ডিসেম্বর বোম্বাই ও ১২ই কলিকাতায় পৌঁছিবেন।

১০। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, উভয়েরই শরীরের অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়াছিল, ঈশ্বরের কৃপায় উভয়েই ক্রমে ক্রমে ভাল হইতেছেন।

১১। চিফ সেক্রেটারী ম্যাকফার্সনের অবকাশে প্রতিনিধি চিফ সেক্রেটারী আর ডবলিউ কারলাইল মূকবধির বিদ্যালয়ের সভাপতি হইয়াছেন। গাইকাবাড় এই বিদ্যালয় দেখিয়া তাঁহার রাজ্যে এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

১২। বরদার মহারাজা কলিকাতা

আলবার্ট বিক্টর হাঁসপাতালে ৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

১৩। রুষ ও জাপদিগের মধ্যে যুদ্ধের নামে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইতেছে এবং সভ্য জাতি সকল তামাসা দেখিতেছেন। খ্রীষ্টান-জগদ্‌গুরু বর্ত্তমান পোপ এই জন্য তীব্র ভৎসনা করিয়াছেন। আশ্চর্য্য, শান্তি-প্রচারক অন্য খ্রীষ্টান পাদ্‌রিরা নীরব।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। যজ্ঞ-ভস্ম—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থকার একজন প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক ও সুকবি। তিনি এই কাব্যগ্রন্থখানি কেবল নানা-বিধ ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ করিয়া তাঁহার লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দেন নাই, কিন্তু সুন্দর পাত্রে যেমন পবিত্র যজ্ঞ-ভস্ম রক্ষা করে, তিনি তেমনি "ঋষিমন্ত্রপূত" ভস্ম ইহাতে রক্ষা করিয়াছেন। ভারতের বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের স্মরণীয় তীর্থ ও মহজ্জীবন ইহাতে চিত্রিত আছে। ইহাতে ঈশ্বরের পূজা—জড় ও নর হইতে ব্রহ্মপূজাতে ক্রমবিকাশসূত্রে গ্রথিত। তদ্ভিন্ন প্রাকৃতিক ও পারমার্থিক নানা ভাবপূর্ণ কবিতা আছে। আমরা আশা করি সাহিত্য-সমাজে এ কাব্যখানির সমুচিত সমাদর হইবে।

২। পতিব্রতা—শ্রীমতী ব্রজবালা দাসী প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। ইহা পদ্যচ্ছন্দে গ্রথিত এবং ইহাতে মালাবতী, সীতা, দময়ন্তী, বেদবতী, গৌরী, সুনীতি, সাবিত্রী প্রভৃতি সতী নারীদিগের উপাখ্যান আছে; তদ্ভিন্ন লেখিকার নিজের হৃদয়োচ্ছ্বাসও আছে। মাতৃভক্ত বাবু উমাদাস সিংহ মাতার রচনাগুলি একত্র করিয়া ছাপাইয়াছেন, পুস্তকের উপস্বত্ব বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমে প্রদত্ত হইবে। আশা করি পাঠিকাগণ তাঁহার সদুদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায় হইবেন।

৩। খোকার হাসি—শ্রীশ্যামাচরণ দে প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। বালক বালিকা-দের আমোদের সহিত শিক্ষা দানার্থ এই প্রথম পুস্তক রচিত হইয়াছে। ইহাতে সুন্দর সুন্দর ছবি ও কবিতা আছে।

৪। মর্ম্মোচ্ছ্বাস—কুসুমকুমারী রায় প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। যাহা পড়িলাম, তাহাই সরস, মধুর ও কবিত্বপূর্ণ। ইনি শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী ও মানকুমারী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্ত্রী-কবিগণের শ্রেণীস্থ হইবার যোগ্য। ইঁহার চিন্তাশক্তি সর্ব্বতোমুখী এবং হৃদয়ের ভাব গভীর। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, লেখিকা গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইতে না হইতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন-রূপে এই কাব্যখানির সমাদর ও সম্মাননা করা সকলের কর্ত্তব্য।

৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত—শ্রীম—কথিত, ২য় ভাগ মূল্য ১।৴০ মাত্র। ধর্ম্মাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি সকল লইয়া এই পুস্তকের যে প্রথম ভাগ মুদ্রিত হইয়াছিল, অল্প দিনের মধ্যে তাহার দুই সংস্করণ ফুরাইয়া গিয়া তৃতীয় সংস্করণ হইতেছে, ইহাতে পাঠকসমাজে এই পুস্তকের কত সমাদর বুঝা যায়। পরমহংসদেব অতি সহজ কথায় সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়া গৃহধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম ও সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা অমূল্য ও ধর্ম্মার্থীদিগের বিশেষ অনুশীলনযোগ্য। ২য় ভাগও ১ম ভাগের ন্যায় উপাদেয় হইয়াছে, ইহাও তদনুরূপ সমাদৃত হইবে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই।

বামারচনা।

জিজ্ঞাসা।

হে দেবতা, শোভা-ভরা এ বিশ্বে তোমার
কেন উঠে নিত্য হায়! দুঃখ হাহাকার?
করুণ ক্রন্দন জাগে সারা বিশ্ব ভরি,
কাঁদে কত শত প্রাণ নিশিদিন ধরি;
অনাথ আতুর কত, হে বিশ্বজননি!
কাঁদিয়া ভাসায় বুক দিবস রজনী!
অন্নপূর্ণা! অন্ন তরে কাঁদে কত জন—
ক্ষুধায় বিশীর্ণ দেহ, সজল নয়ন!
কত দীন, কত দুঃখী ফিরে ঘরে ঘরে,
শুধু মাগো এক মুষ্টি অন্ন ভিক্ষা তরে;
ওই অন্ধ পথপ্রান্তে করে হাহাকার—
প্রকৃতির রম্য-মূর্ত্তি নয়নে তাহার
বিভাসিত হয় নাই—চির অন্ধকারে
কি দোষে ফেলিয়া দেছো, জননী,
তাহারে?
এমন সুন্দর বিশ্ব শোভার আধার,—
এখানে জাগিছে নিত্য দুঃখ হাহাকার,
প্রতিদিন নরনারী করে হা-হুতাশ,
প্রতিদিন গগনেতে উঠে দীর্ঘশ্বাস;
কঠিন সংসার-পথে চলিতে যে গিয়া
শোক-দুঃখ-কশাঘাতে ভাঙ্গি গেছে হিয়া;
দুর্ব্বল শির'পরে বহি শত ভার
শ্রান্ত ক্লান্ত কত জন, শক্তি নাহি আর
চলিতে সংসার পথে, নিরাশা আঁধারে
ডুবি গেছে কত প্রাণ; ভুলিয়া তোমারে
অবিশ্বাস অন্ধকারে কত নর নারী—
ফেলিতেছে, বিশ্বমাতঃ নয়নের বারি।
এ সব শোকের চিত্র মুছি যাবে কবে?
ফুটিবে অনন্ত সুখ এ সুন্দর ভবে?
জাগিবে অনন্ত শান্তি সকলের মনে,
বিরাজিবে পবিত্রতা তোমার ভুবনে?

চামেলী।

বিজয়া।

থেমে গেছে হাসিখুসী, থেমে গেছে গীত
গান!
বিজয়া দশমী নিশি হয়ে গেছে অবসান।
থেমে গেছে কলরব, নীরব মলিন সব,
থেমে গেছে একেবারে বাঁশরীর মৃদু তান!
ভরে গেছে নিরানন্দে ভারতবাসীর প্রাণ!
জগৎ-জননী মাগো! ফিরে এসো বর্ষ পরে।
আবার বাঙ্গালা তোরে পূজিবে মা হর্ষ-
ভরে।
রোগ শোক মারীভয়, ঘুচা মাগো! সমুদয়,
দারুণ দুর্ভিক্ষ কত সহে আর নারী-নরে?
তুই না রাখিলে তারা! কে আর রাখিতে
পারে?
অষ্ট কোটি সুত তরে, এই ভিক্ষা তব
পায়!
ভক্তিযোগে চতুর্ব্বর্গ ফল যেন সবে পায়।

শ্রীঅনুপমা দেবী।

ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া।

মুকুল! বসুধা! মণি! ছুটে আয় কোলে,
আজি এ সুখের দিনে,
আয় তোরা তিন জনে,
চন্দনের ফোঁটা দিব কোমল কপালে।
পট্টবস্ত্র পরি বোস উত্তম আসনে,
চন্দন লইয়ে নখে,
প্রীতমনে স্মিতমুখে
তোদের কপালে ফোঁটা দিবরে যতনে।
মিছে খেলা ধূলা ফেলে আয় তোরা আয়,
দিদির এ ক্ষুদ্র ফোঁটা
যমের দুয়ারে কাঁটা
পড়িবে—দিদির স্নেহ রক্ষিবে ভ্রাতায়।
কর তিন জনে মোর চরণ বন্দনা—
ধান দূর্ব্বা দিয়ে মাথে
প্রাণের ভকতি-সাথে,
বিভুর নিকটে করি মঙ্গল-কামনা।
রেখেছি প্রচুর খাদ্য প্রস্তুত করিয়ে
সাজাইয়া বিধিমতে,
দিব তুলে হাতে হাতে,
খাবি তোরা তিন জনে আমোদে মাতিয়ে।
এ মর জগতে তোরা স্বরগের ফুল!
চাহিয়া দেখিবে সবে,
কি অতুল শোভা হবে,
রেকাবে সাজায়ে দিব সুগন্ধি তাম্বূল।

কুমারী সুরুচিবালা।

** স্থানাভাবে "ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া" বিষয়ে আর একটী রচনা এবং আরও কয়েকটী মনোনীত বামারচনা প্রকাশিত হইতে পারিল না।

No. 496-7 বামাবোধিনী পত্রিকা। Dec., 1904 & Jany, 1905.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪২ বর্ষ। ৪৯৬-৯৭ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩১১। | ৮ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লর্ড কর্জ্জনের পুনরাগমন—লর্ড কর্জ্জন ২য় বার রাজপ্রতিনিধিবেশে গত ৯ই ডিসেম্বর ভারতে পদার্পণ করেন। বোম্বাই মিউনিসিপালিটী কর্ত্তৃক তাঁহার প্রথম অভ্যর্থনা হয়। তিনি ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতায় মহাসমারোহে অভ্যর্থিত হইয়াছেন।

প্রধান্ সেনাপতির ভ্রমণ—লর্ড কিচেনার, মণিপুর রেঙ্গুণ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি ভারতের সেনাবল বৃদ্ধির জন্য সমগ্র ভারত পরিদর্শন করিতেছেন।

ভারত-আফগান যোগ—ইংরাজ মিসন কাবুলের আমীরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। এদিকে ইনায়েৎ উল্লা নামক আমীরের এক বালক পুত্র কলিকাতায় রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগত প্রায়। তাঁহার সহিত ৯ জন সর্দ্দার, ৬০ জন খাঁ এবং কতকগুলি সৈনিক কর্ম্মচারী আছেন।

লেডী ডফারিণ ফণ্ড—লেডী আম্প্‌হিল গত ১৩ই ডিসেম্বর গবর্ণমেণ্ট হাউসে ইহার সেণ্ট্রাল কমিটীর অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন।

বোম্বাই মেলা—১৩ই ডিসেম্বর এই শিল্পপ্রদর্শনী বোম্বাই লাট ও লাটপত্নী কর্ত্তৃক খোলা হইয়াছে। অতঃপর প্রতিদিন বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত ইহা খোলা থাকিবে।

কাশ্মীরের সৌভাগ্য—লর্ড আম্প্‌হিল কাশ্মীর দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া রাজার প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। গত ৩০এ নবেম্বর রাজার এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

ময়ূরভঞ্জ রেলওয়ে—ছোট লাট ইহা খুলিয়াছেন। বেঙ্গল নাগপুরের বারিপদ ষ্টেশন হইতে ময়ূরভঞ্জের রাজধানী পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ময়ূরভঞ্জে অনেক বড় বড় লোকের সমাগম হইয়াছিল।

জর্ম্মণ-ভীম—হারলেট্স নামক এক জর্ম্মণ ১৫ শত পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৯ মণ ভার তুলিয়াছেন। তিনি ১৬-অশ্ববল এক 'মোটর' গাড়ী ধরিয়া থামাইয়াছিলেন।

চিত্রোন্মোচন—ইউনিবার্সিটি ইনষ্টিটিউটের বার্ষিক অধিবেশনে সার এণ্ড্রু ফ্রেজার ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট সারজন উডবরণের ছবি উন্মোচন করিয়াছেন। ইনষ্টিটিউটের হলে ইহা থাকিবে।

বীর-বাঙ্গালী—তিব্বৎ যুদ্ধে যে বাঙ্গালী বন্দুক ধরিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কালীভূষণ মল্লিক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সেনেট—ইহার সভ্য ১০০ জন হইবার কথা। এ পর্য্যন্ত ৬৪ জন সভ্য মনোনীত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ৩৯ জন ইউরোপীয় ও ২৫ জন ভারত-সন্তান। এই ২৫ জনের মধ্যে ৭ জন মাত্র বে-সরকারী।

জাপানে বাঙ্গালী—শ্রীমান্ সত্য সুন্দর দেব জাপানে বৎসরাধিক কাল চিনা বাসন গঠন বিদ্যা শিক্ষা করিয়া এক গবর্ণমেণ্ট কারখানার সহকারী অধ্যক্ষের পদ পাইয়া কল কারখানা বসাইবার কাজ শিখিতেছেন। এরূপ পদপ্রাপ্তি ভারতবাসীর এই প্রথম।

রমণীর ভোট—আমেরিকায় স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার। রাজনৈতিক বিষয়েও স্ত্রীগণের ভোট গৃহীত হয়। কালসাস প্রদেশের স্ত্রীলোকগণ এই অধিকার পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রাপ্তবয়স্ক হইতে হইবে।

নারী ফেলো—বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট কুমারী এজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য করিয়াছেন। বঙ্গরমণীদের মধ্যে বিএ, এম এর অভাব নাই। নারী জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহাদের দুই একজনকেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রদর্শনী—আগামী ১৭ই জানুয়ারি হইতে এক সপ্তাহ কাল আসামের সিলচরে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী হইবে।

পুনর্গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়—চান্সেলর—গবর্ণর জেনারল, রেক্টর—লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর, বাইস চান্সেলর—এ পেডলার সি আই ই এণ্ড আর, এস; এক্স অফিসিও সভ্য—চিফ জাষ্টিস, লর্ড বিসপ, গবর্ণর জেনারলের কৌন্সিলের সদস্যগণ, বঙ্গদেশ, ব্রহ্ম ও আসামের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর। এতদ্ভিন্ন সাধারণ ফেলোগণ।

ধর্ম্ম প্রচারিকা—কুমারী গারট্রুড ভন পটজর লিষ্টার নগরে একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-প্রচারিকা হইয়াছেন।

বোম্বাই সামাজিক সমিতি।

এ বৎসর জাতীয়-মহাসভার বিংশ অধিবেশন উপলক্ষে জাতীয় সামাজিক সম্মিলনীর এক অধিবেশন হইবে। সম্মিলনীর সম্পাদক বোম্বাই হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি মাননীয় চন্দাবার্কর পঞ্জাব, এলাহাবাদ, কলিকাতা, নাগপুর, সিকারপুর, মান্দ্রাজ প্রভৃতির সামাজিক সভার সম্পাদকদিগের নিকট বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও আলোচনাযোগ্য প্রস্তাব চাহিয়াছেন। নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় এবার আলোচিত হইবার কথা—এ সকলগুলিই অতি প্রয়োজনীয়।

(১) স্ত্রীশিক্ষোন্নতি।

(২) সমুদ্রযাত্রা ও বিদেশ ভ্রমণের সুবিধা।

(৩) বিবাহ-সংস্কার—বিবাহ-বয়োবৃদ্ধি, চতুর্বর্ণের শাখা সকলের মধ্যে অন্তর্বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ ও কৌলীন্য দূরীকরণ।

(৪) বিবাহ, শিক্ষাদান বা অন্যান্য উপায়ে বিধবাদিগের অবস্থোন্নতি।

(৫) মন্দিরাদির জন্য প্রদত্ত অর্থের সুব্যবস্থা।

(৬) মিতাচারিতা ও সামাজিক পবিত্রতা।

(৭) অনুতপ্ত পতিতদিগকে হিন্দুসমাজে পুনগ্রহণ।

(৮) পেড়িয়াদিগের উন্নতি সাধন।

আমরা যতদূর জানি প্রদেশীয় সামাজিক সভা সকলের সম্পাদক এক এক জন আছেন, কিন্তু সম্বৎসরের মধ্যে সভার কার্য্য নিয়মিতরূপে সম্পন্ন হয় কি না সন্দেহ। সুতরাং বার্ষিক রিপোর্ট অনেক স্থলে বর্ষান্তে একটা নিয়ম রক্ষা মাত্র। অবনতিপ্রাপ্ত হিন্দুসমাজের পুনরুদ্ধারের জন্য যেরূপ চিন্তা, চেষ্টা ও আয়োজনের প্রয়োজন, অন্যান্য প্রদেশে যেরূপ হউক, বঙ্গদেশে তাহার নিতান্ত অভাব—২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহাও এখন নাই। এই জন্য প্রাচীন কুসংস্কার ও দূষিত দেশাচার সকল পুনরায় মস্তকোত্তোলন করিয়া সমাজকে গ্রাস করিতে যাইতেছে। বৎসরান্তে দেশবাসিগণ যে জাগ্রত হইয়া সমাজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং জাতীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেন, ইহারও শুভফল আছে। মানুষ যদি শুভ সঙ্কল্প করে, ঈশ্বর তাহার সহায় হন এবং দশজনে মিলিয়া কোনও শুভকার্য্যের প্রসঙ্গ করিলেও সিদ্ধিদাতা ঈশ্বর তাহা সুসিদ্ধ করিয়া লন।

(১) স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বহুদিনের আলোচনার ফল। ঈশ্বরকৃপায় এবং গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে ইহার পথ দিন দিন প্রসারিত হইতেছে। কিন্তু এখনও নিরক্ষরা ও অশিক্ষিতা রমণী-সংখ্যার তুলনায় শিক্ষিতার সংখ্যা সমুদ্রে বিন্দুবৎ। ভারত-গৃহ সকল এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়াছে। সকল প্রদেশে কিছু কিছু আলোক জ্বলিলে এ অন্ধকার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা।

(২) সমুদ্রযাত্রা ও বিদেশভ্রমণ এখন নানা কারণে আবশ্যক হইয়াছে এবং লোকে সেই আবশ্যকতাপ্রযুক্ত সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াও আপনাদিগের অভীষ্ট সাধন করিতেছে। ইহার ফল এই হইতেছে—হিন্দুসমাজ বেশী আঁটাআঁটি করিতে গিয়া অনেক কৃতী সুসন্তানকে হারাইতেছেন। এই সন্তান সকলের অনেকে মাতৃ-সমাজক্রোড়ে স্থান না পাইয়া বিজাতীয় হইয়া যাইতেছেন। সমাজ-ভয়ে যাঁহারা নিজ-উন্নতির আশা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গৃহে আবদ্ধ হইয়া থাকিতেছেন, তাঁহাদেরও অনিষ্ট হইতেছে। এ বিপদের যত শীঘ্র প্রতীকার হয়, ততই ভাল।

(৩) হিন্দুসমাজে বিবাহ-সংস্কার অনেকটা আপনা আপনি হইয়া আসিতেছে। সুপাত্র অন্বেষণ করিতে করিতে কন্যার বয়স বাড়িয়া যায়। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে এই কারণে বালিকার বিবাহ ক্রমে অধিক বয়সে হইতেছে। ইহা একটী সুলক্ষণ। বহুবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথা বিলুপ্তপ্রায়; যাহা আছে, তাহা আর অধিক দিন থাকিবে না। চতুর্ব্বর্ণের শাখা প্রশাখা উপশাখা অসংখ্য হইয়াছে এবং হিন্দুর বিষম জাতিভেদ জাতীয় সম্মিলনের পক্ষে বিষম অন্তরায় হইয়াছে। পুরাতন প্রাচীরের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, এখন কিছু চেষ্টা ও ক্লেশ স্বীকার করিলেই তাহা ভগ্ন হইয়া সামাজিক সম্মিলন-সীমার প্রসারণ সাধন করিবে।

(৪) হিন্দু বিধবার অবস্থোন্নতির সম্বন্ধে আমরা অনেকবার লিখিয়াছি। ইহা যে সামাজিক সম্মিলনীর বিবেচনা-যোগ্য হইয়াছে, ইহাতে বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। কিছু কার্য্যকর উপায় অবলম্বিত হইতে দেখিলে আরও সুখী হইব।

(৫) ধর্ম্মকাম দাতাদিগের প্রদত্ত প্রভূত অর্থ ও দেবত্তর সম্পত্তি এখন ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, অমিতাচারী ও অপব্যয়ী মোহন্ত পাণ্ডা প্রভৃতির ভোগে বৃথা নষ্ট হইতেছে, দাতাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না। এ অর্থের প্রকৃত ও উপযুক্ত ব্যবহার হইলে কত সদনুষ্ঠান ও দয়ার কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে চান না, অন্যের শাসন কে মানিবে? গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যাহাতে কিছু দৃষ্টি রাখেন, তাহার উপায় করা আবশ্যক। কোনও সম্প্রদায়ের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা অবশ্য গবর্ণমেণ্টের নীতি-বিরুদ্ধ, কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে দাতাদিগের সদভিপ্রায় সাধনের সহায়তা করিয়া গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মমন্দির সকলের সুব্যবস্থার জন্য অনেক উপায় করিতে পারেন।

আরও কয়েকটী বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য। পেড়িয়া যদিও বঙ্গদেশে নাই, কিন্তু এ দেশেও চণ্ডালাদি পতিত জাতি আছে। হিন্দু-সমাজকে পুনর্গঠিত ও পরিপুষ্ট করিতে হইলে এইরূপ নিকৃষ্ট শ্রেণীদিগের অধিকার বর্দ্ধিত করা উচিত। বরদার গুইকুমার এক সময় প্রকৃত কথা বলিয়াছেন:—

"আমরা যদি পেড়িয়াদিগকে ঘৃণা করিয়া পদতলে রাখিতে চাই, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের উচ্চাধিকারের দাওয়া করা অসঙ্গত।" পতিত নিকৃষ্ট হিন্দুশ্রেণী সকলকে শিক্ষিত করিবার জন্য বরদা ও মহীশূর গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের উদারতা ও প্রকৃত সমাজ-হিতৈষিতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়াছেন। যথাসাধ্য তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা সকল দেশীয় রাজার, সমাজ-সমিতির ও সমাজহিতৈষীর কর্ত্তব্য।

লেখক ও লিপিনৈপুণ্য।

বাক্‌পটুতা বা বাগ্মিতার ন্যায় লিপি-নৈপুণ্য বা লিখনও অভ্যাস-সাপেক্ষ। লিখন অর্থে এখানে কেবল গদ্যে প্রবন্ধ অথবা গ্রন্থ প্রণয়ন বুঝিতে হইবে—কবিতা রচনা নহে। সামান্য ভাষাজ্ঞান থাকিলে এবং অধ্যয়নশীল হইয়া চিন্তাশক্তির প্রসারতা বৃদ্ধি করিতে পারিলে লেখ্য বিষয় সহজে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে এবং তদ্বিষয়ে অধ্যবসায় সহকারে যতই অনুশীলন করিবে, ততই পটুতা লাভে সমর্থ হইবে। এক এক জন ক্ষিপ্রহস্ত লেখক অভ্যাস-বলে এক এক দিনে এক এক খানি পুস্তক লিখিতে সমর্থ হইতে পারেন। ফিল্‌ডিং, স্কট, গিবন, রেণাল্ড, প্রভৃতি লেখকগণ অভ্যাসবলেই রাশি রাশি গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা নিম্নে কয়েকজন প্রসিদ্ধ লেখকের অভ্যাসের ফল প্রদর্শন করিতেছি :—

বেথেক বেকুউইথ—একবার বসিয়া (এক দমে) বিংশতি পৃষ্ঠা লিখিতেন।

জনসন্—এক সপ্তাহে রাসেলাস উপন্যাস-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

ফেনেলন—তিন মাসে টেলিমেকস সমাপ্ত করেন।

আডাম্ স্মিথ—পাদচারণ করিতে করিতে পড়িতেন এবং যাহা বলিতেন, তাহা একজন লিখিত; সেই লেখাই পরে গ্রন্থ হইত।

সাউদে—২৪ ঘণ্টায় ৪ পৃষ্ঠা (বড় কাগজের) এক ফরমা পরিমিত ইতিহাস লিখিতেন।

মেকলে—অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে থাকিয়া দুই বৎসরে ইংলণ্ডের ইতিহাস সম্পূর্ণ করেন, প্রত্যহ দুই পৃষ্ঠা লিখিতেন।

জর্জ্জ ইলিয়ট—প্রত্যহ চারি পৃষ্ঠা লিখিতেন।

ক্ষিপ্রকারী লেখকগণ চিন্তাস্রোতে ভাসিয়া অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। অভ্যাস-বশে অনেকে লেখনী সংযমনে অসমর্থ হইতেন। কিন্তু প্রকৃত চিন্তাশীল লেখক অনেক যত্নে ও সাবধানে গ্রন্থপ্রণয়ন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ইংরাজী লেখক আডিসন এই শ্রেণীর লেখক। অতি

সামান্য ত্রুটিও অত্যন্ত সাবধানে সংশোধন করিতেন। ডিন সুইফ্‌ট প্রসাদগুণ ও বিশুদ্ধ ইংরাজি লেখার জন্য শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস-লেখক বলঝক্‌ এক সপ্তাহে এক পৃষ্ঠা মাত্র লিখিতেন। হুএট—ছয় সাত ঘণ্টা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াও তিন চারি পৃষ্ঠার অধিক লিখিতে পারিতেন না।

কলিন্স—এক পৃষ্ঠা লিখিতে অনেক ঘণ্টা সময় লইতেন।

ভাসো—তাঁহার গ্রন্থ এতবার সংশোধন করিতেন যে, শেষে অপাঠ্য হইত।

পোপ—হোমরের অনুবাদিত পৃষ্ঠা এত সূক্ষ্ম সংশোধন করিতেন যে, তাহা দুর্বোধ হইত, যেন একটী মাকড়সা কালি-মাখা পদে কাগজের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

পাশকেল—তাঁহার "Provincial Letters" প্রদেশীয় পত্র পুস্তকের এক এক পৃষ্ঠা তিন সপ্তাহে শেষ করিতেন। কোন কোন পৃষ্ঠা সাত আট বার উপর্য্যুপরি সংশোধন করিয়া নূতন করিয়া লিখিতেন।

হিউম—সর্ব্বদাই সংশোধন করিতেন, কখনও তাঁহার গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইত না।

আইসক্রোটিস—দশ বৎসরে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ভার্জিল—১১ বৎসরে ইনিয়দ কাব্য শেষ করিয়াছিলেন, তত্রাপি তিনি তাহা অসম্পূর্ণ বলিতেন।

আমাদের ভারতচন্দ্রও অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়া বিংশতি বৎসর কাল মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় পাঠ ও সংশোধনের উপর সংশোধন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক বিশুদ্ধ ও নির্দ্দোষ রচনা দুর্লভ পদার্থ। অবশ্য অমুপ্রাণন-বলে কবি বিদ্যুদ্‌-বেগে যাহা লিখিবেন, তদভাবে তাহা বহু আয়াসেও সম্পন্ন হয় না।

কবিতাদ্বয়।

বরফ।

নীহার-সম্ভব শুভ্র ধবল-মূরতি,
স্বচ্ছপ্রভ, তীব্রজ্যোতি, স্নিগ্ধ দৃঢ় অতি,
গিরিশৃঙ্গ-নিবাসী, ভীষণ কেন্দ্র-চারী,
উত্তর, দক্ষিণ মহা-অর্ণব-বিহারী;
অতি লঘু তুলাপ্রায় হিমানি বাত্যায়
সঞ্চালিত যদি, তবু ক্রমোন্নত-কায়—
স্তরে স্তরে বৃদ্ধি পেয়ে দিগন্ত ব্যাপিয়া,
উঠিছে রজত-গিরি আকাশ ভেদিয়া;
ভানু-ভাতে অনুভাতি জ্বলে দপ্‌ দপ্‌।
মেরু প্রান্ত-ধ্বান্তহারী মহান্‌ বরফ।১

হিমশিলা-বেশে যবে কেন্দ্র-প্রান্ত-দেশে,
মহাহিমার্ণব মথি নৃত্য কর হেসে।
মন্দর ভূ-ধর-নিভ শরীর মহান্‌।
প্রকাণ্ড মথন-দণ্ড হেন অনুমান;
পবনের পাক-রজ্জু চাপে নিরবধি
মহা মন্থনেতে ঘনীভূত মহোদধি।
অতল-পরশ জল বিশাল আয়ত
না জানি কি গুণে তায় ভাসিছে পর্ব্বত!
বায়ু বিতাড়িত দ্বীপ, আশ্চর্য্যদর্শন,

চির-নীহারের ভাবে সজ্জিত কেমন।
শিল, সারমেয়, শ্বেতভল্লুক-প্রধান,
বল্গা হরিণ, সিন্ধু-ঘোটকের স্থান।
যথা ইস্‌কুইমোজ শীত-সহচর,
আনন্দে বিহরে রচি বরফের ঘর,
শিল ধরি মাংস খায়, পরে শিল-ত্বক্,
তেলে আলো জ্বলে, পিয়ে গলিত বরফ।২

উষ্ণদেশবাসী গ্রীষ্ম কাটে কষ্টে কত।
শুকায় শরীর, ঘর্ম্ম ঝরে অবিরত।
বিশেষ মধ্যাহ্নকালে রক্ষা আর নাই,
লোমকূপে লুণ ক্ষরে প্রাণ আই ঢাই।
শুষ্ক কণ্ঠ-তালু, ছাতি ফাটে পিপাসায়,
পেট ভরে জল পিয়ে তৃপ্তি নাহি পায়।
যত খায় তত তৃষ্ণা বলবতী আর,
সোডা, লেমনেড, ঠাণ্ডী কতই প্রকার।
কিছুতে না মিটে তৃষা—না হয় শীতল।
বিনা এক পূর্ণপাত্র বরফের জল।৩

সহস্র শীতল ফল করহ ভক্ষণ,
জলাশয়ে পড়ে থাক কুম্ভীর মতন,
ছায়ায় শুইয়া থাক ফুলদল পাতি,
কিছুতে না হবে স্বস্তি, না জুড়াবে ছাতি।
নেয়াপাতি, তরমুজ, কচি তাল শাঁস,
যত পার ঠাণ্ডা কর সরবতে ভাস;
কিছুতে না হবে তবু প্রকৃতি শীতল।
বিনা এক পূর্ণপাত্র বরফের জল।৪

ছারপোকা।

ষট্ পদ, বড় পুচ্ছ, কে বলে তোমারে তুচ্ছ,
জীবমধ্যে তুমি উচ্চ জীব;
খাট ঘাড়ে ছোট মুণ্ড, দুই দিকে দুই শুণ্ড,
ও রূপের উপমা কি দিব?১

স্বভাবে যখন রও, সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম হও,
অতি সূক্ষ্ম স্থানে কর বাস;
জীবনের সন্ধিস্থানে, লেপ, গদী, উপাধানে,
অলক্ষ্যে বিরাজ, নাহি ত্রাস।২

খাট কি পালঙপোষ, তোমার পরম তোষ,
তক্তপোষ বিশেষতঃ আর;
কখন বিবর ঘরে, দিনমান গত করে,
রাত্রি কালে কর মহামার।৩

মূর্খ নর অহঙ্কারে, শ্লাঘা করি আপনারে
জীবশ্রেষ্ঠ বলিবারে চায়!
তোমার দর্শন হ'লে, ছট্ ফট্ মরে জ্বলে,
সারা রাত্রি নিদ্রা নাহি যায়!৪

বলবান্ মহাবীর, তব কাছে নহে স্থির,
মুহুর্মুহু পড়ে আর উঠে!
স-সাগরা ধরাপতি, আকুল হইয়া অতি,
শয্যা ত্যজি ভূমে পড়ি লুটে!৫

পুরুষে পরুষ যদি, নারীগণে নিরবধি
কিন্তু মেনে দয়া করে থাক!
দুরাচারী রাত্রিশেষে, ঘরে ঘুমাইতে এসে,
তুমি তারে জাগাইয়া রাখ।৬

অকৃতজ্ঞ নারীগণ, করে ছিদ্র অন্বেষণ,
নখাগ্রে ধরিয়া জোরে টানে,
দে'য়াল মেজের ধারে, ফেলিয়া মর্দ্দিয়া মারে,
উপকার মনেও না আনে।৭

নরের প্রধান অরি! উদর পূরণ করি,
নররক্ত কর যবে পান;

সূক্ষ্ম দেহ ফুলে ঢোল, গাত ঘুচে হয় গোল,
রক্ত-বিম্ব স্বচ্ছ দীপ্যমান।৮
রক্তবীজ-অবতংস, মুহূর্ত্তে বর্দ্ধিত বংশ,
একা তুমি ক্ষণে শত বীর!
মরিলেও নাহি পার, গন্ধে রন্ধ্র নাসিকার
জ্বলে যায়, অস্থির শরীর।৯

শীতে কিছু শান্ত থাক, নিদাঘে না রক্ষা রাখ,
গম্ভুদ আগল ধরে টান!
ক্রোধে নর মরে জ্বলে, গালি দেয় "ছার" বলে,
তুমি তাহা আমলে না আন।১০

বিধবার আচরণ।

উচ্চজাতীয়া হিন্দু বিধবার জীবন অত্যন্ত নিয়মবদ্ধ, অত্যন্ত বলিলে বোধ হয় ঠিক্ হয় না—কঠোর বলা উচিত। আহার পোষাক প্রভৃতি সকল বিষয়েই বড় আঁটা আঁটি। প্রথমতঃ পোনর আনা আহার্য্য জিনিযে তাঁর অধিকার নাই; তার উপর যে কয়টায় অধিকার আছে, তাহাও সকল সময়ে নয়। বৎসরের মধ্যে অনেক দিন আহার তাঁর পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ; যে সময় নিষিদ্ধ নয়, তখনও বার, তিথি, মাস প্রভৃতিতে বিধবার আহারের অনেক তারতম্য হয়। ইহা ছাড়া আর একটু আছে—উদরপূর্ণ আহার বিধবার পক্ষে দিনের মধ্যে এক-বার মাত্র কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে বেশী বলা অনাবশ্যক। বিধবার আহার কি কঠোর নিয়মবদ্ধ, তাহা সকলেই জানেন। পোষাক সম্বন্ধে বেশী কিছু বলারও দরকার নাই। আমাদের দেশে শাদা ছিন্ন থানের বস্ত্রই বিধবার একমাত্র পরিধেয়। গহনার বিষয়ে আদৌ বলা বাহুল্য, কারণ হিন্দু বিধবারা নিরলঙ্কারা। এক কথায় বিধবার জীবন সর্ব্বপ্রকারে কঠোর নিয়ম-বদ্ধ। সমাজ ও শাস্ত্রের ইচ্ছা—বিধবা কোন প্রকারে জীবনধারণ মাত্র করুন, ভোগ-তৃষা, আমোদ-স্পৃহা প্রভৃতি যেন তাঁর মনে স্থান না পাইতে পায়।

আদর্শ বিধবা-জীবন বড় কঠিন হইলেও দেশকালপাত্রভেদে কঠোরতা কিছু শিথিল করা হয়। এই বঙ্গদেশের ভিতরেই সকল প্রদেশে বিধবা-জীবনের কঠোরতা সমান নয়। সময়ের গুণে অনেক স্থানে নিয়ম কতকটা আলাদা হইয়া পড়িয়াছে, এবং বয়সভেদেও স্থলবিশেষে কঠোরতার কিছু ন্যূনাধিক্য করা হয়। বঙ্গেতর দেশের বিধবার আচরণ সম্বন্ধে কোনও কথা বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বিধবা-জীবনের কঠোরতার ঔচিত্য অনৌচিত্য সম্বন্ধে কিছু বলা আজ আমার ইচ্ছা নয়, ইহা কতখানি শাস্ত্রীয় ও কত-খানি অশাস্ত্রীয়, সে বিচার করিবার ক্ষমতা ও ইচ্ছাও আমার নাই। তবে ইহার উদ্দেশ্য কি, তাহা সহজেই বুঝা যায়। যে দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত

নাই, সে দেশে বিধবাকে আত্ম-সংযম শিক্ষা দেওয়াই বিধবা-জীবনের কঠোরতার উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। মানুষের সকল শিক্ষাই অভ্যাস-মূলক। প্রথম হইতেই যদি বিধবাকে কঠোর নিয়মে আবদ্ধ থাকা শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে আত্মসংযম তাঁহার পক্ষে ক্রমে বড় সোজা হইয়া পড়ে। হিন্দুবিধবা-জীবনে যে এই শিক্ষা অনেক পরিমাণে ফলবতী হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। যদি বিধবাকে, বিধবাই থাকিতে হয়, তাহা হইলে হিন্দুসমাজ তাঁহার শিক্ষা ও দীক্ষার যে নিয়ম করিয়াছেন, সহস্র দোষ থাকিলেও তাহা যে সমাজের বহুদর্শিতা ও পরিণাম-দর্শিতার উজ্জ্বল প্রমাণ, ইহা স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না।

আশা করি আমার কথা কেহ ভুল বুঝিবেন না। চিরবৈধব্য-প্রথা ভাল কি মন্দ, এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতেছি না। আমি এই মাত্র বলি যে, যে সমাজ বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী নয়, সে সমাজ যদি আত্মরক্ষার জন্য বিধবা-জীবন কঠোর-নিয়মবদ্ধ করিতে বাধ্য না করে, তবে তাহাকে আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিতে হইবে। তবে কঠোরতার ক্রম হওয়া দরকার। আজ ১১ বৎসরের একটী কচীমেয়ে বিধবা হইল। তার বৃদ্ধা পিতামহী বা প্রৌঢ়া মাতা অনেক চেষ্টার পর যে নিয়মানুসারে চলিতে অভ্যাস করিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য্য শিখাইবার জন্য একেবারে তাহাকে সে নিয়ম অনুসারে চলিতে বলা বা জোর করিয়া চালান অমানুষী নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দু বিধবার আত্মসংযম শিক্ষা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে সকল বিধবাকেই প্রথম হইতে আত্মসংযম অভ্যাস করান আবশ্যক। কিন্তু কার্য্যকরী হইতে হইলে সকল শিক্ষাই সহজ হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে কঠিনের দিকে অগ্রসর হওয়া দরকার। এই সনাতন নিয়ম মূলে না রাখিয়া সমাজ যদি বালিকা যুবতী ভেদ না করিয়া দেশাচারকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা পান, তাহা হইলে তাহাতে নারী-হত্যা পাপ স্পর্শে।

আত্মসংযম সকল নরনারীর পক্ষে আবশ্যক। আত্মসংযম বিনা সমাজ অসম্ভব হয়। মানব-জীবনের এবং মানব-প্রকৃতির সদ্ব্যবহার আত্মসংযম ছাড়া কখনই হইতে পারে না। যে জীবনে আত্মসংযম নাই, তাহা পশুজীবন হইতে উন্নত বলিয়া বোধ হয় না। শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনে আত্মসংযম এক প্রধান অঙ্গ। সেই জন্য সমাজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে—জীবনের উন্নতিসাধন করিতে হইলে, প্রথম হইতেই কি নর কি নারী সকলেরই সংযম শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সকল শিক্ষারই ক্রম থাকা আবশ্যক।

বালক বালিকার সংযম অভ্যাস করা উচিত এবং তাহাদিগকে প্রকৃতভাবে শিক্ষিত করিতে হইলে শৈশবকাল হইতেই সংযম যাহাতে তাহাদের অভ্যস্ত হয়,

তাহারই চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে, একজন যুবা ব্যক্তির পক্ষে সংযম যত সহজ, একজন বালকের পক্ষে উহা তত সহজ; এবং প্রৌঢ় ব্যক্তি যে পরিমাণে সংযমী হইতে সক্ষম, একজন যুবা ব্যক্তিও সেই পরিমাণে সংযমী হইতে সক্ষম। আর এক কথা, অবস্থাভেদে—জীবনের উদ্দেশ্যভেদে সংযম-শিক্ষারও তারতম্য হইয়া পড়ে। একজন দরিদ্র-সন্তান প্রথম হইতেই অনেক সময় যতদূর সংযম-ব্রতে ব্রতী হয়, একজন ধনীর পুত্র তাহা হয় না। যাহাকে ব্রহ্মচারী করিবার উদ্দেশ্য থাকে, তাহাকে বিশেষ চেষ্টা করিয়া যেরূপ সংযম শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক মনে হয়, যে গৃহী হইবে, তাহাকে ততদূর চেষ্টা করিয়া সংযম শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা মনে হয় না। সমাজের অবস্থাভেদেও সংযমশিক্ষার প্রভেদ হয়। যে সমাজ বিলাসিতাপূর্ণ, যে সমাজের নরনারী সংযতাত্মার প্রতি আস্থা দেখায় না, তাহার নিকট হইতে বেশী আত্মসংযম প্রত্যাশা করাও যুক্তি-সঙ্গত নয়। আবার যে সমাজে আধ্যাত্মিকতার বেশী আদর, সে সমাজভুক্ত নরনারীর সংযম অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া পড়ে।

আমাদের সমাজে দিন দিন বিলাসিতার প্রসর বাড়িয়া উঠিতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সংযমের আদর কমিতেছে। এই জন্য ১০০ কি ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বিধবারা জীবনব্রত যেরূপ কঠোরভাবে উদ্‌যাপন করিতেন, আজি কালিকার বিধবারা তাহা করেন না, এবং তাঁহারা যে করিতে সক্ষম এরূপ মনে করা অসঙ্গত। কিন্তু একটা কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় যখন হিন্দু-বিধবার বিধবাই থাকিতে হইবে, তখন বৈধব্য-দশার আরম্ভ হইতেই বিধবাকে আত্মসংযম শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। পাঠকপাঠিকাদের নিকট আমার সাহুনয় নিবেদন, আমাকে যেন তাঁরা ভুল না বুঝেন। আমি এ কথা বলিতেছি না যে, ৪৫ বৎসর বয়সে যিনি বিধবা হইবেন, তিনি যেরূপ শুদ্ধাচারিণী হইয়া চলিতে সক্ষম, ১৫ বৎসরের একজন কচী বিধবা সেরূপ ভাবে চলিতে সক্ষম। এ কথাও আমি বলি যে, শেষোক্ত বিধবাকে প্রথমোক্ত বিধবার চালে চালাইবার চেষ্টা করাও অনেক সময় খাঁটি নিষ্ঠুরতা। কিন্তু যখন ১৫ বৎসরের বিধবাকেও চিরকাল বিধবা থাকিতে হইবে, তখন প্রথম হইতে তাহার সংযম শিক্ষার ব্যবস্থা না করাও তাহার প্রতি বিশেষ নিষ্ঠুরতা। আমাদের সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। ইহার একটী ফল দেশের মধ্যে অনেকগুলি বালবিধবা। যদি দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলেও অনেকগুলি বালবিধবাকে চিরবৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। অতএব সে অবস্থাতেও সমাজের মঙ্গলার্থে—বালবিধবাদের মঙ্গলার্থে তাহাদিগকে আত্মসংযম শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত আবশ্যক হইত। এখন ত আর কথাই নাই।

আজকাল কিন্তু অনেক উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোকদের ভিতর একটী ব্যবহার প্রচলিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। কোন কোন ভদ্র পরিবারের মধ্যে দেখিতে পাই যদি একটী বালিকা বিধবা হয়, তাহাকে তাঁহারা আহার পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে আত্মসংযম শিক্ষা দিতে বিরত থাকেন। বালিকটী বিধবা হইয়াছে, কিন্তু সধবা কন্যাদের সঙ্গে তাহাদের ন্যায় অবাধে সে মাছ মাংস আহার করিতেছে, প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য খাইতেছে, বিলাসিতার দ্রব্য সকল বাড়ীর সধবা কন্যাদের ন্যায় তাহার জন্যও সংগৃহীত হইতেছে, বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারাদিতে বিভূষিত হইয়া সেও বেড়াইতেছে। গার্হস্থ্য নিয়মে এই শিথিলতা আমার চক্ষে অত্যন্ত দোষদুষ্ট বলিয়া ঠেকে। যখন বালিকাটীকে বিধবাই থাকিতে হইবে, তখন তাহাকে আহার বিহারে সধবার ন্যায় আচরণ করিতে দেওয়া পরিণামে তাহার বিশেষ অপকার করা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

আহার পরিচ্ছদ প্রভৃতির সঙ্গে মনের বৃত্তি সকলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। রামকৃষ্ণদেব একবার বলিয়াছিলেন, 'কালাপেড়ে ধুতি পরিলেই নিধুর টপ্পা মনে আসে এবং গেরুয়া পরিলে মন কতকটা ধর্ম্মের দিকে ঝুঁকে।' কথাটা অনেকটা ঠিক নয় কি? কচী মেয়েটীকে একেবারে কঠিন ব্রহ্মচর্য্য নিয়মের অধীন করা আমার অভিপ্রেত নয় এবং সে চেষ্টা নির্দ্দয়তাতে পরিণত হইবে। কিন্তু যখন বালিকাটীর আর বিবাহ দেওয়া অসম্ভব, তখন প্রথম হইতেই অল্পে অল্পে তার মনকে আধ্যাত্মিকতার দিকে লওয়ানই আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যখন তাহাকে বৈধব্য-জীবনই যাপন করিতে হইবে, তখন ক্রমে ক্রমে সেই জীবনে অভ্যস্ত হওয়াই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। আত্মসংযম শিক্ষাটা একদিনে হয় না। শিক্ষাটা যত বহু দিন বিস্তৃত হয়, ততই ইহার কষ্টকরত্ব কম হয়। সারা জীবন যে পথে চলিতে হইবে, প্রথম হইতে সেই পথে চলা অভ্যাস করানই মঙ্গল। এই সব কারণে আমার মনে হয়, যাহাকে বিধবার জীবন যাপন করিতে হইবে, প্রথম হইতেই তাহাকে ঐ জীবন পালনের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, নতুবা ফল বিষময় হইবে।

পিতা, মাতা, যে তাঁহাদের বালিকা বিধবা কন্যাকে বিধবার আচরণ অভ্যাস করিতে দিতে চান না, তার প্রধান কারণ অপত্য-স্নেহ। বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবে—ভাল খাইবে, ভাল পরিবে এবং বিধবা কন্যাটী বিরসবদনে ভগ্নমনে বেড়াইবে, একাদশীর উপবাস করিয়া শুখাইয়া যাইবে—এ কথা ভাবিতে গেলে পিতা মাতার বুক ফাটিয়া যায়। তাহার জীবনত অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছে, কোন্ প্রাণে পিতা মাতা সেই অন্ধকারকে আরও ঘনীভূত করেন? এ প্রসঙ্গে এইটুকু মাত্র বলিতে চাই যে,

স্নেহ মমতার মধ্যে কন্যার পরিণামটাও ভাবা চাই।

কখন কখন ইহার ভিতরে একটু স্বার্থপরতার আমেজ দেখিতে পাই। পিতা কোন দৈহিক সুখ সচ্ছন্দ ছাড়িতে প্রস্তুত নন, মাতা এখনও ভাল খাওয়া ভাল পরার প্রতি বীতরাগ হন নাই; বড়ই মুস্কিল। কচী মেয়েটা বিরসবদনে মলিন-মুখে বেড়াইতেছে, কোনও বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করে না, কি করিয়া বাপ মা বিলাসিতা ও আমোদের স্রোতে গা ঢালিবেন? লোকে বলিবে কি? কাজে কাজেই পিতা মাতাকে চেষ্টা করিতে হয় যাহাতে মেয়েটা অন্য পাঁচটা সধবা মেয়ের ন্যায় হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়—সে ব্রহ্মচারিণী হইলে তাঁহাদের দশা কি হইবে? মেয়েটা গহনা না পরিলে মার গহনা পরা ভাল দেখায় না। সে আহার সম্বন্ধে সংযমী হইলে বাপের লুচী পাঁটা খাওয়া কেমন কেমন দেখায়, মা আশ মিটাইয়া ভাল মাছ খাইতে পারেন না। ফল এই দাঁড়ায় মেয়েটীর সংযম শিক্ষা হওয়া দূরে থাকুক, উচ্ছৃঙ্খলতাই শিক্ষা হয়। মেয়ের জন্য বাপ মায়ের সংযম শিক্ষা এবং বাপ মায়ের জন্য মেয়ের বিপদ-সঙ্কুল পথে বিচরণ, এই দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী ভাল পাঠকপাঠিকারা বিচার করুন্।

অনেকে হয়ত বলিবেন, চিরকাল হিন্দু-সমাজ বিধবাদের প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। সেই নির্ম্মমতার যদি কিছু উপশম হয়, তাহা সকল দিকে ভাল। নানা দিক্ হইতে সমাজের সংস্কার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে এবং বৈধব্য-জীবনের কঠোরতার প্রশমন একটা সংস্কার। সমাজ-সংস্কার যে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু সুধু সমাজ-বন্ধন শিথিল করা কি সমাজসংস্কার? এ কথাও অনেকে স্বীকার করিবেন যে, সমাজের কোনও বন্ধন যদি শিথিল করা না হয়, তবে সমাজসংস্কার কি প্রকারে সম্ভব হইবে?

কিন্তু কোন একটা বন্ধন শিথিল করার পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখা উচিত—উহা দ্বারা কি উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে, উহার ফল কি? সুধু শিথিলতার জন্য কোন একটা সামাজিক বন্ধন শিথিল করা যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র, প্রকৃত সমাজ-সংস্কার নয়। পরিবর্ত্তনই যে উন্নতি এবং শিথিলতার প্রশ্রয় দেওয়াই যে উদার-নৈতিকত্ব, এরূপ মনে করা বিষম ভুল। মনে করুন একজন ভদ্রলোকের একটী বালিকা বা যুবতী বিধবা কন্যা আছে, তাঁর অবস্থা ভাল এবং চাল চলন নব্য প্রণালীর। মেয়েটী সকাল বেলা যথারীতি চা খায়, এবং দুপুর বেলা ষোড়শোপচারে ভাত খায় এবং রাত্রে লুচী পাঁটা বা পলাও কালিয়া খায়। বেশভূষার প্রতি তাহার বেশ নজর আছে, বিলাসদ্রব্যের তাহার অভাব নাই। কিন্তু তার পর? সংযম অভ্যাস সকলেরই আবশ্যক। যথার্থ শিক্ষা সংযম অভ্যাস; যথার্থ সভ্যতাও

তাই। অবস্থানুসারে অবশ্য সংযমের তারতম্য ঘটে, কিন্তু হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় বিধবার যতদূর সম্ভব সংযম অভ্যাস আবশ্যক। যদি কোন বিধবা আবার বিবাহিতা হন, তাঁর অবশ্য বিধবার উচিত ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যক হইবে না। কিন্তু যত দিন তাঁহার বৈধব্যদশার নিরাকরণ না হয়, ততদিন ব্রহ্মচর্য্য তাঁহার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর নয় কি? যদি বিধবার অবস্থার উন্নতি করিতে চাও, বিধবাবিবাহ প্রচলন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা কর। ইহাতে যথার্থ সমাজ সংস্কার হইবে, কিন্তু তাহা না করিয়া কিম্বা তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বিধবাকে শুধু চা মৎস্য মাংস খাওয়াইয়া এবং বিলাস-দ্রব্য ব্যবহার করা শিক্ষা দিয়া সম্ভাব্য সমাজসংস্কারকের নাম কেনা সংস্কারক বাবুর পক্ষে মন্দ না হইতে পারে, কিন্তু গরীব বিধবার পক্ষে সে মহা অমঙ্গলময়, তাহা সকল বুদ্ধিমান্ লোকেই স্বীকার করিবেন।

দ।

অদ্ভুত সামুদ্রিক জীব।*

এক প্রকার জীব দেখিলাম, তাহাদিগকে "সি-হেয়ার" (Sea-hare) বলে। দেখিতে ঠিক্ ছোট খরগোশের মত। কিন্তু বোধ হয় ইহারা অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধিবান্; কেননা, থাকে থাকে হঠাৎ সমস্ত শরীর ভিতরে ঢুকাইয়া তাল গোল পাকাইয়া ঠিক্ একটী লাড্ডুর মত হ'য়ে যায়; আবার, যখন সমস্ত শরীর বাহির করে, তখন ঠিক্ একটী ছোট খরগোশের মত হয়।

খানিক ক্ষণ বাদে আর এক স্থলে দেখিলাম, কতকগুলি মৎস্য মাটির উপর লাফাইয়া লাফাইয়া যাইতেছে। লম্বভাবে (মৎস্যেরা যেমন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে) যে লাফাইয়া যাইতেছে, তাহা নহে, ঠিক্ খাড়া ভাবে।

নানা প্রকারের কর্কট দেখিলাম। তাহার মধ্যে দুই প্রকারের নাম না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, কর্কট-বিদ্বেষিগণ ক্ষমা করিবেন। এখানে Crab-salad (অতি ঈষৎ টক্ দিয়ে কাঁকড়া) হচ্ছে এক উপাদেয় Dish (খাদ্য)। এক প্রকারের নাম "Hermit-Crab" অর্থাৎ পরিব্রাজক-কর্কট। ইহারা পীঠে বাটী বা আবাস-স্থান লইয়া বেড়ায়। ঘাড়ের কাছে পৃষ্টে বাস্তবিকই একটা বড় ঝিনুক। ঝিনুকগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। কাঁকড়াগুলিও ততোধিক সুন্দর।

* উদ্বোধনে আমেরিকাযাত্রী লিখিত Magic Isrand ঐন্দ্রজালিক দ্বীপের "মায়ের এক মনোহর উদ্যান" হইতে উদ্ধৃত।

আর এক প্রকার কাঁকড়া ; তাহার নাম "Sea Rock crab" অর্থাৎ সামুদ্রিক পার্ব্বতীয় কর্কট। যেমন আমাদের দেশে কাশ্মীরী লোক দেখিতে অতি সুন্দর, তেমনি কর্কটরাজ্যের মধ্যে "সি রক ক্র্যাব" অতীব সুন্দর। ইহার মাথায় একটী সুন্দর মটুক, কখন ঢুকিতেছে, কখন বাহির হইতেছে ; ঠিক্ যেমন ময়ূর মধ্যে মধ্যে পুচ্ছগুলি প্রসারণ করিয়া "প্যাকম্" ধরে, আবার মধ্যে মধ্যে সে গুলি সঙ্কুচিত করিয়া লয়। চক্ষুর উপরে একটী ঢাকনি আছে, রক্ষাবরণের মত। দেখিতে ঠিক্ যেন জানালার গ্রীশিয়ান টব্। সেই রক্ষাবরণগুলিও দেখিতে অতি সুন্দর।

মাকড়সাও সেই জলের ভিতর নানা-প্রকার দেখিলাম। লাল, সবুজ, মিশ্রিত রঙের, বাহারী, নক্সাকাটা প্রভৃতি নানা প্রকারের।

চিংড়ি মাছও নানা রকমের ও নানা রঙের। এখানে চিংড়ি মাছেরও স্যালাড্ (ঈষৎ টকের এক রকম তরকারি) অতি উপাদেয়। তবে সে সকল চিংড়ি অতি সাধারণ। এ সকল চিংড়ি মাছ নরলোক-ভোগ্য নহে।

শশা—গাছেই হইয়া থাকে, এবং অচেতন ফলের মধ্যে গণ্য, এই জানিতাম। কিন্তু এখানে সমুদ্রের ভিতর দেখিলাম 'শশা' চেতনও হইয়া থাকে এবং জলে আপনা হইতে জন্মায়—বিনা গাছের সাহায্যে। ইহাকে "সি কিউকম্বর্" (Sea Cucumber) অর্থাৎ সামুদ্রিক শশা বলে। ইহা এক প্রকার মাছ, ঠিক্ শশার মত দেখিতে।

তারপর, "স্যান্‌ড্যাব" (Sandab Fish)। ইহার গায়ে নানা প্রকার ছিটের মত নক্সা। সেই সকল নক্সাও নানা রঙের।

"Opal-eyed Fish" ওপাল আয়েড ফিশ্। ইহার চক্ষু ঠিক্ Opal অর্থাৎ মাণিকের মত। নানা রঙের চক্ষু—ভিন্ন ভিন্ন মাছের চোখে ভিন্ন ভিন্ন রঙের মাণিক।

"Electric Fish" (ইলেক্‌ট্রিক ফিশ্) অর্থাৎ "তড়িৎ-মৎস্য"। এই মাছগুলি দেখিতে খুব বড় বড় পায়রা-চাঁদা মাছের মত। কিন্তু গায়ে সব বিন্দু বিন্দু দাগ। সেই সকল বিন্দু হইতে নানা রঙের আলো (ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক) বাহির হইতেছে।

একটা মাছ দেখিলাম, খুব বড় কাতলা মাছের মত ; গায়ে নানা রকম রঙ্।

আর একটা মাছ, ঠিক ভেড়ার মত তার মুখ ও দাঁত। ইহাকে "Sheep-Fish" (শীপ-ফিশ্) বলে, অর্থাৎ মেষ-মৎস্য।

নানা রঙের ও আকৃতির বড় বড় ঝিনুক ও শামুক সমুদ্রের তলায়, পাহাড়ের গায়ে ও গাছের গায়ে রহিয়াছে।

কলম ত, সাধারণতঃ, হংসাদির পালকেই হইয়া থাকে, এবং তাহা দিয়া আমরা লিখিয়া থাকি। এখানে কিন্তু সমুদ্রের ভিতরে এক রকম মৎস্য দেখিলাম,

তাহা ঠিক্ কলমের মত। ইহাকে "Sea-Pen" (সি-পেন্) অর্থাৎ "সামুদ্রিক কলম" বলে।

আর এক রকম মাছ নাম Star-Fish (ষ্টার্-ফিশ্) অর্থাৎ তারামাছ। ইহা ঠিক্ * এইরূপ চিহ্নের মত। প্রতি ফলায় সব বিন্দু বিন্দু দাগ। ঐ সকল দাগ জ্যোতিতে খুব ঝক্-মক্ করিতেছে।

বড় বড় ঝুমকো ফুলের মত একরকম মাছ দেখিলাম। ইহার নাম "সি অর্-চিন্স" (Sea Urchins)। সি অর্চিন্স নানা রঙের হইয়া থাকে, সাদা, কাল, বেগুণে প্রভৃতি। অনেকটা Pin-pad (with pins on) আলপিনের গদীর মত দেখিতে।

আরও যে কত রকম ফুল, কত রকম গাছ, কত রকম মাছ, কত রকমের শামুক ও ঝিনুক দেখিলাম, তাহার আর কত বর্ণনা করিব? যাহারা দেখাইল, তাহারাও অনেকের নাম জানে না।

একটী বাক্সের ভিতর (বাক্স চারিদিকেই কাচ দ্বারা নির্ম্মিত) দেখিলাম অত্যদ্ভুত পদার্থ। ইহার নাম ডেভিল্-ফিশ্ (Devil Fish) অর্থাৎ অসুর-মৎস্য। ইহা যখন নিজে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখন দেখিতে ঠিক্ একটী মাংসপিণ্ড। রক্ষকেরা বলিলেন, ইহা যথার্থই পৃথিবীর এক আশ্চর্য্য জন্তু। ইহার শরীরের ভিতর ফুস্ফুস, যকৃৎ প্রভৃতি কোনও প্রকার সাধারণ আভ্যন্তরিক যন্ত্র নাই; উদর নাই; মস্তিষ্ক নাই। কিন্তু তত্রাপি ক্রোধগ্রস্ত হইলে ভয়ানক ভয়ানক নাক মুখ চোখ প্রভৃতি যে কেমন করিয়া সেই মাংসপিণ্ডের ভিতর হইতে বাহির করে, কিছুই বলা যায় না। ইহার শরীরে স্থানে স্থানে, ১২০টী করিয়া Suckers অর্থাৎ রক্ত-শোষক যন্ত্র আছে, তাহারারা অন্যান্য জন্তুর গাত্র হইতে নিমিষে প্রচুর পরিমাণে রক্ত শুষিয়া লয়। বাক্সের গায়ে একটু আঘাত লাগিলেই অমনি উহা রাগান্বিত হয়। রাগান্বিত হইলেই নানা প্রকারের ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভয় দেখায়। তখন দৈর্ঘে প্রায় এক হাত ও প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধ হাত হয় এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই নানা প্রকার রঙ্ বদলায়।

ডিম্বাকারে। হাঙ্গরের ডিম্ কি রকম জানেন? ঠিক্ পাকান শিঙের মত। আশ্চর্য্য নয় কি, ডিম—পাকান শিঙের মত? কতকগুলি এইরূপ হাঙ্গরের ডিম (তারা বলে—Shark-eggs) একটা জল-ভরা কাচের বাক্সের ভিতর রাখিয়া দিয়াছে।

আর একটা কাচের বাক্সের ভিতর কতকগুলি ঠিক্ রাধাপদ্ম ফুলের মত মাছ দেখিলাম। ইহারা একটু কিছু আওয়াজ হইলেই অমনি মুখ বন্ধ করে; তখন দেখিতে ঠিক্ রাধাপদ্ম ফুলের কুঁড়ির মত। ক্ষণেক পরে, আবার প্রস্ফুটিত হয়। রক্ষকেরা বলিল, ইহারা নাকি ৫৪০ ফিট অর্থাৎ ৩০০ হাত জলের নীচে সমুদ্রে বাস করে।

কতকগুলি Live Sponge অর্থাৎ

জীবিত স্পঞ্জ দেখিলাম। সে গুলিও মাছ।

Live coral ও দেখিলাম অর্থাৎ জীবিত প্রবাল। দেখিতে খুব ছোট ছোট শৈবাল পুষ্পের (Moss-flower) মত। পাহাড়ের গায়ে খুব ছোট ছোট গর্ত্তের ভিতর থাকে। ইহার বাস-স্থান অতি সুন্দর, প্রায় মানুষের মত। সকলের বাটীগুলি লাইন গাঁথা। প্রতি বাটীতে বৈঠকখানা (Parlours) প্রভৃতি আছে! ইহারা আত্মীয় কুটুম্ব সহিত একত্রে বাস করে। দর্শকবৃন্দকে, সেখানকার রক্ষকেরা এ সমস্ত অতি যত্নসহকারে দেখায় ও বুঝাইয়া দেয়।

জনফ্রেডারিক ওবার্লিন।

(৪৯৩-৯৪ - ২০৯ পৃষ্ঠার পর)।

প্রথম কয়েক বৎসর ওবার্লিন তাঁহার পিতার বিদ্যালয়েই পড়িতেন। তিনি বিশেষ পরিশ্রমী ছিলেন। স্মরণশক্তি বড় অল্প ছিল বলিয়া কোন কোনও বিষয়ে তাঁহাকে অন্য বালকদিগের অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিশ্রম করিতে হইত। যে বিষয় মনে রাখা কঠিন হইত, তাহা তিনি বার বার লিখিয়া আয়ত্ত করিতেন। প্রাতঃকালই পাঠাভ্যাসের প্রশস্ততম সময় বুঝিতে পারিয়া তিনি অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিতেন।

১৭৫৫ সালে পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি পিতার বিদ্যালয় ছাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে, বিএ উপাধি এবং ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে "ডক্টর অব ফিলসফি"—দর্শন বিশারদ এই উপাধি লাভ করিলেন। শেষোক্ত উপাধি লাভের সময় তিনি লাটিন ভাষায় এক সুন্দর প্রবন্ধ রচনা করেন এবং লাটিন ভাষায় প্রকাশ্য বক্তৃতা দ্বারা তাঁহার প্রবন্ধের যুক্তি-যুক্ততা স্থাপন করেন।

নিতান্ত দারিদ্র্যবশতঃ ওবার্লিনকে পঠদ্দশায় অতিরিক্ত মিতব্যয়ী হইয়া চলিতে হইত। কিন্তু মিতব্যয়ে অভ্যস্ত হইলেও তাঁহার হৃদয় সঙ্কীর্ণ ছিল না। তাঁহার অপেক্ষা কাহারও অধিক কষ্ট বা অভাব দেখিলে তিনি অকাতরে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। একদিন একটী বালক ওবার্লিনের সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে পকেট হইতে একটী মুদ্রা বাহির করিয়া সম্মুখস্থ জলাশয়ে ফেলিয়া দিয়া তাঁহাকেও ঐরূপ করিতে বলিল। ওবার্লিন কিন্তু তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন সে তাঁহাকে লজ্জা দিবার জন্য বলিল, "ছি! তোমার পয়সার এত মায়া"। ওবার্লিন নীরব রহিলেন। অপর এক দিন সেই বালকের সহিত

বেড়াইবার সময় ওবার্লিন পথে একটী নিতান্ত বিপন্ন ব্যক্তিকে দেখিলেন এবং তাঁহার নিকট কষ্টে উপার্জ্জিত যে দুইটি মুদ্রা ছিল, তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাকে দান করিলেন। তাঁহার সহচর ওবার্লিনের দরিদ্রাবস্থার বিষয় জানিত, কিন্তু এখন তাঁহার বদান্যতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল "এ অবস্থায় তুমি দুই টাকা দান করিলে কিরূপে?" ওবার্লিন উত্তর করিলেন "অর্থ যদি জলে না ফেলিয়া দি অথবা অন্যরূপে অপব্যয় না করি, তাহা হইলে অক্লেশে বিপন্ন ব্যক্তির দুঃখ মোচন করিয়া মনে অতুল আনন্দ অনুভব করিতে পারা যায়।"

তাঁহার ব্যয়ভার বহন করিতে পিতা মাতার কষ্ট হইবে বলিয়া তিনি ছাত্র পড়াইয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেন ও তদ্দ্বারা নিজের পাঠাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। প্রথমে তিনি ছোট ছোট ছাত্রদিগকে পড়াইয়া অতি সামান্য উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু পরে তাঁহার শিক্ষাকার্য্যে যত্ন ও ছাত্রগণের প্রতি সস্নেহ ব্যবহারের কথা শুনিয়া ষ্ট্রাসবর্গ নগরের সর্ব্বপ্রধান অস্ত্রচিকিৎসক তাঁহাকে নিজ সন্তানদিগের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই ডাক্তারের গৃহে অবস্থানকালে ওবার্লিন ক্ষতস্থান পরিষ্করণ এবং তাহাতে ঔষধ প্রয়োগপূর্ব্বক বন্ধন প্রভৃতি শুশ্রূষাকার্য্য শিক্ষা করিলেন। ভবিষ্যতে এ সমস্ত শিক্ষা তাঁহার বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ওবার্লিন স্বনগরীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মশাস্ত্র পরীক্ষায় উপাধিপ্রাপ্ত হইলেন। তদবধি তাঁহার চরিত্রে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও কার্য্যনিষ্ঠা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। যুবক ওবার্লিন এই সময়ে যেরূপ একান্তভাবে ঈশ্বরচরণে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তি পাঠে তাহার কতক আভাস পাওয়া যাইবে।

"ভগবন্! অদ্য আমি আমাকে ও আমার যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয় তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, তোমার অসীম জ্ঞানে যাহা শ্রেয়ঃ বিবেচিত হয়, আমার জীবনের সমুদয় কার্য্য সম্বন্ধেই তুমি সেইরূপ বিধান কর। প্রভো! এ দাসকে যন্ত্রমাত্র করিয়া তোমার কার্য্যে নিয়োগ কর। আমাকে পাপের রাজ্য হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার রাজ্যের প্রজা কর, তোমার প্রিয় পুত্র যীশুর অনুরোধে আমার পাপ ক্ষমা কর। আমাকে তাঁহার ন্যায় ধর্ম্ম-পরিচ্ছদ পরাইয়া দাও। তাঁহার ন্যায় পবিত্রাত্মা দিয়া, আমাকে বিশুদ্ধ করিয়া লও। প্রভো! আমি তাঁহার অনুরূপ হইতে চাই, আমার এই বাসনা পূর্ণ কর। আমার অন্তঃকরণ দৃঢ় ও পবিত্র কর। তুমি আমার নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত আছ, এই জ্ঞান যেন আমার হৃদয়ে চিরকাল উজ্জ্বল থাকে এবং আমার সান্ত্বনার কারণ হয়। হে শান্তিনিকেতন! তোমার যখন ইচ্ছা হয় এই ভবধাম হইতে আমাকে লইয়া যাইও। কিন্তু প্রভো! আমি যেন আমরণ তোমার ইচ্ছার অনুগত হইয়া থাকি।"

ইহার দশ বৎসর পরে এবং পুনরায় ১৮২২ অব্দে অর্থাৎ দ্বিসপ্ততি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি নূতন করিয়া আত্মোৎসর্গ-ব্রত গ্রহণ করেন। শেষোক্ত অনুষ্ঠানকালে

উৎসর্গপত্রের পার্শ্বদেশে "প্রভো! এ অধমকে কৃপা কর" এই কয়েকটী কথা লিখিয়াছিলেন। মহাজনগণ আপনাদিগকে "তৃণাপেক্ষাও সুনীচ" মনে করেন।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ওবার্লিন পূর্ব্বকথিত অস্ত্রচিকিৎসকের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিজে একটী ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়া করিলেন। তথায় অবস্থিতিকালে, বাঁদেলারোব নামক পার্ব্বতীয় প্রদেশান্তর্গত ওয়াণ্ডবাস গ্রামের ধর্ম্মযাজক ষ্টুবার আসিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ষ্ট্রাসবর্গ নগরবাসিগণ ষ্টুবারকে তথাকার যাজকপদে বরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে তথায় আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ষ্টুবার ওয়াণ্ডবাস গ্রামের জন্য তাঁহার নিজের স্থানে একজন সুযোগ্য লোকের সন্ধান করিতেছিলেন, কিন্তু সেরূপ লোক না পাইয়া উদ্বিগ্ন হন। পরিশেষে লোক-মুখে ওবার্লিনের প্রশংসাবাদ শুনিয়া স্বয়ং তাঁহার গুণাগুণ পরীক্ষণার্থ তথায় আসিয়াছিলেন। ওবার্লিনের গৃহে আসিয়া প্রথমেই গৃহের প্রান্তভাগে একটী ক্ষুদ্র খট্টা তাঁহার নয়নগোচর হইল। বস্ত্রের অভাবে অপরিষ্কৃত স্থূল কাগজ দ্বারা ওবার্লিন তথায় তিরস্করণী (অর্থাৎ পর্দ্দা) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই বিচিত্র পর্দ্দার কথা লইয়া খানিকক্ষণ হাস্যালাপের পর ষ্টুবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রদীপের উপর ঐ যে একটী লৌহপাত্র ঝুলিতেছে, ওটা কি?" উত্তর দেওয়া হইল "উহা আমার রন্ধনশালায় রন্ধন হইতেছে। আমি পিতা মাতার নিকট গিয়া মধ্যাহ্নে আহার করি এবং এখানে আসিবার সময় প্রত্যহ কিঞ্চিৎ রুটী লইয়া আসি। রাত্রি ৮টার সময় কিঞ্চিৎ লবণের সহিত ঐ রুটী ঐ লৌহ কটাহে ফেলিয়া তাহাতে খানিক জল ঢালিয়া দিই, পরে প্রদীপটী তাহার নীচে রাখিয়া পড়িতে থাকি। রাত্রি দশটা বা ১১টার সময় যদি ক্ষুধা বোধ হয়, তবে ঐরূপে প্রস্তুত খাদ্য আহার করি। মহাশয়, আমার উহা বড়ই উপাদেয় বোধ হয়।" ষ্টুবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন "হাঁ আপনার মত লোকেরই আমার প্রয়োজন"। পরে আসন গ্রহণ করিয়া ওবার্লিনকে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন। তদনন্তর ওবার্লিন ষ্টুবারের সহিত ওয়াণ্ডবাস্ গ্রাম দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। সেই অর্দ্ধ-সভ্য গ্রামবাসিগণের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া এবং ষ্টুবার ইতিপূর্ব্বেই তাহাদের হিতার্থ যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা অবগত হইয়া ওবার্লিনের চিত্ত আশ্চর্য্যান্বিত এবং ঐ হতভাগ্য লোকদিগের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইল। কিন্তু তাহাদের উপকারার্থে আরও কত কার্য্য করিতে বাকী আছে, ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় গভীর চিন্তায় আলোড়িত হইতে লাগিল। ১৭৬৭ অব্দে ২৭ বৎসর বয়সে ওবার্লিন ওয়াণ্ডবাসের যাজকপদে বৃত হইলেন। অতঃপর পাঠকদিগকে ওয়াণ্ডবাস গ্রামের ও তত্রত্য অধিবাসিগণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইবে।

(ক্রমশঃ)

উদ্দীপনা।

হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস হইতে যে ভাষা বিনিঃসৃত হয়, তাহাই উদ্দীপনা। ইহা দ্বারা হর্ষ, শোক, ভয়, বিস্ময়, রাগ, বিরাগ প্রভৃতি অন্তরের নানা ভাব মূর্তিমান্ হইয়া প্রকাশিত হয়। ইংরাজিতে ইহাকে "Elocution" বলে। ইংরাজ বাগ্মীয়া অতি যত্নপূর্ব্বক ইহার অনুশীলন করিয়া থাকেন এবং ইহা দ্বারা যে প্রভূত ফল লাভ হয়, তাহা বলা বাহুল্য। উদ্দীপনা দ্বারা যেমন হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতার নানা কৌশল শিক্ষা করা যায়, সেইরূপ ইহাদ্বারা শ্রোতৃবর্গকে যখন যেমন আবশ্যক, সেইরূপ ভাবে উত্তেজিত করিয়া অভীষ্ট সংসিদ্ধ করিতে পারা যায়। ইংরাজিতে (Alexander's Feast) সেকন্দরের ভোজ নামে একটী কবিতা আছে, তাহা একটী উদ্দীপনাপূর্ণ গ্রীক কবিতার ছায়া অবলম্বনে লিখিত।

আলেকজাণ্ডার গায়কমুখে এই কবিতা গীত হইতে শুনিয়া একবার প্রেমে বিহ্বল হইয়া আত্মহারা হইতেছেন, আবার ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধে ধাবমান হইতেছেন—একবার উৎসাহে মাতিয়া আনন্দে ভাসিতেছেন, আবার বিষাদে ম্রিয়মাণ হইয়া ভূমিতলে অবলুণ্ঠিত হইতেছেন, আবার উঠিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে চারি দিকে চাহিতেছেন। বস্তুতঃ ছায়াবাজীকর যেরূপ পুতুলকে যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া নাচায়, সুগায়ক ও সুবাগ্মী শ্রোতাকে সেইরূপ আপনার ক্রীড়াপুত্তলি করিতে পারেন।

গান এবং বাগ্মিতা একই জিনিষ এবং উভয়ই একই উদ্দেশ্য সাধন করে। কোনও ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন যে, কেবল পদ্যই কবিতা নহে—সরস-ভাবপূর্ণ গদ্যও কবিতা আখ্যা পাইবার যোগ্য। উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষাও গদ্য বা পদ্য ছন্দে রচিত হউক, তাহা মোহকর সঙ্গীতের স্থানীয় এবং তাহা দ্বারা সঙ্গীতের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাষার যদিও এখনও বাল্যকাল, কিন্তু ইতিমধ্যে ইহাতে গদ্যে ও পদ্যে কতকগুলি উদ্দীপক প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে, পাঠকপাঠিকাগণ এইগুলি সংগ্রহ করিয়া আবৃত্তির জন্য ব্যবহার করেন, আমরা বড় ইচ্ছা করি। কয়েক মাস হইল বামাবোধিনীতে "বিধবা-বিবাহের উপসংহার" বলিয়া যে প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা উদ্দীপনার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দুঃখবিগলিত হৃদয়োচ্ছ্বাস আবেগপূর্ণ ভাষায় প্রকাশিত। নব্য বঙ্গভাষার পিতৃস্থানীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখাতে যেরূপ, স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তেরও লেখাতে সেইরূপ উদ্দীপনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। তিনি বাঙ্গা

রামমোহন রায়ের স্মৃতিচিহ্ন সম্বন্ধে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়" নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"এটি যদি একটি খ্যাত্যাপন্ন ইংরেজের প্রতিমূর্ত্তিনির্ম্মাণের সঙ্কল্প হইত, তাহা হইলে কত না পদস্থ ভূম্যধিকারীর বিস্তৃত ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব, কত রাজ্য-শূন্য রাজোপাধিকের রাজস্বভাগ, কত কর্ম্ম-চারিস্থ পদের বেতন মুদ্রা, কত বাণিজ্য ব্যবসায়ের লাভাংশ ও কত কত অন্যমত স্বাধীন বৃত্তির আয়টঙ্কা মুহূর্ত্তমাত্রে দান-পুস্তকে অঙ্কিত ও অবিলম্বে একত্র রাশী-কৃত হইয়া কার্য্য সাধন করিয়া দিত। অথবা রামমোহন রায়েরই স্মরণচিহ্ন-সং-স্থাপনার্থ যদি একটি সম্ভ্রান্ত ইংরেজ উদ্-যোগী হইতেন, তাহা হইলেও কোন্ কালে ইহা সম্পন্ন হইয়া যাইত। তদীয় অনুরাগ ও প্রসাদ-লাভ প্রার্থনাতেই অক্লেশে সমুদায় সুসিদ্ধ করিয়া তুলিত। আমাদিগকে ধিক্! শত ধিক্! সহস্রবার ধিক্! এমন দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও হিন্দুজাতির চিরস্থায়ী হইবার ইচ্ছা আছে। যখন আমার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই, তখন এরূপ ধিক্কার উচ্চারণ ও আর্ত্তনাদ প্রকাশ করা শোভা পায় না। কিন্তু আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও জলন্ত দাবানলের সুদীর্ঘ শিখা-সমুদায় কে নিবারণ করিতে পারে? প্রচুর বারি-বর্ষণ না হইলে, দাবানল আপন আধারকে ভস্মীভূত না করিয়া নিরস্ত হয় না। ভিক্ষা দূরে থাকুক, চেষ্টা দূরে থাকুক, বাক্য স্ফুরণেরও শক্তি নাই! পূর্ব্বোক্ত পংক্তি-গুলি আমার চিতা-ভস্মের অন্তর্গত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বই আর কিছুই নয়! তাহাতে কুত্রাপি কিছু উৎসাহানল উদ্দীপন করিলে, সৌভাগ্যের বিষয় হইত। উৎসাহ প্রদীপ্ত হইল; ইতস্ততঃ তাহার উত্তাপও অনুভূত হইল; কিন্তু তাল-পত্রের অগ্নি, প্রদীপ্ত হইয়াই নির্ব্বাণ হইয়া গেল! সকলই আক্ষেপের বিষয়! মনস্তাপ! মনস্তাপ! মনস্তাপ! অনেকে শৃগাল-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবেন, তথাচ সিংহ-প্রতি-মূর্ত্তিদর্শনে অনুরাগী হইবেন না। এদেশে মানবপ্রকৃতির কি বিকৃতি ও বিপর্য্যয়ই ঘটিয়াছে! ও ইয়ুরোপ! ও আমেরিকা! একবার এদিকে নেত্রপাত কর! যদি রামমোহন রায়ের স্বদেশীয়-বর্গের কতদূর অধঃপাত ঘটিতে পারে দেখিতে চাও, তবে আমাদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর! উত্তম পদার্থ কিরূপে অধম হয়, উচ্চাশয় কিরূপে নীচাশয় হয় ও মনুষ্য-দেহ কিরূপে অমানুষের আধার হয়, তাহা একবার আমাদের প্রতি নেত্রপাত করিয়া দৃষ্টি কর! পর্ব্বত কিরূপে গহ্বর হয়, হীরক কিরূপে অঙ্গার হয় ও জলন্ত কাষ্ঠ কিরূপে ভস্ম-রাশিতে পরিণত হয়, তাহা একবার এই বর্ত্তমান অকৃতজ্ঞ নরাধম জাতির প্রতি নেত্রপাত করিয়া দৃষ্টি কর!!"

ব্রহ্মচারিণীর গোয়েন্দাগিরি।

(২য় প্রস্তাব)

কয়েক দিবস অতীত হইলে পর ডাকাইতেরা এবং তাহাদের দলপতিগণ জানিতে পারিল, এই বনমধ্যে তরুতলে এক ব্রহ্মচারিণী বাস করে। ঐ নিবিড় অরণ্যের অভ্যন্তরে এক স্থানে বহুসংখ্যক বটবৃক্ষ পাশাপাশি অবস্থিত ছিল, তাহাদের সুরম্য তলে ব্রহ্মচারিণী অবস্থান করিতেছিল। ডাকাইতেরা তাহার জটাজুট, ত্রিশূল, কমণ্ডলু, ব্যাঘ্রচর্ম্ম ইত্যাদি দর্শন করিয়া ঠিক্ করিল এই রমণী নিশ্চয়ই মাতা কালী স্বয়ং অথবা তাঁহার সঙ্গিনী দূতী। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মচারিণীর সঙ্গে একটা নর-কপাল ও কয়েকখানা অস্থি ছিল এবং তাঁহার সম্মুখে দিবা রাত্রি ধুনীর অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিত। ক্রমে ক্রমে ডাকাইতদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় হইলে, ডাকাইতেরা তাঁহার খাদ্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিল। এইরূপে কয়েক দিবস অতিবাহিত হইলে, দস্যুগণ করযোড়ে নিবেদন করিল "মা! আমরা অনেক দিবস হইতে বেকার বসিয়া আছি, সম্প্রতি ডাকাইতির সুবিধা দেখিতেছি না। আপনার কৃপা হইলে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি।" এবম্প্রকারে কয়েক দিন ব্যাপিয়া অনুনয় বিনয়ের পর দস্যুরা পুনরপি কহিল "মা! যদি আপনার আদেশ হয়, তাহা হইলে ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন করিতে ইচ্ছা করি।" ব্রহ্মচারিণী তাহাই আদেশ করিলেন, ডাকাইতেরা কালীপূজার দিব্য বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। পূজা সমাপ্ত হইয়া গেলে পর ব্রহ্মচারিণী কহিলেন "দেখ বৎস! তোমরা পূর্ব্বদিকে গমন কর, তথায় ডাকাইতির সুবিধা হইতে পারে।" পূর্ব্বদিকে বৃটীশ রাজ্য এবং সেখানে ইংরাজ সেনা-নিবাস আছে, সুতরাং সেখানে যে ডাকাইতি হইতে পারে না, তাহা তিনি পূর্ব্বেই জানিতেন। দস্যুরা কহিল "মা! সেখানে ডাকাইতি হওয়া অসম্ভব, অন্যত্র যাইবার আজ্ঞা করুন।" ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, 'তবে কল্য আসিও।' পর দিবস তাহারা একত্র হইয়া দেখিল, ব্রহ্মচারিণী তাঁহার মুখ এবং সর্ব্বদেহ মসিতে রঞ্জিত করিয়া, হস্তে নরকপাল ধারণপূর্ব্বক এবং গলায় সূত্র দ্বারা বদ্ধ অস্থির মালা পরিধান করিয়া ঠিক্ কালী ঠাকুরের মত দণ্ডায়মান আছেন। দস্যুগণ অত্যন্ত ভক্তি ও ভয়ের সহিত প্রণামপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে সকলে উপবেশন করিলে পর, ব্রহ্মচারিণী কহিলেন "আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, খয়রা নগরীতে ডাকাইতি করিলে তোমরা নিশ্চয়ই লাভবান্, সফলকাম ও নিরাপদ হইতে পারিবে।" দস্যুরা বলিল "মা জগদম্বে! শুনিয়াছি, প্রায় দেড় বর্ষ কাল পূর্ব্বে তথায় এক

ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে, আর শীঘ্র সেখানে সুবিধা হইবার পথ নাই, অতএব অন্যত্র গমন করাই শ্রেয়ঃ।" ব্রহ্মচারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার বাটীতে ডাকাইতি হইয়াছিল?" ডাকাইতেরা উত্তর দিল "এক ধনবান্ কায়স্থের বাটীতে"।

ব্রহ্মচারিণী—"ডাকাইতির পরে ডাকাতেরা কোথায় গেল?"

দস্যু—"কোথায় গেল জানি না। শুনিয়াছি, এখনও পুলিশের দ্বারা তদন্ত হইতেছে।"

ব্রহ্মচারিণী—"তদারকের কি ফল হইয়াছে?"

ডাকাইতগণ—"আজ্ঞে, তাহার বিশেষ কিছুই জানি না, শুনিতেছি ডাকাইত ধরা পড়ে নাই।"

ব্রহ্মচারিণী—(হাস্য করিয়া) ধরা পড়া কঠিন!! যাহারা যথার্থ ভক্তির সহিত আমার পূজা করিয়া ডাকাইতি করিতে যায়, তাহারা ধরা পড়ে না।

ডাকাইতিগণ—আজ্ঞে, মা! সে কথা সত্য।

ব্রহ্মচারিণী—ডাকাইতরা আমার সন্তান।

ডাকাইত—আজ্ঞে হাঁ। আপনি আমাদের মা।

ব্রহ্মচারিণী—খয়রার ডাকাইতেরা এই বনেই আছে, যাহা হউক ভয় নাই। আমি তাহাদের রক্ষয়িত্রী।

এই কথা শুনিয়া ডাকাইতেরা পরস্পর গোপনে কহিতে লাগিল, "দেখ! মাতা জগদম্বা সকল কথাই জানেন। বাস্তবিক আমরাই ত খয়রার ডাকাইত।" এইরূপ কথাবার্ত্তায় ব্রহ্মচারিণী নিশ্চয়রূপে জানিতে পারিলেন, এই দস্যুদলভুক্ত অধিকাংশ ব্যক্তি খয়রা (খেড়া) নগরীর ডাকাইত, ইহাদের দ্বারাই ঐ নগরীতে কায়স্থের বাটীতে দস্যুতা ও নরহত্যা হইয়াছিল।

পর দিবস পুনরায় কথোপকথনের পর ইহা স্থির হইল যে, খেড়া নগরীতে আর একবার ডাকাইতি করা উচিত এবং এবারে মাতা জগদম্বা (ব্রহ্মচারিণী) স্বয়ং তাহাদের পথপ্রদর্শিকা, নেত্রী ও রক্ষয়িত্রী-স্বরূপে গমন করিবেন। দস্যুরা সম্মত হইল। দশদিন পরে অমাবস্যা তিথিতে ডাকাইতগণ সশস্ত্র হইয়া ব্রহ্মচারিণীর সঙ্গে ছদ্মবেশে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল; এবং অন্ধকার রাত্রে তথায় উপস্থিত হইয়া খেড়া নগরীর পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র বনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সুরাপান ও মাংসভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। ব্রহ্মচারিণী কহিলেন "তোমরা এইখানে গোপনে অবস্থান কর, তোমাদের অণুমাত্র চিন্তা নাই, আমি একবার শ্মশানক্ষেত্রে গিয়া আমার স্বামী শিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি।" দস্যুদল নিশ্চিন্ত হইলে, ব্রহ্মচারিণী ঝটিতি তথা হইতে নির্গত হইয়া কিয়ৎক্ষণ এদিক্ ও ও দিক্ পদচারণা করতঃ অবশেষে তীব্রপদে নগরীর থানাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। থানার ইনস্পেক্টরকে ডাকিয়া সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। অতি

শীঘ্র শীঘ্র ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব, ইন-স্পেক্‌টর, দারোগা এবং বহুসংখ্যক কনেষ্টবল, চৌকিদার ও বলবান্ লোক সঙ্গে লইয়া চুপে চুপে সেই বনের ধারে ব্রহ্মচারিণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুলীশের লোকেরা চারি দিক হইতে দস্যুদলকে আক্রমণ করিল। বনের ভিতরে গিয়া, ইঙ্গিতমতে, বংশীধ্বনি করিবামাত্র, ব্রহ্মচারিণী দেখিলেন পুলীশের লোকেরা আসিয়া ডাকাইতগণকে আক্রমণ করিয়াছে। ক্রমে এক বিষম লাঠালাঠি হইল বটে, কিন্তু তাহাতে দস্যুদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া ধৃত হইল। বিচারে অধিকাংশ দস্যু দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত (নির্বাসিত) হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মচারিণী মহাশয়া সোণার পদক (মেডেল) এবং গবর্ণমেন্টের প্রতিশ্রুত এক সহস্র রৌপ্য মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিচারের শেষে জানা গিয়াছিল, এই বিধবা রমণী গুজরাট দেশের সুপরিচিত লেখক ও কবি শ্রীমৎ বিঠুল দাস গণেশ দাসের তৃতীয়া কন্যা।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

মহিলাদিগের সভা সমিতি।

শিক্ষিতা মহিলাগণ দেশের কল্যাণের জন্য কি কি কার্য্য করিতে পারেন, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। তাঁহারা দেশের কল্যাণের জন্য যাহা করিতেছেন, এখন সেই বিষয়েই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কিন্তু রমণীগণ স্বদেশের হিতের জন্য কোথায় যে কিরূপ কার্য্য করিতেছেন, তাহার সংবাদ সংগ্রহ করাই আমাদের পক্ষে সুকঠিন। তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে সভা সমিতি স্থাপনপূর্ব্বক যে সকল সদনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন, আমরা শুধু তাহারই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংবাদ প্রাপ্ত হই; নচেৎ কত মহিলা সঙ্গোপনে অথবা আত্মীয় স্বজনের সাহায্যে কত ভাল কাজ করিতেছেন, তাহার খবর কে রাখে? শুনিয়াছি বর্ত্তমান রুষ-জাপান যুদ্ধে যে সকল জাপানবাসী নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিপন্ন পরিজনের সাহায্যের জন্য কত স্থান হইতে কত হিন্দু মহিলা অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন। দেশে যখন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন কত রমণী অর্থ, বস্ত্র ও তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া পাঠান। কোমলহৃদয় রমণীদিগের যদি সুযোগ থাকিত, তাহা হইলে হয়ত ইউরোপীয় মহিলাদিগের ন্যায় তাঁহারাও দেশের কল্যাণের জন্য মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন।

কিন্তু সে কথা থাক। আমরা শিক্ষিতা রমণীদিগের গোপনীয় সৎকার্য্য সকলের বিবরণ ভালরূপে সংগ্রহ করিতে পারিব

না বলিয়াই আজ তাঁহাদের সভা সমিতির বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

মহিলাদিগের উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রথম বোধ হয় স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন "ব্রাহ্মিকা-সমাজ" প্রতিষ্ঠিত করেন। স্ত্রী-জাতির ধর্ম্মোন্নতি সাধনই ঐ সমাজের লক্ষ্য ছিল। আচার্য্য কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মিকা-দিগকে লইয়া উপাসনা করিতেন এবং তাহাদিগকে সরল ভাষায় সুন্দর সুন্দর ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। কিন্তু এই ব্রাহ্মিকা সমাজকে ঠিক্ শিক্ষিত মহিলাদিগের সভা সমিতির মধ্যে গণ্য করা যায় কি না, সন্দেহ। সেই জন্য তৎসম্বন্ধে বিশেষ কোনও আলোচনা করিব না।

ঐ ব্রাহ্মিকা সমাজের পর যে "বঙ্গ মহিলা সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই শিক্ষিতা মহিলাদিগের সভা সমিতির মধ্যে প্রথম স্থান পাইবার যোগ্য। এই সমাজের মহিলাগণ অনেকেই শিক্ষিত ছিলেন। যাহাতে রমণীদিগের মানসিক উন্নতি হয়, আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, মহিলাগণ একত্র সম্মিলিত হইয়া প্রবন্ধ রচনা ও হিতকর বিষয়ের আলোচনা করিতে পারেন, পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় দ্বারা আপনা-দিগের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করিতে পারেন, এবং দেশের কল্যাণের জন্যও কিছু কিছু কার্য্য করিতে সমর্থ হন, ইহাই উক্ত সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যসাধনে বঙ্গমহিলা সমাজের মহিলাগণ অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কিয়ৎ পরিমাণে কৃত-কার্য্যও হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এখন এই সমিতির অস্তিত্বের পরিচয় নাই। মাননীয়া শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু এই সমিতির সম্পাদিকা ছিলেন এবং কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী, শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু, অবলা বসু, কাদম্বিনী বসু (ডাক্তার গাঙ্গুলি) প্রভৃতি ইহার কার্য্যের সহ-কারিতা করিতেন। বঙ্গমহিলা সমিতি হইতে বালক বালিকাদের জন্য পাঠ্য-পুস্তকপ্রচার ও অন্যান্য শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়।

এই বঙ্গমহিলাসমাজের সমকালে নব-বিধান সমাজের মহিলাদিগকে লইয়া একটী "আর্য্যনারী সমাজ" হয়। এই আর্য্যনারী সমাজ অদ্যাপি জীবিত আছে। নারীজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধন এই সমাজেরও লক্ষ্য। এই সমাজ হইতে "পরিচারিকা"-নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। শুনিয়াছি মহাত্মা কেশবচন্দ্রের কন্যা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশের পত্নী মণিকা দেবী ইহার সম্পাদিকা। তাঁহার অনেক কলা জ্ঞান আছে; তিনি সুন্দর ছবি আঁকিতে পারেন; উত্তম বাঙ্গালা রচনা করিতে পারেন; তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া নীরবে নিঃশব্দে "পরি-চারিকার" সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেছেন।

ইহার পরই "সখীসমিতির" কথা মনে পড়ে। মাননীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী

এবং মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পরিবারের অন্যান্য শিক্ষিতা মহিলা ও বারিষ্টার ডবলিউ সি বান্নুর্জীর পত্নীর উদ্যোগে এই "সখীসমিতি" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং 'সখীসমিতির" কার্য্য এরূপ উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল যে, ইহার সঙ্গে হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান এই তিন সমাজের শিক্ষিতা মহিলাদিগের অন্তরের যোগ ছিল। এই সমিতির উদ্দেশ্যও অতি মহৎ ছিল—সকল সম্প্রদায়ের মহিলাদিগের মধ্যে পরস্পর আলাপ পরিচয় হইয়া যাহাতে অন্তরের যোগ স্থাপিত হয়, এজন্য সখীসমিতির কর্ত্রীগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেন। মহিলাদিগের শিল্পকর্ম্মে উৎসাহ দিবার জন্য একটী মহিলা-শিল্প-মেলাও হইয়াছিল। ঐ মেলায় মাননীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর রচিত "লজ্জাবতী" এবং বোধ হয় "স্নেহলতার"ও অভিনয় হইয়াছিল। রমণীরাই এই অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির জন্য সখীসমিতি হইতে আর একটী খুব ভাল কাজের সূচনা হইয়াছিল। হিন্দু পরিবারের মেয়েদিগের সুশিক্ষার জন্য ইহাঁরা একদল শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্য সখীসমিতির মহিলাগণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া দুইটী বালিকাকে বেথুন স্কুলে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণাও হইয়াছিলেন। কিন্তু সখীসমিতির কর্ত্রীগণ কেন যে হিন্দু অন্তঃপুরের বধূদিগের শিক্ষার কোনও সুব্যবস্থা করিতে পারিলেন না, কয়েক বৎসর পরে কেন যে ঐ সমিতির অস্তিত্ব সময়সাগরে বিলীন হইয়া গেল, তাহাও জানি না।

আমাদের মনে হয়, এই কলিকাতা সহরে উক্তরূপ একটি মহিলা-সমিতির অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। শ্রীমতী সরলা দেবী ত কত ভাল ভাল কাজেরই সূচনা করিতেছেন, পুরুষদিগের অনেক সৎকার্য্যের পশ্চাতে থাকিয়াও উৎসাহদান করিতেছেন। তিনি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা, তাঁহার শক্তি আছে, স্বাধীনতা আছে, তাঁহার একটা কিছু করিয়া তুলিবারও ক্ষমতা আছে। তিনি যদি শিক্ষিতা মহিলাদিগকে লইয়া একটী মহিলাসমিতি স্থাপন করেন, এবং মফস্বলে প্রত্যেক জেলায় তাহারই এক একটি শাখা-সমিতি স্থাপিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রমণীদিগের অনেক অভাব দূর হইতে পারে।

হিন্দু এবং মুসলমানদিগের অন্তঃপুরের মেয়েদের শিক্ষার জন্য উক্তরূপ এক শ্রেণীর শিক্ষয়িত্রীর অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আজ কাল অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই অন্তঃপুরের মেয়েদিগকে লেখা পড়া শিখাইতে চাহেন। কিন্তু সকল স্থানে মেয়েদের জন্য স্কুল নাই; স্কুল থাকিলেও হিন্দু এবং মুসলমান পরিবারের মেয়েদের বয়স একটু অধিক হইলে তাঁহাদিগকে আর স্কুলে পাঠান হয় না। স্কুলে পাঠাইলেই বাহিরের লোকের নিন্দা এবং

ঘরের লোকের গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। তা ছাড়া গৃহের বধূদিগকেত কিছুতেই স্কুলে পাঠান যায় না। অথচ পঞ্চাশ ষাট টাকা বেতন দিয়া কোনও শিক্ষিতা ব্রাহ্ম মহিলা কিম্বা খ্রীষ্টান্ মহিলাকে যে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা—তাহাও অনেকের অবস্থায় কুলাইয়া উঠে না। সেই জনাই বলিতেছি, মহিলাদিগের কোনও সভাসমিতি যদি অর্থ সংগ্রহ করিয়া অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষার জন্য জন কয়েক শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের যথেষ্ট উপকার হয়।

এ সম্বন্ধে আর একটা কথা মনে পড়িতেছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে বাঁকিপুর সহরে তথাকার প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের অবস্থার উন্নতির জন্য "বান্ধব সমিতি" নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত সভার উৎসাহী সভ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্, এ, শ্রীযুক্ত মথুরা নাথ বসু বি, এল প্রভৃতি কয়েক জন শিক্ষিত ব্যক্তি স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের অন্তঃপুরের মহিলাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিবেন, এজন্য তাঁহারা অর্থব্যয় করিতেও প্রস্তুত, কিন্তু শিক্ষয়িত্রী জুটিতেছে না। যদি কলিকাতায় মহিলাদিগের কোনও অসাম্প্রদায়িক সভা সমিতি থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিয়া এই সকল স্থানে প্রেরণ করিতে পারিতেন।

সখীসমিতির অনুকরণে বরাহনগরে সর্ব্বশ্রেণীর মহিলাদিগের উন্নতির জন্য "সুমতি-সমিতি" নামক একটী সভা স্থাপিত হইয়াছিল। বরাহনগরের খ্যাতনামা সমাজসংস্কারক শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা পরলোকগতা বনলতা দেবী এই সমিতির সম্পাদিকা ছিলেন। বনলতা দেবী পিতৃ-হৃদয়ের অনেক সদ্গুণের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। "অন্তঃপুর" নামক মহিলাদিগের দ্বারা পরিচালিত মাসিক পত্রখানি বনলতা দেবী কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত হয়। তিনি গদ্য পদ্যে অতি সুন্দর রচনাও করিতে পারিতেন। বনলতা দেবী শুধু অন্তঃপুর প্রকাশ করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি সুমতি-সমিতির সম্পাদিকারূপে অনেক ভাল কাজ করিয়াছেন। চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এই সমিতি হইতে দুই একটী অসহায়া বালিকাকে সাহায্য করা হইত; তদ্ভিন্ন সম্পাদিকা হিন্দু অন্তঃপুরের মেয়েদের কাছে চিঠিপত্র লিখিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেন; তাঁহাদের অবস্থার যাহাতে উন্নতি হয়, তদ্বিষয়েও তাঁহার চেষ্টা ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শশিপদ বাবুর মুখে শুনিয়াছি যে, স্বর্গীয় বনলতা দেবীর নিকট হিন্দু অন্তঃপুরের মহিলাদিগের রাশি রাশি চিঠি আসিত; ঐ সকল চিঠিতে তাঁহারা আপনাদের সুখদুঃখের কত কথাই লিখিতেন! বনলতা দেবীও সহানুভূতির সহিত সমস্ত চিঠির উত্তর দিতেন। সুখের বিষয় যে, এখনো ঐ সমিতি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং বনলতার জ্যেষ্ঠা

ভগিনী শ্রীমতী সুখতারা উহার সম্পাদিকার কার্য্য করিতেছেন।

অতঃপর আমরা কলিকাতার ভারত-মহিলা-সমিতির বিবরণ উল্লেখ করিব। এই সমিতির গত বৎসরের কার্য্য-বিবরণ আমাদের হস্তগত হওয়াতে ইহার সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ হইয়াছে।

নয় বৎসর হইল কয়েকটী ব্রাহ্মমহিলার উদ্যোগে এই সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতির উদ্দেশ্য কি তাহা রিপোর্ট হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি :—

"মহিলাদিগের ক্ষুদ্র শক্তি—যাহা চারি দিকে বিক্ষিপ্ত থাকাতে কার্য্যকরী হইতে পারিতেছে না, সেই শক্তি যাহাতে একত্র মিশিয়া দেশের মধ্যে ভাল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে, এই লক্ষ্য সাধন ভারত-মহিলা সমিতির বিশেষ উদ্দেশ্য।"

"যে সমুদয় নরনারী সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে না, সেই দুঃখীদিগের কল্যাণ সাধন ও শিক্ষা দান এই সভার অন্যতর উদ্দেশ্য।"

"মহিলাগণ যাহাতে জ্ঞান, ভক্তি ও পবিত্রতা-সহকারে জীবনের কর্ত্তব্য সু-সম্পন্ন করিতে পারেন, তৎপক্ষে যথাসাধ্য সহায়তা করা সমিতির আর একটি উদ্দেশ্য।"

এই সমিতি যদিও কলিকাতায় সংস্থাপিত হইয়াছে, তথাপি মফস্বলস্থ মহিলাগণও ইহার সভ্য হইতে পারেন।

সমিতির সভ্যাদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে রিপোর্টে যাহা লেখা আছে, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি :—

জ্ঞানোন্নতি :—সমিতির সভ্যগণ অন্যান্য কর্ত্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন সংবাদপত্র, ভাষা ও বিজ্ঞানাদি বিষয়ক সদগ্রন্থ আপন আপন সুবিধা অনুসারে পাঠ করিবেন।

পারিবারিক কর্ত্তব্য :—যাহার উপর গৃহের সর্ব্ববিধ কল্যাণ নির্ভর করে, যাহার দ্বারা মানবজাতি গঠিত হয়, সেই পবিত্র পারিবারিক কর্ত্তব্য সভ্যোরা অতি যত্নের সহিত পালন করিতে চেষ্টা করিবেন।"

সামাজিক কর্ত্তব্য :—প্রত্যেক সভ্যাই কিছু কিছু সামাজিক কার্য্য করিবেন। সন্তানাদি লইয়া অথবা অন্য কোন কারণে যিনি এই কার্য্যে অধিক সময় দিতে পারিবেন না, তিনি মাসের মধ্যে অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল কোন পরিবারের জন্য স্বহস্তে কিছু কার্য্য করিবেন।"

এই ভারত মহিলা-সমিতির সভ্যাসংখ্যা ৯৫ জন। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীযুক্তা সুশীলা বসু সম্পাদিকা, শ্রীযুক্তা গিরিবালা বিশ্বাস ও শ্রীযুক্তা যজ্ঞেশ্বরী মজুমদার সহকারী সম্পাদিকা; এবং শ্রীযুক্তা চপলা দত্ত সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই সমিতির প্রধান কার্য্য একটী বিধবাশ্রম-প্রতিষ্ঠা। এই আশ্রমে কয়েকটি অসহায় হিন্দুবিধবা বাস করিতেছেন। এই আশ্রম সম্বন্ধে রিপোর্টে লেখা আছে :—

"শ্রদ্ধেয়া ভগিনী শ্রীযুক্ত কাদম্বিনী লাহিড়ী মহাশয়া সমিতির জন্ম হইতে এই আট বৎসর কাল * * অক্লান্ত পরিশ্রমে সমিতিকে জীবিত রাখিয়াছেন। * * তাঁহারই যত্নে সমিতির প্রধান কার্য্যক্ষেত্র বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাদেরই সেবায় তিনি নিযুক্ত আছেন।

যদি আমরা প্রত্যেক সভ্য এই কার্য্যের দিকে মনোযোগ প্রদান করি, তবে কালে ইহা সমিতির গৌরবের কারণ হইবে এবং অনাথাদিগের মাথা রাখিবার স্থান হইবে।"

উক্ত বিধবাশ্রম ভিন্ন এই সমিতি হইতে একটি বালিকাকে অর্থ সাহায্যদান করা হইয়াছে; মহিলাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করা হইয়াছে; এবং চিঠি পত্র লিখিয়া মফস্বলের মেয়েদের সঙ্গে যোগ রক্ষা করা হইয়াছে।

আমরা এই সমিতির কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিয়া আশান্বিত হইয়াছি। এই সমিতির অন্তরালে কোন শক্তিশালী পুরুষ নাই। রমণীগণ সম্পূর্ণ নিজের নিজের বুদ্ধিতে এই সমিতি স্থাপন করিয়াছেন, এবং নিজেরাই ইহার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। এ দেশের নারীগণ সুশিক্ষা লাভ করিয়া উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলে, স্বদেশের কল্যাণের জন্ত যে ইয়ুরোপীয় মহিলাদের ন্যায় কার্য্য করিতে পারেন—এই সমিতি তাহার একটী প্রমাণ।

এইবার আমরা মফস্বলের দুইটি মহিলা-সমিতির কার্য্যের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

নয় বৎসর পুর্ব্বে আমরা শিলং গমন করিয়াছিলাম, তখন শিলং সহরে বাঙ্গালী রমণীদিগের একটি সমিতি দেখিয়া আসিয়াছিলাম। সেই সময় "অন্তঃপুরের" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী চৌধুরী এই সমিতির সম্পাদিকা ছিলেন। তিনি সমিতির মহিলাদিগের জ্ঞানোন্নতির জন্য একটী লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে বিস্তর বাঙ্গালা বই সংগৃহীত হইয়াছিল। সমিতির সভ্যগণ সেই সকল গ্রন্থ উৎসাহের সহিত পাঠ করিতেন। তদ্ভিন্ন সমিতির প্রত্যেক অধিবেশনে প্রায় পঞ্চাশ জন মহিলা উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের আধ্যাত্মিক ও পারিবারিক উন্নতি বিষয়ে আলোচনা করিতেন। শুনিলাম অদ্যাপি সেই মহিলা-সমিতি জীবিত আছে। এখন শ্রীযুক্তা সারদামঞ্জরী দত্ত উক্ত মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা।

এবার শ্রীহট্ট মহিলা-সমিতির বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব। উক্ত সমিতির সম্পাদিকা পুর্ব্বোক্ত শিক্ষিতা, ধর্ম্মশীলা এবং মনস্বিনী রমণী হেমন্তকুমারী। পুর্ব্বে তিনি "সুগৃহিণী" নাম্নী হিন্দী মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। তৎপরে "অন্তঃপুরের" সম্পাদিকা হইয়া কয়েক বৎসর কাগজখানি বেশ সুন্দররূপেই চালাইয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি শ্রীহট্ট সহরে পুরুষদিগের প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিয়া থাকেন। তিনি যখনই যেখানে যান, সেইখানেই দেশের কল্যাণের জন্য কিছু না করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি শিলং হইতে শ্রীহট্টে আসিয়া মহিলাদিগের উন্নতির জন্য বিবিধ সৎকার্য্যের সূচনা করিয়াছেন। শ্রীহট্টে একটি মহিলা-সমিতি স্থাপন করিয়া তথাকার রমণীদিগের উন্নতির জন্য চেষ্টা